বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

সুবিচার

রওশন জামিল

সুবা প্রকাশনী
SUVOM

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

একখন্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

সুবিচার

রওশন জামিল

ক্লিভ মোরলি প্যানডোরার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক।
সিলভার স্যাডল স্যালুনের মালিক সে।
র‍্যাঞ্চারদের নেতা, লোকজন তার আঙুল-ইশারায় চলে।
কিন্তু বিল ও'হারাকে চালাতে পারল না মোরলি।
ও'হারা দুর্ধর্ষ রেনজার, ভয় কাকে বলে জানে না।
ফলে যখন সে রেনজে জালিয়াতির গন্ধ পেল
অনিবার্য হয়ে উঠল সংঘাত ও সংঘর্ষ,
পোড়া বারুদের গন্ধে ভারী হল বাতাস।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SUVOM

ওয়েস্টার্ন ৯৮

সুবিচার

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনী

ISBN - 984 -16 - 8098 -X

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আসাদুজ্জামান

রচনা বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SUBICHAR
By: Raoshan Jamil

সেবা প্রকাশনী

চব্বিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সুবিচার

রওশন জামিল

ওয়েস্টার্ন ৯৮

সুবিচার

রওশন জামিল

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

এক

বিল ও'হারা এখন ঘোর বিপদে। একজন বিশ্ব সুন্দরী কণ্ঠলগ্ন হতে চাইলেও তার দিকে তাকাবার ফুরসত ওর হবে না। পালাচ্ছে সে। ক্রমেই ব্যবধান কমিয়ে আনছে শত্রুপক্ষ। অথচ ওর ঘোড়ার দম প্রায় শেষ, প্রতি পদক্ষেপে গোঙাচ্ছে।

প্রান্তরে ফের নজর বোলাল বিল। আড়াল খুঁজছে, গা ঢাকা দিতে পারে এরকম পাথরচাঁই গাছ বা মরা বালিয়াড়ি। বেসিনের অপর প্রান্তে ঝুপড়ি রয়েছে একটা। ওটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। ঝুপড়িটা এখন আধ মাইল দূরেও নয়, কিন্তু বিলের কাছে মাঝের পথটুকু গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মতই বিশাল আর দুর্গম মনে হচ্ছে।

বালুর ওপর চলতে গিয়ে মন্থর হয়ে গেল ঘোড়ার গতি। ধাওয়াকারী দুজন আরও কাছে এসে পড়ল এই সুযোগে, শিগগিরই গুলি ছুড়তে শুরু করবে। বিলকে ক্রসফায়ারে নিকেশ করার জন্য পরস্পর আলাদা হয়ে গেছে ওরা, দুজন দুই দিক থেকে আসছে। দূরের ওই ঝুপড়িতে পৌঁছতে না পারলে আজ বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে বিলকে।

চরাচর নিস্তব্ধ। গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ। বালু মাড়িয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগোচ্ছে ঘোড়া। বিল ডানে বাঁক নিল সামান্য। ধাওয়াকারী দুজন আর নিজের মাঝে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে ঝুপড়িটাকে। সামনের

দরজা বরাবর এগোলে শত্রুর সহজ টার্গেটে পরিণত হবে। দরজা খুলতে যেটুকু সময় লাগবে তার মধ্যেই নিশানা স্থির করার সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা।

পেছনে তাকাল বিল। দুপাশ থেকে এগিয়ে আসছে শত্রু। সবচেয়ে কাছে রয়েছে ডানের জন। বাঁয়ের লোকটা গুলি ছুড়তে শুরু করার আগেই, বিল সিদ্ধান্ত নিল, ডানদিকের শত্রুকে সে সাবাড় করবে।

অবশেষে ঝুপড়ির পাশাপাশি হল ও, পেছনে একফালি উঠন দেখতে পেল। একরাশ টিনের কৌটো আর আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। কোণঠাসা অবস্থায় লাকড়ির গাদায় আড়াল মিলবে। কেবিনের বাইরে লিন-টু আছে একটা। ওটার দরজার মাঝখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঘুলঘুলি কাটা। টিউবওয়েল আছে উঠনে, কিন্তু ওটার উইন্ডল্যাস আর বাকেট নেই। আর আছে বিরাট এক গ্যালভানাইজড্ আয়রন ট্যাংক।

প্রায় ছফুট দৈর্ঘ্য হবে ট্যাংকটার, কোনাগুলো গোল করা, পাশে আর গভীরতায় আড়াই ফুট। ট্যাংকটার কানায় কানায় পানি, ওপরে সাদা ফেনা ভাসছে। বিল এগোল ওটার দিকে, স্পার দাবিয়ে কাহিল ঘোড়াটাকে তাগাদা দিচ্ছে।

ঠিক তখুনি শুরু হল গুলি। বিং করে প্রথম বুলেটটা চলে গেল বিলের পাশ দিয়ে; দ্বিতীয়টা বিঁধল ঘোড়ার ডান কাঁধের পেছনে, জবাই করা ষাঁড়ের মত আছড়ে পড়ল জানোয়ারটা। শূন্যে পাখা মেলল বিল, রাইফেল তুলে নিয়েছে হাতে। উপুড় হয়ে বালুতে পড়ল ও, পিছলে গেল কয়েক কদম, সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে এগোতে লাগল চৌবাচ্চার দিকে। ট্যাংকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে কোনা ঘুরছে, এই সময়ে একটা বুলেট আঁচড় কাটল ওকে।

গড়ান দিয়ে উঠে বসল বিল, রাইফেল উঁচু করল, চৌবাচ্চার কিনারে

ব্যারেলটা রাখল। সবচেয়ে কাছের লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে রেকাবে, নামবে এক্ষুনি। মাছিতে ওর মাথা নিশানা করল বিল, ট্রিগারটা টিপে দিল। আততায়ী নেতিয়ে পড়ল ধুলোয়। চৌবাচ্চার দেয়ালে বাড়ি খেল একটা বুলেট, তলা থেকে ইঞ্চি দুয়েক ওপরে গর্ত সৃষ্টি করল। পানি বেরোতে শুরু করল কল্‌কল্ করে।

বাঁক নিয়েছে দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ার, কেবিনের সামনের দিকে পালাচ্ছে। লোকটা থেকে এক ফুট এগিয়ে নিশানা স্থির করল বিল, গুলি করল। ঘোড়সওয়ারের হ্যাট রিমের সামনের অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট। এবার এত আচমকা রাশ টানল লোকটা, সামনের পা দুটো ভাঁজ করে ঘোড়াটা বসে পড়ল। পেছনের পায়ে ওটাকে ঘুরিয়ে নিল সে, পালাতে লাগল। তারপর বিলের পরের গুলিটা যখন শিস কাটল মাথার ওপর দিয়ে, স্যাডলে শরীর মিশিয়ে সোজা খোলা প্রান্তর অভিমুখে ছুটল।

পানির ছাঁট এড়াতে চৌবাচ্চার আরেক প্রান্তে গেল বিল, পলায়নপর ঘোড়সওয়ারের উদ্দেশে গুলি ছুড়তে ছুড়তে উইনচেস্টারটা খালি করে ফেলল। গোড়ালির ভরে বসল সে, রিলোড করল রাইফেল, তারপর বসল লাকড়ির গাদায় গিয়ে, সিগারেট বানাতে শুরু করল।

গভীর নীরবতা নেমেছে আবার। বাঁয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে প্রথম রাইডার। দূরে সরে গেছে ওর ঘোড়াটা, এখন প্রান্তরে চরছে। খানিক তফাতে একটা বকনা-বাছুর দাঁড়িয়ে, চৌবাচ্চার দিকে মুখ করে বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ারকে দেখা যাচ্ছে এখনও, পালাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

হঠাৎ পানিতে একটা খাবি খাওয়ার শব্দ শুনল বিল। নিমেষে টানটান হয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া, চৌবাচ্চার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। দ্রুত নিশ্বাস নেয়ার শব্দ পৌঁছল কানে। কাগজ-তামাক ফেলে দিল বিল, কোল্টের দিকে হাত বাড়াল। কেউ একজন আছে ট্যাংকের ভেতর।

ডান হাঁটুর ওপর কনুই রাখল বিল, পিস্তল উঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে; বেরোও জলদি!'

মুহূর্তের নীরবতা, তারপর কালো ভেজা একগুচ্ছ চুল ধীরে ধীরে জেগে উঠল চৌবাচ্চার কিনারে। এরপর সাদা কপাল আর ভয়চকিত একজোড়া হালকা বাদামি চোখ। বিস্ময়ে চোখের পাপড়ি ফেলল বিল, গম্ভীর করে তুলল চেহারা, রুক্ষ স্বরে বলল, 'একদম বেরিয়ে আস।'

ছোট্ট নাক বেরোল একটা, বাঁশিতে ঘামাচির দাগ, তারপর লাল ঠোঁট, আড়ষ্ট। ক্ষুদ্র গোলাকৃতি সাদা চিবুক, একহারা কণ্ঠদেশ, পেলব কাঁধের শীর্ষভাগ—

'না!'

অপূর্ব চেহারার নগ্নিকা অদৃশ্য হল নিমেষে।

ঝটিতি দাঁড়াল বিল, পিস্তল ভরে ফেলেছে খাপে। চকচক করছে ওর চোখ, ঠোঁটের কোণে কঠিন হাসি ফুটেছে। কাদাপানিতে এখন আর আপত্তি নেই ওর। তিন কদমে পৌঁছে গেল চৌবাচ্চার কিনারে। ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল একটি মেয়ে। বিলের মুখভাব দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গেল মেয়েটা। 'প্লিজ!' অনুনয় করল।

গুটিসুটি হয়ে ট্যাংকের ভেতর ও বসে, বাহু দিয়ে আড়াল করেছে বুক, হাঁটু দুটো পরস্পর সেঁটে রয়েছে। কিম্ভূত এক অবস্থা মেয়েটার, কিন্তু এরপরও ওর দেহের সূক্ষ্ম সব বাঁক আর সজীব পেলব ত্বক বিলের চোখে পড়ল। সাবানগোলা পানি সামান্যই আবৃত করে পেরেছে ওর পা। ট্যাংকের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে গেল আরও, মেয়েটার উরু আর জঙ্ঘার সুডোল রেখাগুলো প্রকাশিত হল। আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে বাহু বেঁধেছে মেয়েটি, তবে যৌবনউদ্ধত বুকের সবটুকু লুকোতে পারেনি। মেয়েটার দিকে ঝুঁকল বিল, হাত প্রসারিত। এবার অকস্মাৎ হাঁটু ভাঁজ করে ফেলল মেয়েটা, মুখ গুঁজে

ফোঁপাতে শুরু করল।

বিল সোজা হল, ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ছে। কঠিন বেপরোয়া স্বভাবের মানুষ সে, প্রকৃতির দান নির্বিবাদে নির্বিচারে গ্রহণ করে অভ্যস্ত। একাধিক নারী এসেছে ওর জীবনে, জানে কান্না আর প্রতিবাদ আসলে পূর্বরাগের লক্ষণ।

মেয়েটার দিকে তাকাল সে, শিরায় শিরায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। এই মেয়েও নিশ্চয় অন্যদের মতই। বিল বলল কর্কশ স্বরে, 'বেরোও; এখানে সারাদিন বসে থাকা চলবে না।' আবার ঝুঁকল সে, বাঁ হাতটা গলিয়ে দিল মেয়েটার নগ্ন কাঁধের ওপর দিয়ে, ডান হাতটা ঢোকাল হাঁটুর নিচে। নগ্নিকার ছোঁয়ায় শিউরে উঠল ও, পেশি শক্ত হয়ে গেল।

পাঁজাকোলা করে যখন তুলে নিল বিল, মেয়েটা ধস্তাধস্তি শুরু করল। ওর বাহুর ভেতর পা ছুড়তে লাগল, এপাশ-ওপাশ করল শরীর, কিন্তু বুক থেকে হাত সরাল না। সামনে ঝুঁকল মেয়েটা, বিলের হাতে কামড় বসাল। ব্যথাটায় পুলক অনুভব করল বিল। দাঁতের ফাঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে 'দুষ্টু মেয়ে! থাম, বার করছি তোমার জেদ!' বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোল কেবিনের দিকে।

এবার প্রাণপণে যুঝতে লাগল মেয়েটা। চড় মারল বিলকে, মুখ খামচে দিল। কিন্তু বিল হাসছে, ওকে ধরে রাখল তবু। লাথি মেরে পেছনে দরজাটা খুলল সে, পা রাখল ভেতরে। এটা রান্নাঘর, ছোট তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চুলোটা ঝকঝকে। বাসনকোসন মাজাঘষা। জানালায় পর্দা ঝুলছে। বিল এখন খুব শক্ত করে ধরে আছে মেয়েটাকে, নড়াচড়া করতে পারছে না বেচারি, ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

গটগট্ করে পাশের ঘরে গেল বিল। এই কামরাটা মোটামুটি বড়, মাঝে পর্দার পার্টিশন। দুটো বাংক এপাশে, নিভাঁজ বিছানা পাতা। একদিকে ছোট্ট টেবিল. তার ওপর শোভা পাচ্ছে সুন্দর একটা অয়েল

ল্যাম্প। এছাড়া গুটিকতক চেয়ার আর একখানা কাউচ রয়েছে। মেঝেয় শতরঞ্চি পাতা, জানালায় পর্দা ঝোলানো।

পার্টিশনের ওপাশে গেল বিল। এদিকটায় আছে খাট, জামাকাপড় রাখার ব্যুরো, ওঅশ স্ট্যান্ড আর পাতলা কাপড়ের আচ্ছাদন দেয়া একখানা চেয়ার। বিল বিছানার দিকে পা বাড়াতেই ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটা, ওর বাহুবন্ধনে অসাড় হয়ে গেল। মেয়েটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল বিল, কেঠো হেসে তাকাল। সবই আসলে খেলার অঙ্গ, ভাবল ।

বিলের কপালে ঘাম। পেশি আড়ষ্ট, চোখ জ্বালা করছে। হাত ঠেকাল মেয়েটির গায়ে। ভীষণ ঠাণ্ডা, স্যাঁতস্যাঁত করছে। 'ধেৎ!' আপনমনে বিড়বিড় করল ও, ওঅশ স্ট্যান্ডে গেল। র‍্যাকে তোয়ালে ঝুলছিল কয়েকটা। ফিরে এল ওগুলো হাতে করে। জোরে জোরে ঘষতে শুরু করল মেয়েটার গা, পানি শুকিয়ে শরীর গরম করতে চাইছে। ওর হাতের নিচে নিশ্চল পড়ে থাকল মেয়েটি। এটা নিশ্চয় অভিনয়

অবশেষে ভেজা তোয়ালেগুলো এক কোণে ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল ও, নগ্নিকার গণ্ডে ঈষৎ রঙ ধরল। খাটের কিনারে মুহূর্তের জন্য থমকে থাকল বিল, সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল মেয়েটির দেহের রমনীয় বাঁকগুলো, তারপর অতিকষ্টে মনের ভেতর পিষে মারল রিপুটাকে। দৃষ্টি সরিয়ে নিল ও, বিছানার পায়ের কাছ থেকে ভাঁজ করা একখানা কম্বল নিয়ে ঝটপট মেয়েটিকে ঢেকে দিল।

দ্রুত পায়ে বাইরে আসল বিল। লিন-টুর দেয়ালে দাঁড় করান ছিল একটা বেলচা। ওটা হাতে করে রাইডারের লাশ যেখানে পড়ে আছে সেখানে গেল। ওর বুলেট লোকটার খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। হাঁটু গেড়ে বসল বিল, মৃতের পকেট হাতড়াল। দশ ডলারের একটা স্বর্ণমুদ্রা, তিনটে রুপোর ডলার আর সামান্য ভাঙানি, এছাড়া কিছু নেই। ডলারগুলো রেখে

দিল ও, লাশটা হেঁচড়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে খোলা প্রান্তরে নিয়ে গেল। কবর খুঁড়ল বালুর ভেতর, লাশ গড়িয়ে দিয়ে বুজিয়ে দিল গর্তটা। ঝুপড়ির মেয়েটার স্মৃতি ভুলে থাকবার চেষ্টায় বেদম পরিশ্রম করতে লাগল বিল।

জিন খসাল ওর মরা ঘোড়ার পিঠ থেকে, মৃত লোকটার ঘোড়াটাকে পাকড়াও করল। স্যাডল আর লাগাম খুলে ফেলল ওটার, নিজের জিনের পেটিটা ওটার পিঠে বাঁধল শক্ত করে। এবার পায়ে রশি বেঁধে মরা ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে গেল দূরে। ওটাকে মাটি চাপা দিল। যখন শেষ হল সবকিছু, বিল দরদরিয়ে ঘামছে। কেবিনের বাইরের বেঞ্চিতে গামলা ছিল একটা। ওটায় পানি ভরল সে। মুখ হাত ধুয়ে নিল। বাছুরটা নাক ঘষল ওর পিঠে, পানির জন্য হাঁকডাক জুড়ল। গামলাটা খালি করল বিল, আবার ভরে মাটিতে নামিয়ে রাখল বকনটার জন্য। রান্নাঘরের দরজায় ময়দার বস্তা ঝুলছিল। সেটায় হাতমুখ মুছল বিল, ভেতরে গেল।

মেয়েটা ইতিমধ্যে জামাকাপড় পরে নিয়েছে, চুলোর পাড়ে বসে চুল শুকোচ্ছে। সুন্দর চুল, বিল ভাবল, নরম আর কোঁকড়ানো, কাকের ডানার মতই কালো। বাদামি চোখ দুটো থেকে ভয় দূর হয়েছে, কিন্তু যুবতী সরাসরি তাকাল না। বিলের অপলক দৃষ্টির সামনে রক্ত ছলকে উঠল তার মুখে।

বিল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ?'

জবাবটা প্রায় ফিসফিসের মত শোনাল। 'হ্যাঁ।'

'আমাদের আসার শব্দে সরে যাওনি কেন?'

'যখন টের পেলাম দেরি হয়ে গেছে। আমি জামাকাপড় ছেড়েছিলাম ঘরে।' কপালের ওপর পড়ে থাকা কুন্ডল কগাছা সামান্য সরাল ও, সোজা তাকাল বিলের দিকে। 'মাত্র কয়েক কদমের পথ চৌবাচ্চাটা। বহু মাইলের মধ্যে প্রতিবেশী নেই। আমি কোন শব্দ শুনতে পাইনি, তারপর হঠাৎ তুমি

বাড়ির কোনা ঘুরলে। আ···আমি লুকালাম পানির নিচে, যতক্ষণ পারলাম নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। তারপর গোলাগুলি শুরু হল, একটা বুলেট চৌবাচ্চার দেয়াল ভেদ করল। ও···ওটা আমার হাঁটুর নিচে দিয়ে গেছে।' দম নিতে থামল মেয়েটা, ঈষৎ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে চেহারা। 'ওরা তোমাকে গুলি করছিল কেন?'

'বোধহয় আমাকে পছন্দ করে না তাই। বেশির ভাগ গরু চোরই অবশ্য করে না। আমার নাম বিল ও'হারা। ক্যাট্‌ল্‌মেন্স এসোসিয়েশন আমাকে নিয়োগ করেছে রাসলারদের ধরার জন্য। আমি একটা ট্রেইল অনুসরণ করছিলাম, পথে হঠাৎ ওই চিড়িয়া দুটো অ্যামবুশ করার চেষ্টা করল। সময় থাকতে টের পেয়ে গিয়েছিল আমার ঘোড়া, তাই বেঁচে গেছি। যা-ই হোক, ওদের একজন আর কখনও আমাকে অ্যামবুশ করতে পারবে না।'

'ওকে হত্যা করেছ তুমি?'

বিল মাথা দোলাল। 'মাথা গরম করে বেচারা মাথাটাই খুইয়েছে। তবে ভেব না, ওকে আমি অনেক গভীরে পুঁতে দিয়েছি। এই যা, তোমার পরিচয় জানা হয়নি। তুমি কে?'

'প্যাট ফ্রেজিয়ার। প্যাট্রিশিয়া, আরকি।'

'তোমার আপনজনরা কোথায়?'

'আপনজন বলতে বাবা আর ছোট ভাই, জিমি। ওরা বাইরে কাজ করে।'

'কোথায়?'

শ্রাগ করল মেয়েটি। 'যখন যাদের লোক দরকার হয় তারা ডেকে নেয়। কখনও কখনও খনি সন্ধান করে। নয়ত বুনো ঘোড়া ধরে ফাঁদ পেতে। দয়া করে ওদের বোলো না—যা ঘটেছে।'

'বলব না। আরে, এত লজ্জা কিসের। ন্যাংটো মেয়ে আমি আগেও বহু

দেখেছি।'

মেয়েটা অনুযোগের সুরে বলল, 'তুমি আমাকে কোলে করে ঘরে এনেছ, তারপর···তারপর···'

'তোমাকে দেখেছি, শরীর মুছে দিয়েছি। তারপর তোমার গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেছি। জান, আমি নিজেই জানি না কেন এরকম করলাম।'

দাঁড়াল প্যাট, মাথা ঝাঁকিয়ে অবাধ্য চুলগুলো সরাল চোখের ওপর হতে। তারপর সোজা বিলের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার এরকম করার কারণ, তুমি একজন ভদ্রলোক, বিল ও'হারা।'

মুখ বিকৃত করল বিল। 'তা-ই! কিন্তু আমি তো তা হতে চাই না। জীবনে বহু ভদ্রলোক দেখেছি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে রাসলার আর খুনির সাথে লড়েছি সেও ছিল ভদ্রলোক। দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি, আমি আসলে কেমন লোক।'

আচমকা হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে কাছে টেনে আনল ও। প্রতিরোধ করল না মেয়েটি, কিন্তু শরীর শক্ত হয়ে গেল, চোখে ভয়টা ফিরে এল। বাম হাতে ওকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে বন্দি করল বিল, ডান হাতে উঁচু করল মাথাটা। মেয়েটির ঠোঁট দুটো ফাঁক হচ্ছিল প্রতিবাদ করার জন্য, বিলের চুম্বন ওর বাকরুদ্ধ করল।

মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হয়ে থাকল প্যাট্রিশিয়া, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা পেল, তারপর কোমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। বিদায় নিয়েছে সমস্ত জড়তা, হাত দুটো প্রতিরোধ করছে না আর, অধর আর ওষ্ঠ্য পরাভব মেনেছে। কিন্তু বিলের চুম্বন সে ফিরিয়ে দিল না। ঝাড়া দশ সেকেন্ড ওকে আটকে রাখল বিল, তারপর ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর হয়ে।

ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল বিল, ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে মাথা। নরম চোখে বকনা-বাছুরটা তাকাল, গলা বাড়িয়ে ডাকল হাম্বারবে। একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ওটার উদ্দেশে ছুড়ে মারল বিল। দাঁত কড়মড় করে বলল, 'ভাগ!'

স্যাডলে চাপল ও, প্যানডোরার উদ্দেশে রওনা হল।

দুই

প্যানডোরা মোটামুটি স্বচ্ছল শহর। বড় জেনারেল স্টোর ছাড়াও গুটিকতক ব্যবসা কেন্দ্র আছে। আর রয়েছে কয়েকটা পানশালা আর জুয়াখানা। স্যালুনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জমকাল সিলভার স্যাডল; এর রঙচঙে দালানটাকে আশেপাশের মলিন রোদঝলসান বাড়িঘরের ভিড়ে গোবরে পদ্মফুল মনে হয়।

বাইরের চেয়ে স্যালুনের ভেতরের জৌলুস বেশি। একধারে পুরু মেহগনি কাঠের বার, রেইলগুলো নিকেলে মোড়ান। হাত থেকে ঝুলছে ভারী সব ঝাড়বাতি, পালিশ করা তামার। বারের পেছনের দেয়ালে আছে দামি আয়না। চমৎকার তার ডিজাইন, মাতাল কাউপাঞ্চারেরও ওটার দিকে গুলি ছুড়তে মায়া হবে।

তবে আরও একটি বাস্তবতা কাজ করছে আয়নাটার নিরাপত্তার ব্যাপারে। ক্লিভ মোরলির শখের জিনিস ওটা। মোরলি সিলভার স্যাডলের মালিক। অন্য ব্যবসাও আছে। প্যানডোরা নামের ক্ষুদে ডোবায় মোরলির

ভূমিকা কোলা ব্যাঙের। মানুষ তাকে সমীহ করে, ভয় পায়।

মোরলির সম্পত্তির মধ্যে বাজারে মেয়েছেলেও আছে কিছু। এদের ভেতর সবথেকে সুন্দর যে, তার নাম গ্লোরিয়া গ্যল। সোনালি চুল ওর, পুরুষ্টু গড়ন; বদমেজাজি বিশেষ করে মদ্যপানের পর; পুরুষ পছন্দের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে। গ্লোরিয়া খদ্দের বাছাই করে সযত্নে। ওর নেকনজর পাবার আশায় সাধারণত লালায়িত থাকে পুরুষেরা। আর নাকে দড়ি পরিয়ে ওদের নাচিয়ে কিংবা ক্ষুধার্ত রেখে মেয়েটা মজা পায়। শুধু ক্লিভ মোরলি এর ব্যতিক্রম। সে খাদ্যগ্রহণ করে গোগ্রাসে।

মোরলি আর একটি সম্পত্তি টুইন ভ্যালিস র‍্যাঞ্চ। প্যানডোরা থেকে মাইল বার দূরে, গবাদি পশুর বাথান। সরকারি চুক্তির আওতায় ওই বাথান থেকে সে বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে মাংস সরবরাহ করে। র‍্যাঞ্চের ওই নামকরণ হবার কারণ একটা পাহাড়। প্রশস্ত উপত্যকা হতে পারত এরকম একটি প্রান্তরকে ঠিক মাঝ বরাবর দ্বিখণ্ডিত করেছে পাহাড়টা। মোরলি উভয় পাশে গরু চরায়। তার সদর দফতর পাহাড়ের গায়ে, তাই উপত্যকা দুটোয় যাতায়াতে সমস্যা হয় না।

প্যানডোরায় পৌঁছে সোজা সিলভার স্যাডলে গিয়ে ঢুকল বিল ও'হারা। ক্লিভ মোরলি ওর নিয়োগকর্তাদের একজন। সুতরাং যেসব তথ্য সে জানতে চাইছে সেগুলো সিলভার স্যাডলে খোঁজ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, প্যাট ফ্রেজিয়ারের নগ্ন সৌন্দর্য রক্তে যে উষ্ণতা সৃষ্টি করেছে তাকেও বিল শান্ত করতে চাইল পানশালার সুন্দরীদের সঙ্গ উপভোগ করে।

অলস ভঙ্গিতে বারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল গ্লোরিয়া। পাপড়ির ফাঁকে বিলকে লক্ষ করল সে, আরও অনেকের মত তাকেও ভিখিরি ভাবল। তবে বিলের কঠিন পুরুষালি চেহারা গ্লোরিয়ার স্বভাবের আদিম দিকটার কাছে আবেদন সৃষ্টি করায়, ভিখিরি-সারির শেষ মাথায় নয়, ওকে সে স্থান

দিল খদ্দের তালিকার মাঝামাঝি জায়গায়। বেশি ক্ষুধার্ত রাখা চলবে না লোকটাকে, নির্জীব হয়ে পড়তে পারে। মোরলির সঙ্গে কথা বলছিল বিল। সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে কাছে আসল গ্লোরিয়া, বলল, 'পরিচয় করিয়ে দাও, ক্লিভ।'

গ্লোরিয়ার কণ্ঠস্বর মদির কিন্তু ফ্যাঁসফ্যাঁসে। চিবুক সামান্য উঁচু করে সংকুচিত চোখে জরিপ করছে বিলকে। মুহূর্তের জন্য বিরক্তির ভাঁজ পড়ল মোরলির কপালে, পরক্ষণে দেঁতো হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই দেব। ওর নাম বিল ও' হারা। আর, বিল, এ হল গ্লোরিয়া গ্যল।'

বিলের চোখে আগ্রহ দেখতে পেল না গ্লোরিয়া। মেজাজ খিঁচড়ে গেল তবু টোপ ফেলার প্রয়াস পেল। বিড়বিড় করে 'খুব খুশি হলাম পরিচিত হয়ে,' বলে করমর্দনের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল হাত। বিল গ্রহণ করল হাতটা, আঙুলের নখগুলো জরিপ করল। 'নিকোটিনের দাগ,' রায় ঘোষণা করল ও, হাতটা ছেড়ে দিল। 'বড্ড সিগারেট খাও তুমি। ভাল কর না।' মোরলির দিকে ফিরল সে। 'যা বলছিলাম, ক্লিভ, এই লোকগুলো যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি আশা করছি ওদের ব্যাপারে তুমি আমাকে আরও তথ্য দেবে। খনি সন্ধান বা বুনো ঘোড়া ধরা—এগুলো ব্যাখ্যা হিসেবে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।'

ভব্যতা ভুলে গেল গ্লোরিয়া, নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। তারপর যখন বুঝল এতে সৌন্দর্য খোলতাই হচ্ছে না, সাদা ছোট্ট দাঁতের পাটি দুটো বুজে ফেলল খটাস্ করে, ঘুরে দাঁড়িয়ে গট্‌গট্ করে ফিরে গেল বারে—নিতম্বের ছন্দোবদ্ধ হিল্লোল না তুলেই। বারে পৌঁছে ফেটে পড়ল সিলভার স্যাডল মক্ষিরাণী, খেঁকিয়ে বলল, 'ডাব্‌ল্ উইস্কি, স্ট্রেট।' বিলকে আপাতত ছাঁটাই করে দিয়েছে খদ্দের তালিকা থেকে।

ঠিক ওই মুহূর্তে বিল সমনোযোগে ক্লিভ মোরলির কথা শুনছিল, আর

মনে মনে হেসে খুন হচ্ছিল গ্লোরিয়ার অপমানে। *বজ্জাত মেয়েদের কান মাঝে মাঝে মুচড়ে দিতে হয়। নিজেদের ওরা কী ভাবে?* ভেবেচিন্তে শব্দ বাছাই করছিল মোরলি। 'আমি ঠিক জানি না, ও'হারা। অনেকদিন হল খনি সন্ধান আর বুনো ঘোড়া শিকারের কাজ করছে ওরা। আমার জানামতে লোকগুলো ভাল। ওদের দেখাশোনার জন্য সুন্দর মেয়েও আছে একটা। ওখানে গিয়ে থাকলে তাকে তুমিও দেখেছ নিশ্চয়।' বিলকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল মোরলি।

বিল ভাবছিল, *ব্যাটা আরেক রক্তচোষা। খোদা মালুম কদ্দূর অগ্রসর হয়েছে?* মুখে ও বলল, 'হ্যাঁ, গেছিলাম। একদম হাড্ডিসার।'

'বল আগুন!'

বিল কাঁধ ঝাঁকাল। 'সেভাবে খেয়াল করিনি। জিজ্ঞেস করলাম বাসার অন্যরা কোথায়। তো মেয়েটা ওই খনি আর বুনো ঘোড়ার গপ্পো শোনাল।'

'ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। আমি বলব সবার ব্যাপারেই তোমার খোঁজ নেয়া উচিত। এমনকি ক্যাটলমেন্স এসোসিয়েশনের র‍্যাঞ্চারদের সম্পর্কেও।'

বিল হাসল একগাল। 'শুরু করে দিয়েছি। তোমার উপত্যকা দুটোয় কাটিয়েছি একদিন করে। তোমার ফোরম্যান লোক দিয়ে গরু গুনতে সাহায্য করেছে। পাহাড়ের দুপাশে হাজার পাঁচেক করে গরু আছে তোমার। সরকারকে তুমি কী পরিমাণ সাপ্লাই দিচ্ছি?'

'বছরে দুহাজার গরু।'

'আর কোন বন্দোবস্ত? খোলা বাজারে বিক্রি?'

'না। বছরে কুড়ি পার্সেন্ট স্টক বাড়ে আমাদের। সরকারকে সাপ্লাই দেয়ার পর বাড়তি কিছু থাকে না।'

'আমিও এটাই অনুমান করেছিলাম, তবু ভাবলাম তোমার বক্তব্য জানা

দরকার...যা-ই হোক, আমি এখন চলি, পরে দেখা হবে।'

দায়সারাভাবে ঘরের ভেতর নজর বোলাল বিল, চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য স্থির রাখল গ্লোরিয়া গ্যালের ওপর। বারে আবার হেলান দিয়েছে মেয়েটা, পিঠ বিলের দিকে ফেরান। ওর পেছনটা বেশ গুরুভার। ঈষৎ ভাঁজ পড়ল বিলের গালে, রাস্তায় নামল ও মেয়েটার স্বভাব আদুরে কুকুরছানার মত, কান মলে দেয়ায় অভিমান করেছে। ওর এখন আদর প্রয়োজন।

যেমন ভেবেছিল ততটা খিদে আসলে ছিল না বিলের। স্টিকের অর্ধেকটা পড়ে থাকল, বেছে বেছে আলুগুলো সাবাড় করল কেবল। ডেজার্ট ছুঁয়েও দেখল না। অ্যাপেল-পাই ওর নেহাত অপছন্দ। প্যাট্রিশিয়া ফ্রেজিয়ারের চেহারা এখনও জ্বলজ্বল করছে তার স্মৃতিতে, মেয়েটিকে পাবার বাসনায় ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে রক্ত। তখন কী হয়েছিল-ওর, অমন সুযোগ হেলায় হারাল? তবে সুযোগ আবার পেলে কিছুতেই সেটা ও নষ্ট করবে না।

বিল এতদিন গ্লোরিয়া গ্যালের মত মেয়েদের সাথে মিশেছে বেশি। ওদের সে বোঝে, স্বভাব অনুযায়ী একটা শ্রেণীবিভাজনও করেছে। অনেকে টস্‌টসে আঙুরের মত, হাত পাতলেই টুপ্ করে খসে পড়ে। অন্যরা গ্লোরিয়ার মত; শুরুতে দেমাগি, প্রতিপক্ষকে অভুক্ত রেখে বিকৃত আনন্দ পায়, নতিস্বীকার করে কেবলমাত্র নিজেদের ইচ্ছেয়। সাহসী লাজুক অথবা ধূর্ত যা-ই হোক না কেন, বিলের ধারণা ওদের সবাইকে সে বোঝে। কিন্তু প্যাট ফ্রেজিয়ার তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। সুস্থ সবল যুবতী সে, আর বিল কর্মঠ একজন পুরুষ। ভাগ্য ওদের এমন এক পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করেছিল যেখানে কান্না বা মূর্ছা যাওয়ার চেয়ে উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

মনে মনে খিস্তি করল বিল, খাবারের দাম চুকিয়ে বেরিয়ে আসল।

শিরায় শিরায় রক্ত নাচছে ওর, চোখে এক নারীমুখ ভাসছে। নিজেকে গাল বকল ও। প্যাট ফ্রেজিয়ারকে কি সে ভুলতে পারবে? কোনও দিন?

শহরের পশ্চিমে আঙুর বাগান। এর মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ঝরনা। ওটার ধারে বিলের ক্যাম্প। ক্যাম্পে পৌঁছে স্যাডল থেকে নামল বিল, ঘোড়া পিকেট করল, তারপর আগুন জ্বালল। বেড রোলটা নামিয়ে নিয়ে পাতল মাটিতে। সিগারেট ধরাল একটা, শুয়ে পড়ল। নিজেকে শান্ত করবার প্রয়াস পেল বিল। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। দীর্ঘক্ষণ এপাশ-ওপাশ করবার পর অবশেষে চোখ দুটো তার বুজে এল। স্বপ্ন দেখতে লাগল সে। লোহার এক চৌবাচ্চার আড়াল থেকে ঘোড়াচোরের সাথে গুলি বিনিময় করছে, আর এক সুন্দরী নগ্নিকা তার মনোযোগ কেড়ে নিতে চাইছে।

টুটে গেল তন্দ্রা। গাল বকল বিল, উঠে সিগারেট ধরাল আর একটা। আগুন উসকে দিয়ে অস্থির পায়চারি করতে লাগল। চাঁদ এখন মাথার ওপর। বিল বুঝল মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। নিজেকে আবার সে অভিসম্পাত দিল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গুটিসুটি মেরে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল ও, শেষ সিগারেটটা টানছে। ধীরে ধীরে এক সময় মরে এল ক্যাম্পফায়ারের আগুন।

গাছপালার প্রান্তে হঠাৎ অস্পষ্ট একটা অবয়ব চোখে পড়ল তার। আপনাআপনি হাত চলে গেল পিস্তলে, পরক্ষণে একগাল হেসে সহজ হয়ে গেল সে। আলোর বৃত্তে প্রবেশ করল ছায়ামূর্তি, তার সোনালি চুলে ঠিকরে বাধভাঙা জোছনা হেসে উঠল। চুল ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটা, তরল সোনার মত ওগুলো আবৃত করেছে ওর কাঁধ।

মেয়েটা ডাকল, 'বিল!'

চমকে ওঠার ভান করল বিল, হাই তুলল। 'অ। তুমি। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বোসো।'

মন্থর পায়ে মেয়েটা মরা ক্যাম্পফায়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। লম্বা

ঝুলের ফার কোট পরে আছে ও। পায়ে ভেলভেটের বেডরুম স্লিপার।

বিলের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে ঝুপ্ করে কোট খুলে ফেলল মেয়েটা। এখন স্বচ্ছ একটা রাত্রিবাস শুধু আড়াল করে আছে শরীর। বিছানায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল যুবতী। মদির চোখে তাকাল বিলের দিকে। বিল উঠে বসল। 'ভোর হতে দেরি নেই বেশি,' বলল শান্ত সংযত গলায়, 'সকালে তাড়াতাড়ি কাজে বেরুতে হবে। তুমি যাও।'

গ্লোরিয়া ঝাঁপিয়ে পড়তে নিল। বিল প্রস্তুত ছিল। ঝট্ করে পিস্তল তাক করে বলল কঠিন স্বরে, 'আমি বলেছি ভাগ!'

এবার যেন নুন পড়ল জোঁকের মুখে, পরক্ষণে জোঁক হয়ে গেল ফণাধরা কেউটে। হিস্‌হিস্ করে উঠল গ্লোরিয়া, 'অপমান করলে আমাকে। দেখে নেব।'

বিল কথা বাড়াল না, হাসল শুধু। মক্ষিরানী অন্ধকারে হারিয়ে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল ও, তারপর শুয়ে পড়ল। জানে, আজ রাতে আর ঘুমতে আসবে না। প্যাট্রিশিয়া মেয়েদের সম্পর্কে ওর ধারণা ভেঙে দিয়েছে। ওকে তার চাই।

তিন

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করল বিল। রাতে ঘুম না হওয়ায় ও ক্লান্ত বোধ করছে। প্যাট ফ্রেজিয়ারকে ভোলেনি এখনও। মেয়েটার চেহারা ওকে তাড়িয়ে

ফিরছে। ওর আতঙ্কিত মুখ নয়, অচেতন সময়কার অবস্থাটা। ভীষণ কমনীয় সেই মুখ, নিষ্পাপ। নরম উজ্জ্বল কালো চুলের পটে বাঁধান। ওই মুখে আছে শিশুর পবিত্রতা।

আগুন জ্বেলে পট চাপাল বিল। কফি জ্বাল হতে হতে, দানাপানি খাইয়ে ঘোড়ার পিঠে সাজ পরাল। সবশেষে বিছানাপত্র বেঁধে ঝুলিয়ে দিল ক্যান্টলের পেছনে। অরুচি করে নাস্তা সারল ও। খিদে নেই বলে নিজেকে বকল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রুচি ফিরিয়ে আনতে হবে। সামনে প্রচুর কাজ। মোরলির কথাই ঠিক। এ অঞ্চলের প্রত্যেক গরু ব্যবসায়ীর হাঁড়ির খোঁজ নিতে হবে। এমনকি যারা এসোসিয়েশনের সভ্য তাদেরও। পাশাপাশি প্যাটের বাবা আর ভাইয়ের ওপর নজর রাখতে হবে।

এখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল প্যাট্রিশিয়ার বাসায়। কিন্তু বিল জানে দায়িত্বপালনের ছুতোয় সে আসলে মেয়েটাকে দেখতে চাইছে। ক্যাম্প পরিষ্কার করল ও, তলানি কফিটুকু ফেলে দিল আগুনে। তারপর ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল। তবে ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডের উদ্দেশে নয়।

আগের দিনের ট্রেইলটা খুঁজে বার করল সে। চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রেখে ওটা ধরে পাহাড়ি এলাকার দিকে এগোল। মাঝ-সকাল অবধি মেঠো ওই পথ অনুসরণ করার পর, রিজের মাথায় উঠল বিল। দেখল নিচে প্রশস্ত তৃণভূমি। প্রচুর গরুবাছুর চরছে। অবতল জমিটার একপ্রান্তে র‍্যাঞ্চ হাউস, কাউহ্যান্ডদের লিভিং কোয়ার্টার আর কোরাল। উপত্যকার সামান্য দূর দিয়ে চলে গেছে ট্রেইল। বিল অনুমান করল এই ট্রেইলের সাথে কোথাও নিশ্চয় র‍্যাঞ্চটার একটা সংযোগ রাস্তা আছে। তবে রাস্তাটার সন্ধান করল না ও। ঢালের নিচে নেমে সোজা এগোল দালানকোঠাগুলোর দিকে।

কাছে যাবার পর জায়গাটা বিরান মনে হল, তবে কোরালে বেশ কয়েকটা ঘোড়া চোখে পড়ল। বারান্দার সামনে স্যাডল থেকে নামছে সে

যখন রাইফেলহাতে এক লোক বেরিয়ে এল। দীর্ঘ গড়ন তার, কঠিন চেহারা; চোখ দুটো সংকুচিত, নাকের ডগায় ঝাঁটা গোঁফ।

বিলকে শীতল দৃষ্টিতে জরিপ করল লোকটা। রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

স্কার্ফে কপালের ঘাম মুছল বিল, চোরা চোখে দেখছে রাইফেলধারীকে। 'নামটা বিল ও'হারা। ক্যাট্‌ল্‌মেন্স এসোসিয়েশনের ডিটেকটিভ। তুমি সদস্য?'

'না। আর শোনহে, টিকটিকি, ঢাকঢোল পিটিয়ে রাসলার ধরতে পারবে ভেবে থাকলে তুমি ভুল করছ।'

'গোপন করব কেন? আমি অচেনা লোক, এখানে-সেখানে ঘুরঘুর করলে মানুষ এমনিতেও সন্দেহ করত। এভাবে বরং তাস টেবিলে মেলা থাকে, ভয় পেয়ে ভুল করতে পারে চোর।'

লোকটার হাসিতে ব্যঙ্গ ঝরল।

'আমার তো মনে হয় তুমিই ভুল পথে পা বাড়াতে পার।'

'পারি। তবে কিনা হারাবার ভয় ওদেরই বেশি। আমি শুধু নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছি। ওরা খেলছে ওদের জীবন আর চমৎকার একটা ব্যবসা নিয়ে। যা হোক, তোমার নামটা?'

'কোল ব্রেন্ট। আমি চাই না কোন রেনজ ডিটেকটিভ আমার বাথানে নাক গলাক। তোমার কিছু জানবার থাকলে জিজ্ঞেস কর, আমি বলব।'

'ওটুকুই যথেষ্ট।' বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল বিল। 'তোমার গরু কত?'

'হাজার দুয়েক।'

'চুরি-টুরি হয়?'

'না। আমার কর্মচারিরা সবাই কঠিন লোক। রাতে কেউ চোরের মত

এখানে এলে তার জান শেষ। নির্ঘাত গুলি খাবে। অজুহাত চলবে না।'

ব্রেন্ট কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল বিলের দিকে। ভাবখানা, *বাছাধন, তুমিও রেহাই পাবে না, যদি রাতে আস।*

'বেসিন থেকে আসা ওই ট্রেইলটা তোমার বাথানের পাশ দিয়ে গেছে। রাতে সন্দেহজনক কোনকিছু কখনও শুনেছ। এই, ধর, ক্যাটল ড্রাইভের?'

'আমি নিজের চরকায় তেল দিই,' চাঁচাছোলা জবাব কোল ব্রেন্টের। কনুইয়ের ভাঁজে রাখল উইনচেস্টারটা, প্রয়োজনে নিমেষে উঁচু করতে পারবে।

বিল উঠে পড়ল। আড়মোড়া ভাঙল। 'ভাল বুদ্ধি। তা-ই দাও।' ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে স্যাডলে চাপল। 'দেখা হবে,' বলে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়াটা। পেছনে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর যাওয়া দেখল ব্রেন্ট।

লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে, বিল ভাবে। ওর বাথানটা রাসলিং ব্যবসার পক্ষে আদর্শ স্থান। এসোসিয়েশনের সদস্য না সে, থাকে সীমান্তের বেশ কাছে। আবার তার কর্মচারিরাও কঠিন লোক বলে স্বীকার করেছে। উদ্ধত আচরণ লোকটার, একটু বেশি রকমের। এমন হওয়া বিচিত্র নয়, ব্যাটার বহু গরুই তদন্তে উতরাতে পারবে না।

ক্যাট্‌ল্ ট্রেইল ধরে পাহাড়ের অপর পাশে আসল বিল। রাস্তা দুভাগ হয়ে গেছে ওখানে, একটার গন্তব্য সীমান্ত। পথ লাগোয়া র‍্যাঞ্চগুলোয় খোঁজ নিল বিল। হ্যাঁ, মাঝেমাঝে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রেইলটা তবে শুধু দিনের বেলায়। এর অর্থ, ড্রাইভগুলো বৈধ ছিল, অথবা এত দূরে চলে আসার পর রাসলাররা আর সাবধান থাকার প্রয়োজন বোধ করেনি।

দুপুরে ক্যাম্প করল বিল, হালকা খাবার খেয়ে ফিরে চলল প্যানডোরার উদ্দেশে। পথে র‍্যাঞ্চগুলোয় নানান প্রশ্ন করল সে, এলাকার ছবি আর স্থানীয় লোকজনের চেহারা গেঁথে নিল মনের পর্দায়। সন্ধে নাগাদ ফ্রেজিয়ার

হোমস্টিডের কাছাকাছি এসে পড়ল। এখন আর প্যাটকে আরেকবার দেখার লোভ সংবরণ করতে পারল না, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। যখন কাছে আসল বাড়ির, কোরালে দুটো ঘোড়া দেখতে পেল। বিল অনুমান করল প্যাটের বাবা আর ভাই সম্ভবত বাড়িতে রয়েছে।

বাতি জ্বলছিল কেবিনে। কিন্তু সামনে থামল না বিল, কোনা ঘুরে পেছনে চলে গেল। বালু ওর আগমনের শব্দ আড়াল করল। ঘোড়া থেকে নামছে সে যখন হঠাৎ খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা, প্যাট বাসনধোয়া এক গামলা পানি ফেলল বাইরে। মেয়েটা দেখতে পায়নি ওকে, পেছন ফিরল, কিন্তু দরজা বন্ধ করার আগেই বিল ঢুকে পড়ল ভেতরে। চমকে ফিরে তাকাল প্যাট। বিল দৃষ্টি ফেলল ওর পিঙ্গল চোখে।

নিজেকে সামলাতে পারল না ও। হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে আনল মেয়েটাকে, ঠোঁটে চুমু খেল। 'না,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল প্যাট, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা ইশারা করে পাশের ঘরটা দেখাল। বিল চকিতে তাকাল দরজার দিকে। দেখল, অল্প বয়সী এক যুবক দাঁড়িয়ে ওখানে। ছেলেটার চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ, তারপর বিলের অপলক পর্যবেক্ষণের সামনে বদলে গিয়ে ক্রোধ ফুটল। রান্নাঘরে ঢুকল ছেলেটা, জিজ্ঞেস করল, 'আমার বোনকে কী করলে তুমি?'

প্যাট দ্রুত ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল। 'কিছু না জিমি; সত্যিই কিছু না। মিস্টার ও'হারা একটু আবেগপ্রবণ।'

'তা-ই।' বিল মধুর করে হাসল। 'ও'হারা পরিবারের পুরোন স্বভাব। তুমি নিশ্চয় জিমি ফ্রেজিয়ার। তোমার বাবা বাসায়?'

উদ্‌যোগ কেড়ে নেয়া হয়েছে তার কাছ থেকে; জিমি, এখনও ভ্রূ কোঁচকান, বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' ছেলেটাকে পাশ কাটাল বিল

ভেতরের বড় কামরায় প্রবেশ করল। প্রথমেই মাঝবয়সী এক লোককে দেখতে পেল। পরাজয়ে অভ্যস্ত মানুষের যেমন হয়, নির্জীব হতাশ চেহারা তার। *প্যাটের বাবা*, বিল ভাবল। এরপর নজর ফেরাল জানালার পাশে বসা লোকটার দিকে। ওই লোক ক্লিভ মোরলি। ক্লিভ বলল, 'হ্যালো, বিল।'

আলতো নড্ করল বিল, অপরজনের দিকে ফিরল। 'তুমি স্যাম ফ্রেজিয়ার? তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

'এর নাম বিল ও'হারা, স্যাম,' বলল মোরলি।

জিমি ফ্রেজিয়ার দরজা থেকে বলে উঠল, 'বাবা, তোমার জানা দরকার—'

বিল ঘুরে দাঁড়াল পাঁই করে, ছেলেটাকে ধমক লাগাল। 'তুমি—তোমার সাথেও কথা বলব আমি। বোসো চুপটি করে।'

আগুন ঝরাল জিমির চোখে, তারপর সে পেছন ফিরল। দীর্ঘ অথচ সাবলীল তিনটি পদক্ষেপে ঘরের অপর প্রান্তে পৌঁছে গেল বিল। কাঁধ চেপে ধরে ছেলেটাকে ঘোরাল নিজের দিকে। এত জোরে যে জিমি আরেকটু হলেই পড়ে যেত। 'আমি তোমাকে বসতে বলেছি!' ধমকে উঠল বিল।

একশ দশ পাউন্ড ওজনের ঘনবদ্ধ ক্রোধ আঘাত করল বিলকে। দুহাতে ঠেলে ওকে সরিয়ে দিল প্যাট, রাগ-কাঁপা গলায় গর্জাল, 'আমার ভাইকে ছেড়ে দাও!'

এবার ওকেও শাসন করল বিল। 'তুমি নিজের কাজে যাও। এখানে আমি হাওয়া খেতে আসিনি।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জিমির দিকে ফিরল। 'তুমি বসবে, নাকি চেয়ারে বেঁধে রাখতে হবে!'

ক্লান্ত স্বরে স্যাম ফ্রেজিয়ার বলল, 'বস, জিমি।'

দীর্ঘ একটি মুহূর্ত বিলকে চোখের আগুনে ভস্ম করতে চাইল ছেলেটা,

তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল সবচেয়ে কাছের চেয়ারটায়। বিল দাঁড়িয়ে থাকল, বাপ ব্যাটা উভয়কেই জরিপ করছে। নিজের পরিচয় এবং এখানে আসার হেতু জানিয়ে বলল, 'আমি সবার ব্যাপারেই খোঁজখবর নিচ্ছি। তোমরা দুজন গত কয়েকদিন বাসায় ছিলে না। আমাকে জানতে হবে ওই সময়ে কোথায় ছিলে তোমরা। নাও, শুরু কর।'

'আচ্ছা, ব্যাপারটা তাহলে এ-ই,' আগের মতই নির্জীব কণ্ঠ স্যাম ফ্রেজিয়ারের। 'জিমি আর আমি যে কাজ পাই করি। রাউন্ড-আপ নয়ত ব্র্যান্ডিংয়ে গরু ব্যবসায়ীদের সাহায্য করি। যখন কোন কাজ থাকে না, আমরা খনি সন্ধান করি, অথবা বুনো ঘোড়া ধরি।'

'মাসের শুরু থেকে প্রতিদিনের ঘটনা বলে যাও।'

'এটা কেমন কথা হল? আমি তোমাকে মিথ্যা ফিরিস্তি দিতে পারি, তুমি সেগুলো প্রমাণও করতে পারবে না।'

'মিথ্যে বলেই দেখ ধরতে পারি । বল তোমার কাহিনী।'

অসহায় কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো ফ্রেজিয়ার, নিজের *কাহিনী* বলা শুরু করল। এক কথায় যার সারমর্ম: গেল একটা মাসে অদূরবর্তী পাহাড়ি এলাকায় খনি সন্ধান করেছে ওরা; পায়নি কিছু।

বিল বলল, 'একটা ম্যাপ এঁকে আমাকে দেখাও গত হপ্তায় তোমরা কোথায় ছিলে।'

নির্দেশ পালন করল স্যাম, দিনওয়ারি ওদের ক্যাম্পের জায়গাগুলো দেখাল ম্যাপে।

না দেখেই কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল বিল। 'এদিককার রাসলিং সম্পর্কে কিছু জান?'

'না। আমি ওসবে মাথা ঘামাই না। আমার গরুবাছুর নেই।'

'নেই, কিন্তু হয়ত চাও হোক,' বিলের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। 'যা-ই

হোক, আপাতত এ পর্যন্তই। পরে দেখা হবে, ক্লিভ।'

গট্‌গট্‌ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ও। রান্নাঘরে অপেক্ষা করছিল প্যাট ফ্রেজিয়ার। চাপা উত্তেজনা আর রাগে ফুঁসছে মেয়েটা। দরজায় এসে বলল, নিচু কম্পিত কণ্ঠস্বর তার, 'কাল তোমাকে আমি ভদ্রলোক ভেবেছিলাম। ভুল করেছিলাম। আমাকে আমার ভাইয়ের সামনে আজ খেলো করে দিয়েছ তুমি। এজন্য আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

'চমৎকার,' গম্ভীর গলায় বলল বিল। প্রেমিকের চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'প্রথম দেখাতেই তোমাকে আমার মনে ধরেছে, প্যাট্রিশিয়া ফ্রেজিয়ার। তোমাকে আমার চাই। পাবও। এখানকার কাজ শেষ হবার আগেই, তুমি আমার কাছে ধরা দেবে। আমি নিশ্চিত।'

পিঙ্গল চোখজোড়া ধক্‌ধক্‌ করছিল। 'তার আগে আমি বিষ খাব। এবার তুমি যাও, জিমি কিছু শুনে ফেলার আগেই। আবার যদি সে আসে, তো রাইফেল হাতে।'

'সেক্ষেত্রে, কেড়ে নিয়ে ওটা আমি ওর মাথায়ই ভাঙব। দেখা হবে– সুইটহার্ট।'

স্যাডলে উঠে প্যানডোরায় ফিরে চলল বিল।

চার

প্যাট চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বিল ও'হারার যাওয়া দেখছিল। ওর চোখ ক্রোধে

উজ্জ্বল। বাইরে এখন গাঢ় অন্ধকার, তবু সে বিলের সুঠাম গড়ন খেয়াল না করে পারে না। চওড়া কাঁধ লোকটার, সরু কোমর। ঘাড়ের ওপর মাথাটা শক্ত করে বসান। লম্বা পা দুটো সুগঠিত। ঋজু ভঙ্গিতে এভাবে বসেছে স্যাডলে, ওর মাঝে পৌরুষদীপ্ত একটা আত্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

বিলের মুখ স্মরণ করল প্যাট। ক্লিভ মোরলির মত সুদর্শন নয়, তবে বলিষ্ঠ চেহারা। নাকটা বাজপাখির। ঠোঁটজোড়া পাতলা। চিবুক দৃঢ়। ওর চোখের তারা ইস্পাত-নীল। সরাসরি এভাবে তাকায়, মনে হয় অন্তস্তল অবধি দেখে নিচ্ছে। সাহসী বেপরোয়া মানুষ বিল ও'হারা, যা চায় তা আদায় করে নিতে অভ্যস্ত। লোকটা বলেছে প্যাটকে সে চায় এবং তাকে দখলও করবে। কথাটা মনে হতেই এখন সজোরে মাথা নাড়ল প্যাট, কিন্তু ওর ভেতরে সেইসঙ্গে অনিশ্চয়তার একটা বোধও দেখা দিল। শিউরে উঠল মেয়েটা।

পেছনে মৃদু পদশব্দ শুনল প্যাট। বুঝল ক্লিভ মোরলি রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে। ঘুরল না ও। পাশের কামরায় বাবা আর ভাইয়ের নিচুস্বরে কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা কেউই, প্যাট জানে, তার আর ক্লিভের ব্যাপারে নাক গলাবে না। ওর বাবা মোরলিকে ভয় করে। ভাই লোকটার ভক্ত, ওর বিত্ত আর ক্ষমতার পূজারি। প্যাট বোঝে ক্লিভের বদলে অন্য এক পুরুষ ওকে চুমু দেয়াতেই জিমি উদ্বিগ্ন হয়েছে। ভগ্নিপতি হিসেবে মোরলিকে স্বাগতই জানাবে জিমি। আর ওর বাবা, তিক্ত হতাশাপীড়িত এক মানুষ যিনি জীবনের কোন ঘাটেই সাফল্য পাননি, মোরলির সাথে আত্মীয়তাকে তার দুঃখকষ্টের অবসান হিসেবে দেখবেন।

প্যাট্রিশিয়ার কাঁধে ভারী দুটো হাত পড়ল। মোরলির তপ্ত নিশ্বাস প্যাট ওর চুলে অনুভব করল। আস্তে করে বলল লোকটা, 'প্রকৃতির শোভা দেখছ,

হানি? নাকি বিল ও'হারার কথা ভাবছ?'

চকিতে ঘুরে স্যালুন মালিকের মুখোমুখি হল প্যাট। 'ওই লোকটার কথা ভাবব?'

'ও তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'অবশ্যই না। লোকটার বড্ড দেমাগ। এরকম ভাব করল যেন সে খোদা। তখন দেখনি, জিমির সাথে কেমন দুর্ব্যবহার করল।'

মোরলি শব্দ করে হাসল। 'আমি আরও দেখেছি তুমি কী রকম বাঘিনীর মত তেড়ে গেছিলে। তোমার মধ্যে এত আগুন আছে আমি জানতাম না। এখন জেনে আরও পছন্দ হচ্ছে তোমাকে।'

প্যাট ফ্রেজিয়ারের কাঁধে হাত রেখেছে র‍্যাঞ্চার, আঙুলগুলো আলতোভাবে খেলা করছে মসৃণ ত্বকে। আধপাক ঘুরল প্যাট, মুক্তি পাবার জন্য দরজার দিকে এগোতে চাইল। কিন্তু শক্ত হয়ে বসল মুঠি, ক্লিভ মোরলি ওকে টেনে ফেরাল নিজের দিকে।

র‍্যাঞ্চার লোকটা সুদর্শন। দীর্ঘকায় পেশিবহুল শরীর, মার্জিত ব্যবহার। মাথার কালো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান, ছোট্ট গোঁফটা ছাঁটা, প্রান্তগুলোয় মোম মাখান। ওর চেহারা সাধারণত মনের ভাব প্রকাশ করে না। কিন্তু কালো চোখ দুটোর দৃষ্টি বদলে গেছে এখন। ওই ভাষা পড়তে জানে প্যাট। লোকটার মধ্যে এ মুহূর্তে কামনার আগুন জ্বলে উঠেছে।

মোরলি বলল, 'তারা ফোটা দেখবে?'

কাঁধে আঙুলের উদ্ধত স্পর্শে অস্বস্তি বোধ করছিল প্যাট। 'ভালই লাগবে দেখতে,' বলে নাগপাশ মুক্ত হয়ে বাইরে গেল ও, ক্লিভ পাশাপাশি হল, কোমরটা পেঁচিয়ে ধরল একহাতে। নিজের অজান্তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল প্যাট কিন্তু র‍্যাঞ্চার সেটা লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। লাকড়ির গাদায় এসে থামল ওরা। দামি টুপিটা খুলে এক জায়গার ময়লা ঝাড়ল মোরলি,

ইঙ্গিতে প্যাটকে বসতে বলল। এরপর সে ওর পাশে বসল।

প্রচুর সময় নিয়ে চারপাশে নজর বোলাল ক্লিভ। মরচে ধরা লোহার চৌবাচ্চা, ভাঙা-দরজা লিন-টু, আবর্জনার স্তূপ, অগোছাল এই লাকড়ির গাদা, ভোঁতা করাত আর কুঠার–ধীরে ধীরে সবই দেখল তার চোখ। তারপর সে বাতাসে একটা হাত খেলিয়ে বলল, 'এগুলো তোমাকে অসুস্থ করে তোলে না কখনও?'

'ভীষণভাবে।'

'এত রূপ তোমার, এখানে মানায় না।'

'এটা যে আমার বাড়ি।'

'ভুল। এটা একটা আবর্জনার ডিপো। তোমার···তোমার প্রাসাদে থাকা উচিত, প্যাট।'

'সে স্বপ্ন আমি দেখি। কোন্ মেয়ে দেখে না বল?'

'সহজেই স্বপ্ন সফল করতে পার তুমি।'

'সফল হবে যখন বাবা আর জিমি সোনার খোঁজ পাবে।'

মাথা নাড়ল মোরলি। 'তদ্দিনে বুড়ি যাবে তুমি। যৌবন ঝরে যাবে। পাহাড়ে অনেকে সোনার খোঁজ করছে, কেউ পেয়েছে বলে শুনিনি।'

কোলের ওপর হাত ফেলে রেখেছিল প্যাট। একটা তুলে নিল মোরলি, সেই সঙ্গে বাম হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল। মৃদু স্বরে কথা বলছে ক্লিভ, কণ্ঠে ইন্ধন। 'তারচেয়ে আমার সঙ্গে চল, প্যাট, আমি তোমাকে রাজরানী করে রাখব। তুমি যেভাব চাইবে ঠিক সেরকম হবে ব্যবস্থা। প্যানডোরা থেকে দুদিনের পথ এমন কোন জায়গায় হবে প্রাসাদটা। শহরে বেশির ভাগ সময়ে থাকতে হবে আমাকে, সপ্তাহে অন্তত একদিন চলে যাব তোমার কাছে। টাকা কাপড় সোনাদানা দাসদাসী–নিজেকে সুখী করার জন্যে সবই তুমি পাবে।'

প্যাট্রিশিয়া গম্ভীর, পর্যবেক্ষণ করল মোরলিকে। 'তুমি নিশ্চয় বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ না?'

'বিয়ে? করতেও পারি। তবে পরে। আসলে কী জান; আমার সব সময় মনে হয় বে-শাদি করার আগে ছেলে আর মেয়ের একে অপরকে ভাল করে বোঝা উচিত। বিয়েটা বড্ড পাকাপোক্ত ব্যবস্থা তো।'

'আমিও এরকম কিছুই আন্দাজ করছিলাম।' হাতটা ছাড়িয়ে নিল প্যাট, উঠে পড়ল। 'আমার এখন ভেতরে যাওয়া উচিত, ক্লিভ। রাত হয়ে গেছে। বাবা, জিমি–ওরা চিন্তা করবে।'

ধীরে ধীরে দাঁড়াল মোরলি, ফের হাত রাখল মেয়েটার কাঁধে। অন্ধকার এখন এত গাঢ়, ওর দৃষ্টি পড়তে পারছে না প্যাট্রিশিয়া। লোকটা বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখ, হানি। স্যাম, জিমি–ওদের কথা ভাব। আমি ওদের জন্য বহুকিছু করতে পারি–যদি তুমি কথা শোন। এই ফকিরের জীবন তোমার জন্য না। আমি তোমাকে সুখী করব, বাঁচতে শেখাব তোমাকে।'

প্যাট টের পায় ক্লিভ আবার আকর্ষণ করছে ওকে। মোরলির বুকে শক্ত করে হাত রাখল ও, মুখ ফিরিয়ে নিল। 'না, ক্লিভ,' বলল দৃঢ়স্বরে।

কর্কশ হাসল মোরলি। 'না কেন? বন্ধুতে বন্ধুতে চুমু খেতে অসুবিধে কোথায়?'

ক্লিভ মোরলির শক্তি প্যাট ফ্রেজিয়ারের চেয়ে বেশি। হার মানতে বাধ্য হল মেয়েটা। ঠোঁট সজোরে বন্ধ করে ফেলল ও, মুখ ফিরিয়ে রাখল। গালে চুমু খেয়েই খায়েশ মেটাতে হল মোরলিকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে সে সংযত করল, পিছু হটল এক কদম। প্যাট ওর ভারী দ্রুতলয় নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়।

'ভেবে দেখ, প্যাট,' আড়ষ্ট গলায় মোরলি বলল।

'ভাববার কিছু নেই, ক্লিভ। আমি এভাবেই ভাল আছি।'

'আমি বিশ্বাস করি না। প্রাসাদ, দাসদাসী, সোনাদানা–ভাল করে ভাব একবার।'

ঘুরে কোরালের দিকে এগোল মোরলি। প্যাট্রিশিয়া ওর যাওয়া দেখল। ক্লিভও চায় তাকে, পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে। বিল ও'হারার মত করে নয়। বিল প্রস্তাব করেছিল সরাসরি। দুজন থেকেই সদা সতর্ক থাকতে হবে তাকে। তবে বিল চতুর কোন কৌশল খাটাবে না। বিল নেকড়ে; ক্লিভ বেজি। রফা করতে হলে সে নেকড়েকেই বেছে নেবে।

চিন্তা কোন্ খাতে বইছে সহসা টের পেয়ে প্যাট্রিশিয়ার গাল আরক্ত হল। অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ল ও। হোক না মনে মনে, ওই লোক দুজনের একজনকে সে বেছে নেবার কথা ভাবল কীভাবে? কী প্রয়োজন এর? সে কর্মঠ সাহসী মেয়ে, বিপদে রক্ষা করতে পারবে নিজেকে। এক্ষেত্রে একটি মাত্র করণীয় ওর, প্যাট্রিশিয়া বোঝাল নিজেকে, লোক দুটোর চিন্তা বাদ দিতে হবে।

ওই সংকল্প নিয়েই ঘরে ফিরে এল সে। ছোটখাট কাজকর্মে ব্যস্ত রাখল নিজেকে, কল্পনায় বাবা আর জিমির সাথে আলাপ করল। জানালার মাপ নিল, নতুন পর্দা তৈরির খরচ হিসেব করল। তারপর যখন বিছানায় গেল, ঘুমে তলিয়ে না যাওয়া অবধি, চোখ বুজে রাখল জোর করে, জানা কবিতাগুলো মনে মনে একের পর এক আওড়াতে লাগল।

এবং তারপর বিলকে সে স্বপ্নে দেখল···

বিল জানে না সে কোন মেয়ের স্বপ্নের বিষয়বস্তু। এ মুহূর্তে ও স্যাম আর জিমি ফ্রেজিয়ারের বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ে ব্যস্ত। স্যামের উল্লেখ করা পাহাড়ি জায়গাগুলোর খোঁজ করছে পেন্সিলে আঁকা ম্যাপ অনুসরণ করে। বুড়ো দাবি করেছে গত হপ্তার পুরো সময়টাই সে আর তার ছেলে খনির সন্ধানে পাহাড়ে ছিল।

স্যাম বর্ণিত পাহাড়ি ঝরনাটা আবিষ্কার করল সে, ওটার পাড়ে খোঁড়া গর্তগুলো দেখতে পেল। সুইস বক্স যেখানে বসিয়েছিল সেই জায়গাটাও খুঁজে পেল বিল, সোনার সন্ধানে প্যানিং করা মাটির স্তূপ চোখে পড়ল। ওর মনে সন্দেহ রইল না ফ্রেজিয়াররা সোনা খুঁজেছে ওখানে।

তবে আরও একটি জিনিস বুঝল সে। ওইসব মাটি গত হপ্তায় প্যান করা হয়নি। বেশকিছু আলামত থেকে এ ধারণা হল ওর। ওদের ক্যাম্পফায়ারগুলো কমপক্ষে একমাসের পুরোন। ঘোড়ার নাদি বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে অথচ গত সপ্তাহে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। পরিত্যক্ত টিনক্যানগুলোয় মরচে ধরেছে, কিন্তু এত অল্প সময়ে তা পড়ার কথা নয়। বিল বুঝল স্যাম ফ্রেজিয়ার মিথ্যা বলেছে।

একবার সে ভাবল মিথ্যা বলার জন্য স্যামকে জেরা করবে। তারপর বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওটা পরে করা যাবে। এ মুহূর্তে আরও বহুকিছু করার আছে। তাছাড়া, মিথ্যা বলে রেহাই পাওয়া গেছে এরকম ধারণা পেলে স্যাম হয়ত বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এবং তখন তার ভুল করবার সম্ভাবনা থাকবে। তাই সবচেয়ে ভাল হবে স্যাম আর তার ছেলের ওপর নজর রাখা।

প্যাট্রিশিয়ার প্রতি অনুরাগ ওর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করল না। প্যাট সম্পূর্ণ আলাদা এক সত্তা, ভিন্ন ধরনের সমস্যা। ওর কাছে সে প্রেমনিবেদন করেছে, বলেছে তাকে জয় করবেই। ভদ্রলোক মাত্রই নিজেকে বলল বিল, এক্ষেত্রে মেয়েটির মতামত জানতে চাইত, কিন্তু সে ভদ্রলোক নয়। প্যাটকে সেটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে। রাসলিংয়ে জড়িত থাকলে, স্যাম আর জিমিকে তার মাশুল গুনতেই হবে। আর তখন ব্যাপারটা হবে মেয়েটির জন্য স্রেফ দুর্ভাগ্যজনক, যে, ওরা ঘটনাচক্রে তার বাবা আর ভাই।

ফ্রেজিয়ার ট্রেইল ধরে কিছুদূর এগোল বিল, তারপর যখন দেখল সোজা

হোমস্টিডের দিকে চলে গেছে ওটা তখন পথ পরিবর্তন করল। পুরো একটা সপ্তাহ পাহাড়ে কাটাল ও, লুকোন ট্রেইল খুঁজল, আড়াল করা তৃণভূমি আর গরুবাছুরের ট্র্যাক সন্ধান করল। এরমাঝে বেশ কয়েকবার প্যানডোরায় গেল সে, ফিরল ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডের পাশ দিয়ে, দেখল ঘোড়াগুলো কোরালে আছে কি-না। স্যাম আর জিমি দৃশ্যত বাসাতেই থাকছে ইদানীং। ওদের কাছে অন্যকিছু অবশ্য আশা করেনি বিল। সে এই তল্লাটে থাকা অবস্থায় কিছুদিনের জন্য রাসলিং বন্ধ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

সপ্তাহশেষে প্যানডোরায় ফিরে এল বিল, আঙুর বাগানে ঝরনার ধারে মালপত্র রেখে পায়ে হেঁটে সিলভার স্যাডলে গেল। প্রাথমিক তদন্ত শেষ করেছে সে। অঞ্চলটা চিনেছে ভাল করে, কাছেপিঠের র‍্যাঞ্চগুলো থেকে যেসব ট্রেইল পাহাড়ে গেছে সেগুলোর ছবি গেঁথে নিয়েছে মনে। ওর সন্দেহভাজনদের তালিকায় তিনজন আছে এখন। কোল ব্রেন্ট, স্যাম ফ্রেজিয়ার আর জিমি। তদন্ত অব্যাহত রাখবে সে, তবে ওর প্রধান কাজ হবে নজর রাখা এবং তস্করদের ভুল পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করা।

জীবনে বহু রেনজ পরিষ্কার করেছে বিল, জানে আগে বা পরে দুষ্কৃতকারী ভুল করবেই। উতলা হয়ে উঠবে রাসলাররা সে কী করছে বা কী ধরনের সূত্র পেয়েছে জানার জন্য; কেউ একজন অধৈর্য হয়ে যোগাযোগ করবে অন্য একজনের সাথে; দলের নেতারা বাধ্য হবে বিলের গতিবিধির ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিতে। তারা জানতে চাইবে বিল এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে নাকি সময়ক্ষেপণ করছে। আর ওদের সেই পদক্ষেপ আঁচ করা এবং সেটা অনুসরণ করে পালের গোদার কাছে পৌঁছাবার জন্য তৈরি থাকতে হবে তাকে। হয়ত কিছুদিন পর ওরা ধরে নেবে বিল অযোগ্য অথবা সতর্কতায় ঢিলে দিয়েছে। যখন এরকম ভাববে, আবার তারা চুরির চেষ্টা চালাবে। বিলকে সেরকম পরিস্থিতিও মোকাবেলা করতে হতে পারে।

ও যখন সিলভার স্যাডলে ঢুকল তখন বেশ রাত। সোজা বারে গেল সে, পানীয়ের ফরমাশ দিল। কাছেই দাঁড়িয়ে ক্লিভ মোরলি, সিগার ফুঁকছিল। শুভেচ্ছা বিনিময় করল ওরা, তারপর ক্লিভ জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কিছু?'

'ফ্রেজিয়ারদের বক্তব্য যাচাই করে দেখেছি। যে জায়গার কথা বলেছে গত এক মাসের মধ্যে সেখানে ওরা যায়নি।'

'তাই? চুরিদারিতে যদি না-ই থাকবে, মিথ্যা বলবে কেন ওরা?'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

'তা তুমি কী ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছ?'

'আপাতত কিছু না। অপেক্ষা করব।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও তাকাল মোরলির দিকে। 'তুমি যেন আবার কথাটা বলে দিয়ো না ওদের।'

'কেন তা বলতে যাব? চোর ধরার জন্যই আমি তোমাকে বেতন দিচ্ছি।'

'না, ওদের সঙ্গে তোমার বেশ বন্ধুত্ব মনে হল কিনা তাই বললাম।'

'ওরা এখানে আসার পর থেকেই আমি ওদের চিনি। মাঝেসাঝে যাই বাসায়।'

'মেয়েটার লোভে?'

'প্যাট্রিশিয়া স্বাধীন মেয়ে, যথেষ্ট বয়স হয়েছে এসব বোঝার জন্য।'

'ঠিক।' বারের দিকে পিঠ ফেরাল বিল, উদাসভাবে চোখ বোলাল কামরার চারপাশে। টেক্সাস টমের সাথে একটা টেবিলে বসে গ্লোরিয়া গ্যল। চেয়ারে হেলান দিয়ে আধবোজা চোখে টমকে দেখছে ও, হাসছে। খিদে ফুটে উঠেছে টমের গ্রাম্য চেহারায়, ঘামছে ছেলেটা। বিলের অচঞ্চল দৃষ্টির সামনে বসার ভঙ্গি ঈষৎ পালটাল গ্লোরিয়া, ধবধবে সাদা উরুর খানিকটা অনাবৃত করল। ওপাশে রুলেত টেবিল। সেখানে কালো চুল খর্বাকৃতি

একটি মেয়ে রয়েছে, জুয়াড়ি এক কাউপাঞ্চারকে সঙ্গ দিচ্ছে। মেয়েটার চুল প্যাট ফ্রেজিয়ারের কথা মনে পড়িয়ে দিল বিলকে।

মোরলিকে ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোন ড্যান্স গার্লের সঙ্গ পেতে হলে কী রকম খরচ পড়বে?'

'সেটা তোমার আর সেই মেয়ের ব্যাপার।'

বিল ধীর পায়ে কামরার ওপাশে গেল, রুলেত টেবিলের কাছে থামল। পাঁচ ডলারের চিপস্ কিনে কালো-চুল মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মাতাল হয়ে আছে ছোকরা কাউপাঞ্চার; এলোপাতাড়ি খেলছে। পলক তুলল কালো-চুল, দেখল বিল ওকে জরিপ করছে। মিলিত হল ওদের চোখ। বিলের দৃষ্টিতে একটি প্রশ্ন, মেয়েটার চোখের তারায় তার উত্তর।

বিল চিপস্ ঠেলে দিল কাউবয়ের সামনে। 'এই যে, বাছা,' বলল, 'আমার হয়ে একটু খেলবে এগুলো? তোমার বন্ধুকে নিয়ে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।' কালো-চুলের কোমর জড়িয়ে ধরল ও, এগোল দরজার দিকে। পেছনে মাতাল কাউবয় চেয়ে থাকল হাবার মত।

টেক্সাস টমের প্রতি গ্লোরিয়ার সব আগ্রহ মরে গেছে ইতিমধ্যে। চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে আছে সে। কালো-চুল মেয়েটাকে সঙ্গে করে বিল অদৃশ্য হয়েছে ভিড়ের মধ্যে। ওদের দেখার জন্য গ্লোরিয়া উঠে দাঁড়াল। পেছনের দরজার ঠিক ভেতরে থামল ওরা। বিল কিছু একটা বলল মেয়েটিকে। সাগ্রহে ওকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল গ্লোরিয়া, তারপর মেয়েটা বিলের হাত ধরে বেরিয়ে গেল বাইরে।

টেবিলের কোনা ঘুরে গ্লোরিয়ার পাশাপাশি হল টেক্সাস টম। 'কী হয়েছে, হানি?' জানতে চাইল।

ওকে উপেক্ষা করল গ্লোরিয়া। 'কুত্তি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোর চোখ আমি উপড়ে নেব!'

পাঁচ

উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে ক্যাম্প ফায়ার। দুজন মানব-মানবী অপলকে চেয়ে আছে সেই আগুনের শিখার দিকে। উপুড় হয়ে ওরা বিছানায় শুয়ে গল্প করছে ঘোড়ার।

বিল বলছিল, 'তোমার ছটফটে ঘোড়াটা, মেবেলি, সার্কাসের জন্য ঠিক ছিল, কিন্তু রেনজের কাজ ওটাকে দিয়ে হত না। ঝোপের ভেতর অনর্থক লাফালাফি করত ওটা, লতাপাতায় আটকে পা ভাঙত।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল কালো-চুল, ওর থুতনির ভর হাতের তালুতে। 'ঠিক বলেছ, বিল। বেয়াড়া ঘোড়া দিয়ে রেনজের কাজ হয় না। আমাকে শান্ত একটা ঘোড়া দিয়ে দেখ, কেমন সুন্দর চড়তে পারি।'

ঘণ্টাখানেক হল গল্প করছে ওরা। গরুবাছুর ঘোড়া বাথান–এগুলো নিয়ে। মেবেলির জীবনের কথা জেনেছে বিল। একটা র‍্যাঞ্চে মানুষ ও। সেখানে একটি ছেলে ছিল। বন্দুক যুদ্ধে ছেলেটা একদিন মারা গেল। এরপর মেবেলি চলে এল ওই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে। থিয়েটারে অভিনয়ের আশায় পাড়ি জমাল শিকাগোয়, তারপর ভাগ্যের ফেরে এখানে-সেখানে ভাসতে ভাসতে একদিন ক্লিভ মোরলির সিলভার স্যাডলে ঠাঁই হল তার। সেই থেকে এখানেই আছে ও, নিয়তির লিখন মেনে নিয়ে।

কাহিনীটা বিলের মনকে দোলা দিয়েছে। নিজেরটার সঙ্গে মেয়েটার

জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছে ও। ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই মেয়ে একজন ভদ্রমহিলা হতে পারত, প্যাট ফ্রেজিয়ারের মত। তাই আগুনের ধারে কম্বল পাতার পর বিল বলেছে, 'ধেৎ। এস, খানিকক্ষণ বরং গল্প করা যাক।' যে কথা সেই কাজ, বন্ধুসুলভ আগুনের অদূরে পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা, ঠিক ভাই-বোনের মত। এবং সম্পর্কটা দুজনেই উপভোগ করছে।

একসময়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মেবেলি বলল, 'ওহ মাই গড, বিল, আমাকে এবার যেতে হবে! এক ঘণ্টার বেশি বাইরে থাকার নিয়ম নেই। তাছাড়া গ্লোরিয়া হুলস্থুল বাধাবে। আমরা যখন বেরিয়ে আসি, ওর চেহারা কেমন হয়েছিল দেখেছ?'

'খেয়াল করিনি। ভয় পাওয়ার কী আছে? তুমি এভাবে বলছ, গ্লোরিয়া সাক্ষাৎ বাঘিনী।'

'কাছাকাছি তো বটেই। ক্লিভের নাকে দড়ি পরিয়ে রেখেছে।'

'তবে মার্কা লাগাতে পারেনি।' বিল ভাবছিল প্যাট ফ্রেজিয়ারদের বাড়ি মোরলির যাতায়াতের কথা। 'বেশি দেরি করলে ফাঁস গলে বাছুর পালাতে পারে।'

'নাকি?' উঠে পড়ল মেবেলি, হাত দিয়ে চুল আর জামাকাপড় সমান করল। 'প্যাট ফ্রেজিয়ার, না?'

'সবাই ব্যাপারটা জানে তাহলে?'

'ঠিক তা নয়। ক্লিভ ভীষণ চালু লোক। তবে আমি দেখেছি প্যাট শহরে এলেই ওর চোখ কেমন চকচক করে। যাকগে, চল, এগোন যাক।'

'খোশগল্প করতে করতে সিলভার স্যাডলে ফিরে আসল ওরা। ভেতরে ঢোকার আগে মেবেলির হাতে দুটো ডলার গুঁজে দিল বিল। 'চলবে?'

'যথেষ্ট। তবে আমাকে তোমার কিছু দিতে হবে না, বিল। তুমি এমন কিছু পাওনি যেজন্য টাকা খরচ করতে হয়।'

'আমি অনেক দামি জিনিস পেয়েছি, মেবেলি, টাকা দিয়ে যা কেনা যায় না। তোমার মত এরকম নির্ভেজাল কাউহ্যান্ডের সাথে খুব কমই গল্প করার সুযোগ হয় আমার। তাছাড়া জানি, আমি টাকা না দিলে, নিজের জমান থেকে তোমাকে খেরাজ গুনতে হবে।'

'খেরাজের প্রশ্নে ডলারগুলো অবশ্য মূল্যবান। থ্যাংকস!'

'আবার দেখা হবে, পার্টনার,' বলে বিল স্মিত হাসল।

ভেতরে ঢুকে বিচ্ছিন্ন হল ওরা। গ্লোরিয়া, রাগে ফুঁসছে এখনও, ওদের দেখেও না দেখার ভান করে থাকল। বিল পাশ দিয়ে যাবার সময়ে হাসল মক্ষিরানী, বলল, 'হ্যালো, বিল।' জবাবে বিল, 'হ্যালো, ওয়েনশ,' বলে বারের উদ্দেশে পা বাড়াল। ড্রিংক নিল একটা, জুয়ার টেবিলে খেলা দেখল কিছুক্ষণ, তারপর ক্যাম্পে ফিরে এল। কয়েক শ ফুট দূরের একটা ঝোপের ভেতর ঢুকল চাদর আর কম্বল নিয়ে, ওখানেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। ওদিকে ক্যাম্পফায়ার যেমন জ্বলছিল তেমনি জ্বলতে লাগল।

পরদিন সকালে ক্যাম্প গুটাল বিল, সপ্তাহ খানেকের রসদ কিনে বেসিনের পথে রওনা হল, ফ্রেজিয়ার পরিবারের ওপর নজর রাখবে। পাহাড়ের পুব পাশে আস্তানা গাড়ল বিল, বিনোকিউলারে হোমস্টিডটা জরিপ করল। ঘোড়াগুলো কোরালেই আছে তবু নজর রাখল সে। খানিক বাদে সামনের দরজায় আসল স্যাম, চোখ বোলাল চারপাশে, ভেতরে ফিরে গেল। স্যাম, বিল আঁচ করল, অস্থির হয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণ পর প্যাট বেরোল, ফুলগাছে পানি দিল। দুপুরের পরও বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করল বিল, তারপর ট্রেইলের উজানে এগোল। রাস্তাটা কোল ব্রেন্টের র‍্যাঞ্চের কোল ঘেঁষে গেছে। ব্রেন্টের বাথানের মাইল খানেক তফাতে থাকতে ট্রেইল থেকে সরে গেল ও, সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে

ক্যাম্প করল। ঘোড়া পিকেট করল প্রথমে, রাইফেল হাতে করে এগোল মেঠোপথ ধরে কিন্তু রাস্তার সমান্তরালে।

চড়াইয়ের মাথায় পৌঁছে একটা জায়গা খুঁজে নিল, যেখান থেকে গোপনে ব্রেন্টের রেনজ আর বাথানের ওপর নজর রাখা সম্ভব। এরপর ওখানে বসে পড়ল বিল, অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধে ছটা হবে যখন জনা সাতেক লোক কিছু গরুবাছুরসহ বেসিনে উপস্থিত হল। বিনোকিউলারটা সঙ্গে না আনায় দূর থেকে ওগুলোর মার্ক পড়তে পারল না বিল, তবে অশ্বারোহীদের মাঝে কোল ব্রেন্টকে ঠিক চিনতে পারল।

একটা কোরালে নিয়ে ঢোকান হল গরুগুলো, কাউহ্যান্ডরা জিন খসাল যে যার ঘোড়ার, ছজন বাংকহাউসে গিয়ে ঢুকল। ব্রেন্ট র‍্যাঞ্চ হাউসে গেল এবং খানিক বাদে চিমনির ধোঁয়া দেখে বিল বুঝল গরু ব্যবসায়ী সাপারের আয়োজন করছে। একটুক্ষণ ভাবল ও। সাহসের কমতি নেই তার, কিন্তু এত বোকা নয় যে নিচে গিয়ে কোরালে গরুগুলোর মার্কা পরখ করবে। ওগুলো ব্রেন্টের জানোয়ার হয়ে থাকলে অসুবিধে নেই; কিন্তু চোরাই মাল হলে এখান থেকে বেঁচে ফিরতে হবে না তাকে। ক্যাম্পে ফিরে গেল বিল, ছোট করে আগুন জ্বেলে সাপার তৈরি করল। যখন সারা হল খাওয়া, ফিরে গেল পাহারার জায়গায়। এবার বিনোকিউলার আর কালচে একটা লণ্ঠন সাথে নিল। ইতিমধ্যে দিনের আলো মরে গেছে। মার্কাগুলো কোনভাবেই আর পড়া যাচ্ছে না।

রাইফেল হাতে বারান্দায় বেরোল কোল ব্রেন্ট, র-হাইডের একটা চেয়ারে বসল। নাগালের মধ্যে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল উইনচেস্টারটা, গালের একপাশে তামাক ফেলে সাঁঝের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে লাগল। বাংকহাউসের বাইরে পাঁচজন লোক রয়েছে, গুনল বিল, কিন্তু ছ নম্বরকে দেখতে পেল না কোথাও। কিছুক্ষণের মধ্যে রাত নামল ঝুপ্ করে।

অল্প পরে ব্রেন্ট আর তার লোকদের গিলে ফেলল আঁধার, র‍্যাঞ্চহাউস বাংকহাউসে বাতি জ্বলে উঠল একটা করে।

হাইডিং প্লেসে প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করল বিল, তারপর উঠে একটা গাছের নিচু ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে রাখল রাইফেল আর বিনোকিউলারটা, সন্তর্পণে ঢালের নিচে নামতে শুরু করল। চাঁদ ওঠেনি এখনও, আঁধার বেশ জমাট, তবে র‍্যাঞ্চহাউসের বাতিটা পথপ্রদর্শকের কাজ করছে। বেসিন থেকে যখন বেশ কিছুটা দূরে আছে, একটা ড্রাই ওঅশের সন্ধান পেল বিল, ওখানে নেমে কালো লণ্ঠনটা জ্বেলে চিমনি আটকে দিল, যেন বাইরে আলো না বেরোয়। তারপর আবার উঠে পড়ল ঢালে, দালানগুলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগল। নিরাপদ দূরত্বে থেকে কোনা ঘুরল র‍্যাঞ্চহাউসের, নিঃশব্দে এগোল কোরালের দিকে। বাংকহাউসের ওপর নজর রাখছে ও, ব্রেন্টের কোন লোক বাইরে বেরোনমাত্র মাটিতে শুয়ে পড়ার জন্য তৈরি।

কোরালের ধারে পৌঁছুল সে, কোনা ঘুরতে শুরু করল, বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে গরুগুলো দেখার জন্য। অবশেষে দেখতে পেল একটা। মার্কা পড়ার জন্য যথেষ্ট কাছে এবং ওর দিকেই পাশ ফিরে শুয়ে আছে। বিল থেমে আশেপাশে নজর বোলাল। বাংকহাউসের বাইরে চোখে পড়ল না কাউকে। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনের একপাশে রয়েছে সে। দালানের এই অংশটা গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে সামনের একটা কামরায় বাতি জ্বলছে। ব্রেন্ট, অনুমান করল বিল, ওই ঘরে রয়েছে। কালো লণ্ঠনটার মুখ গরুর দিকে ঘোরাল ও, চিমনি পেছনে টানল।

একটা রাইফেল গর্জে উঠল, বিল টের পেল তপ্ত সীসা বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ওর মাথার পাশ দিয়ে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে ও। চিমনি আটকাল সে, নিচু হয়ে ঝেড়ে ছুট্ লাগাল কোরালের দেয়াল ঘেঁষে। গুলিটা

বাড়ির দিক থেকে এসেছে; কোল ব্রেন্ট তার *আগে গুলি পরে কথা* নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে।

চকিতে বাংকহাউসের দিকে তাকাল বিল। বাতি নিবিয়ে ফেলা হয়েছে, অস্পষ্ট সব ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসছে দরজার বাইরে। দৌড়ের মাঝেই কোরালের ভেতর উঁকি মারল ও। দাঁড়িয়ে গেছে গরুবাছুরের দল, আবার রাইফেল গর্জাতেই লাফঝাঁপ শুরু করল। থামল বিল, ফের চিমনি খুলে অনুসন্ধানী আলো ফেলল। ঠিক তখুনি বুলেটের ভাষায় কথা বলল একটা রাইফেল, তারপর বাংকহাউসের একজন সিক্সগান ছুড়তে লাগল। খিস্তি করল বিল, চিমনি আটকে আবার দৌড়াল।

কোরালের শেষ প্রান্তে পৌঁছে কাঙ্ক্ষিত সুযোগটা পেয়ে গেল ও। গুলির আওয়াজে সন্ত্রস্ত গরুবাছুরগুলো যথাসম্ভব দূরে সরে গেছে, এখন দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার কিনারে। এবার যখন চিমনি খুলল বিল, আলো সরাসরি একটা মার্কার গায়ে পড়ল। আকস্মিক আলোয় ভয় পেয়ে ছুটে পালাল গরুটা, তবে বিল মার্কা পড়ে ফেলবার আগে নয়। ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে 'টি ভি' লেখা ওটার গায়ে, ক্লিভ মোরলির ব্র্যান্ড। কোরালের ওই জানোয়ারগুলোর অন্তত একটা তাহলে কোল ব্রেন্টের সম্পত্তি নয়।

গোলাগুলি থেমে গেছে ইতিমধ্যে। বাংকহাউসের কাউবয়রা কোরালের কোনা ঘুরে ছুটে আসছে। মাটি কাঁপছে ওদের বুটের ঘায়ে। আবার দৌড়ল বিল, সোজা রিজে চলে যেতে চাইছে, আশা করছে বিপক্ষের কেউ স্যাডলে চাপার আগেই পৌঁছুতে পারবে গন্তব্যে। পিস্তল বার করে নিয়েছে ও; এইমাত্র যে আলামত আবিষ্কার করেছে সেটা অনিবার্য করে তুলেছে অস্ত্রের ব্যবহার। রিজের দিকে সবে পা বাড়িয়েছে সে এমন সময়ে ভূতের মত আবির্ভূত হল একজন, পথ রোধ করে দাঁড়াল। বিল বুঝল ওই ছায়ামূর্তিই

সেই ছনম্বর লোক, এতক্ষণ ঝোপের আড়ালে ওত পেতে ছিল। বাউলি কাটল বিল, লোকটার পিস্তল গর্জে উঠল। জামার হাতায় বুলেটের টান অনুভব করল বিল, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাথা দিয়ে গুঁতো মারল ব্রেন্ট কাউবয়ের পিঠে। 'অঁক' করে উঠল লোকটা, পেছনে উলটে পড়ল। কাউবয়ের দেহ মাটি স্পর্শ করতেই বিল চড়ে বসল তার বুকের ওপর, পিস্তলটা নামিয়ে আনল সজোরে। মাথায় ভারী ব্যারেলের আঘাতে জ্ঞান হারাল ছনম্বর। বিল সোজা হল। তিন লোক দৌড়ে আসছে এইদিকেই, তারার আলোয় চিকচিক করছে ওদের পিস্তলের নলগুলো।

বিল কণ্ঠস্বর গোপন করার উদ্দেশ্যে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'ধরেছি শালাকে!'

ছোটার গতি কমাল ওরা, পিস্তলের নল নিচু করল। একজন বলল, 'নাইস ওঅর্ক ফেলার।'

'আরেকজন বলল, 'কথা বলে ভালই করেছ, পিট। আমি এক্ষুনি গুলি ছুড়তে যাচ্ছিলাম।' গলা চড়াল লোকটা। 'থাম, কোল! শালাকে আমরা ধরেছি!'

ভূপাতিত লোকটার কাছে গেল কাউবয়, হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাচ জ্বালল। আগুনটা ধরল মুখের কাছে, সবিস্ময়ে বলল, 'ধেৎ! এ দেখছি পিট!'

বিল বলল, 'সাবধান!' হাতের কোল্টটা নাচাল তিন কাউবয়ের উদ্দেশে। জমে গেল ওরা। বিল আদেশ করল, 'পিস্তল ফেলে পিছিয়ে যাও।'

যখন হুকুম তামিল করল ওরা, সামনে এগোল বিল, লাথি মেরে অস্ত্রগুলো দূরে পাঠিয়ে দিল। একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'কোল, সাবধান! হারামিটা আমাদের বোকা বানিয়েছে।'

পিছু হটল বিল, ঘুরেই ছুটতে শুরু করল। কোল ব্রেন্টের অস্ত্রটা উইনচেস্টার, আর ওর কাছে পিস্তল। এ অবস্থায় বুঝেশুনে তাস ফেলতে হবে। বিল যথাসম্ভব বেসিনের নিচু জায়গা দিয়ে এগোল, চারপাশে বৃষ্টিধারায় ধুলো উড়াচ্ছে রাইফেলের বুলেট। শেষমেষ যখন রিজে পৌঁছুল সে, পরিশ্রমে একদম কাহিল হয়ে পড়েছে। যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পেল উইনচেস্টারটা। এবার ওটা তুলে নিল ও, বেসিনের আগুয়ান রাইডারদের উদ্দেশে একপশলা গুলি ছুড়ল।

মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল ওরা, বিক্ষিপ্ত একটা সরলরেখায় এগোতে লাগল। গাছপালার আড়ালে আশ্রয় নিল বিল। কিছুক্ষণ আগুপাছু করল রাইডারের দল, গুলি ছুড়ল এলোপাতাড়ি, তারপর একসময় বেসিনে ফিরে গেল। খানিক অপেক্ষার পর, বিল ক্যাম্পে ফিরল, শুয়ে পড়ল বিছানা পেতে।

সকালে স্যাডলে চেপে রিজের মাথায় উঠল সে। বেসিনে চোখ বুলিয়ে দেখল কোরালটা ফাঁকা, জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই। ঢালের নিচে নামল ও, সতর্ক ভঙ্গিতে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল। বাসার সামনে পৌঁছে হাঁকল ব্রেন্টের নাম ধরে, কোন সাড়া মিলল না।

বাড়ির ভেতরে ঢুকল বিল, তল্লাশি চালাল সবগুলো কামরায়, ব্রেন্টের ডেস্কের হিসেবপত্র দেখল। সন্দেহজনক কিছু পেল না কোথাও, অবশ্য তা পাবে এমন আশাও সে করেনি। এবার রেনজে ঘোড়া ছোটাল বিল, নাগালের ভেতর যে কটা গরুবাছুর পেল সেগুলো পরীক্ষা করল। প্রত্যেকটাই মোমবাতি মার্কা, কোল ব্রেন্টের ব্র্যান্ড। ব্রেন্ট হয় সাচ্চা আদমি, নয়ত ভীষণ চতুর। বিল ও'হারার ধারণা সে দ্বিতীয়টা।

স্যাম ফ্রেজিয়ারের হোমস্টিড যেখানে এরপর ছোট্ট সেই উপত্যকায় গিয়ে হাজির হল বিল। চোখে দূরবীন না লাগিয়েও দেখতে পেল কোরালে ঘোড়া মাত্র একটা। স্যাম আর জিম চলে গেছে।

খাড়াইয়ের নিচে নামল ও, কেবিনের কোনা ঘুরে পেছনের উঠনে ঘোড়া থামাল। খোলাই ছিল কিচেনের দরজা, কিন্তু পা বাড়াতে নিয়েই থমকে গেল বিল। একটা উইনচেষ্টারের হিমশীতল মায্‌ল্‌ চেয়ে আছে ওর পানে। অস্ত্রটার ব্যারেল অনুসরণ করে পলক তুলল সে, প্যাট ফ্রেজিয়ারের অবিচল একজোড়া চোখ দেখতে পেল। আড়ষ্ট গলায় মেয়েটা বলল, 'ভেতরে আসার চেষ্টা কোরো না।'

ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল বিলের শিরদাঁড়া বেয়ে। তবে কঠিন দৃষ্টিতে মেয়েটাকে বিদ্ধ করল ও, দৃঢ়পায়ে এগোল। রাইফেলের লক্ষ্য নড়ে গেল, মেয়েটির চোখে সংকল্পের জায়গায় অনিশ্চয়তা ফুটে উঠল।

ভেতরে ঢুকে থাম্‌ল বিল, বলল, 'অস্ত্রটা নামাও। আমি তোমার ক্ষতি করব না।'

এতক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মেয়েটা, নিশ্বাস ফেলল শব্দ করে, রাইফেল নামাল।

বিল জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা ভাই, ওরা কোথায়?'

'জানি না। কাল সন্ধেয় বেরিয়ে গেছে। ওদের খুঁজছ কেন?'

'খুঁজছি না—এখনও। তবে রাসলিংয়ের সাথে জড়িত থাকলে খুঁজব। ওরা কি জড়িত?'

'আলবত না।'

'কোন্‌ দিকে গেছে?'

ক্লান্ত একটা হাত নাড়ল প্যাট। 'পাহাড়ে।'

'এটাই জানতে চাইছিলাম। আর হ্যাঁ, ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এখন চুমু খেতে যাচ্ছি না তোমাকে।' ঘুরে দাঁড়াল বিল, গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

দরজায় আসল প্যাট, লোকটার যাওয়া দেখল। শঙ্কিত বোধ করছে ও।

বাবা বা ভাই, কেউই রাসলিংয়ে জড়িত নয় এটা জোর গলায় বলেছে বটে, কিন্তু মনে মনে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। ওরা তাকে আস্থায় নেয়নি এবং তাদের হাবভাবও সন্দেহজনক। সত্য কী, প্যাট্রিশিয়া জানে না। তবে দুর্ধর্ষ ওই লোক ওর বাবা আর ভাইয়ের পিছু নেয়ায় সে ভয় পাচ্ছে।

ছয়

মেঠো পথ ধরে এগোল বিল, ফ্রেজিয়ার কেবিনের মাইল খানেক উত্তরে পাহাড়ের পায়ের কাছে এসে দক্ষিণে ঘুরল, পর্বতমালার ভেতরে যাবার ট্রেইল খুঁজছে। কিছুদূর এগোবার পর দেখতে পেল একটা পথ, মাটিতে নামল ওটা পরীক্ষা করতে। হালে ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। আবার সে এগোল ঘোড়ায় চেপে।

হোমস্টিডের দক্ষিণে আরেকটা ট্রেইলের সন্ধান পেল বিল, দুটো ঘোড়ার টাটকা ট্র্যাক চোখে পড়ল। ওই পথে মন্থর গতিতে এগোল সে, মাঝে মাঝে থেমে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ট্র্যাক আছে, ডানে বা বাঁয়ের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ফ্রেজিয়াররা উধাও হয়নি।

অবশেষে অগভীর একটা পাহাড়ি ঝরনার ধারে পৌঁছুল ও, দেখল ওই জায়গা দিয়ে ঘোড়াগুলো অপর পাড়ে ওঠেনি। এরকম কিছুই আশা করছিল বিল। ফ্রেজিয়াররা জানত সে পিছু নেবে, তাই প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেছে। কোন্ দিকে গেছে ওরা—উজানে নাকি ভাটিতে? কী

ভেবে উজানে এগোল বিল, ঝরনার অপর পাড়ে জায়গাটা খুঁজছে যেখানে দুটো ঘোড়া ক্রিক ত্যাগ করেছে। প্রায় দুপুর যখন সে উঁচু একটা জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছুল। ফ্রেজিয়াররা এদিকে এসে থাকলে এখানে তাদের পানি ছাড়তেই হবে, কিন্তু কোন তীরেই ট্র্যাক নেই।

বিরক্তিভরে খিস্তি করল বিল, খাবার গরম না করেই আহার সারল দুপুরের, ঝরনার অপর তীর ধরে ফিরে চলল। অল্পক্ষণের ভেতর জায়গাটা চোখে পড়ল ওর। যেখান থেকে রওনা হয়েছিল তার শ-গজেরও কম ব্যবধানে ক্রিক ত্যাগ করেছে ফ্রেজিয়াররা—তবে দূরের পাড়ে নয়, কাছের পাড়ে।

ট্র্যাকগুলো সাবধানে অনুসরণ করে চলল বিল। বিরাট এক বৃত্তচাপের মত ঘুরে, ঝরনার সিকি মাইল দূরে একটা পাথুরে জমিতে উপস্থিত হল। এই জমিটা মূল ট্রেইলের ওপর দিয়ে চলে গেছে। বিল আগেও থেমেছিল ওখানে ট্র্যাকের সন্ধানে, কিন্তু সামনের নরম মাটিতে ঘোড়ার ছাপ দেখতে পেয়ে সোজা এগিয়ে গেছিল। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। বাপ-বেটা দুজনেই ভয়ানক ধূর্ত। নতুন ট্রেইলটা ধরে এগোল বিল, বাঁক নিয়ে ঝরনার তীরে এসে দেখল আবার ওটা হারিয়ে গেছে।

নিদারুণ হতাশায় খিস্তি করল ও। খোদা মালুম, এখন কদ্দূর অবধি ঝরনার দুপাড়েই তল্লাশি চালাতে হবে। তীর ধরে প্রথম ক্রসিং পয়েন্টে আসল, তারপর অপর তীরের ভাটিতে এগিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছুল যেখানে ট্র্যাক পানিতে প্রবেশ করেছে। উভয় পাশেই নজর রাখার সুবিধার জন্য স্রোতের মাঝখান দিয়ে এগোল সে, কিন্তু ক্রিকের তলদেশ পাথুরে, কোন কোন জায়গায় বেশ গভীর, ফলে ওর অগ্রগতি বেজায় মন্থর হল।

মাঝ-বিকেলের কোন এক সময়ে ওদের অস্পষ্ট ট্র্যাক খুঁজে পেল সে, ওগুলো অনুসরণ করে পর্বতমালার উঁচুতে উঠে যেতে লাগল। ক্রমশ

পাতলা হয়ে এল গাছপালা, তারপর অদৃশ্য হল পুরোপুরি। এখন সামনে শুধু ছড়ান-ছিটান বোল্ডার, পাথুরে নালা আর দুর্গম এবড়োখেবড়ো পথ। এরপর একটা প্রান্তরের দেখা পেল ও। গোটা ছয়েক র‍্যাভিন ওখানে এক মহা গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছে, অন্ধের মত এগোন ছাড়া উপায় নেই।

বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় পালা করে ওগুলো পরীক্ষা করল সে, প্রত্যেকটিতেই কারো না কারো উপস্থিতির আলামত পেল। বিল অনুমান করল ওকে ধাঁধায় ফেলার লক্ষ্যে অনবরত যাওয়া-আসা করেছে স্যাম আর জিমি, সবকটা গিরিসংকটে ট্র্যাক রেখে গেছে।

শেষমেষ ড্রাই ক্যাম্প করতে বাধ্য হল বিল। সঙ্গে আনা ছোলা আর ক্যানটিনের সামান্য পানি খাওয়াল ঘোড়াকে। পরদিন সকালে আবার কাজে নামল সে, ঠিক করল প্রতিটা র‍্যাভিনে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবে। স্বভাবসুলভ ধৈর্যের সঙ্গে কাজটা করল ও, কিন্তু কোন কূলকিনারা পেল না। এরপর ওর মনে হল ফ্রেজিয়াররা নিশ্চয় ঘোড়ার পা চটে মুড়ে নিয়েছিল, যাতে নালের লোহা পাথরে আঁচড় না কাটে।

দুদিন হল অনুসন্ধান করে চলেছে বিল যখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। সগর্জনে পানির ঢল নামল পাহাড়ি নালা বেয়ে, বিল বাধ্য হল আরও উঁচুতে আশ্রয় নিতে। একটা কারনিসের নিচে বসল স্লিকারে মুড়ি দিয়ে, স্যাঁতস্যাঁতে সিগারেট ফুঁকল। এরকম বৃষ্টির পর এমনকি স্পষ্ট ট্র্যাকেরও চিহ্ন থাকবে না। আরও দুটো দিন এদিক-ওদিক ঘুরল সে, তারপর ফ্রেজিয়ার পরিবারের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে করতে প্যানডোরায় ফিরে চলল।

যথারীতি ঝরনার ধারেই ক্যাম্প করল. রেস্তোরাঁয় সাপার সারল স্টিক আর ড্রাই অ্যাপল পাই সহযোগে। খাবার প্রফুল্ল করে তুলল ওকে, শিস বাজাতে বাজাতে সে সিলভার স্যাডলে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু ওর এই

উৎফুল্লভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

বারেই ছিল ক্লিভ মোরলি। তার পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সিগার। বিল লক্ষ করল ওকে দেখামাত্র ক্লিভের কপাল সামান্য কুঁচকে গেল। প্রথমে ওর কাছেই গেল সে।

'কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করল মোরলি।

'এক জোড়া ফ্রেজিয়ারকে পাকড়াও করার চেষ্টা করেছিলাম। পাহাড়ে গেছে ওরা, ট্রেইল লুকাবার সবরকম চেষ্টা করেছে। সেজন্যেই আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম আমি। ব্যাপার কী, পাগল হয়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

'আমি না; উন্মাদ অবস্থা এড থায়ারের। বেঁধে রাখার মত। পরশু নয়ত কাল রাতে কারা যেন ওর পঞ্চাশটা গরু চুরি করেছে।'

মুহূর্তে উধাও হল বিলের প্রশান্তি। মোরলি আর এড থায়ারের বাথান একই উপত্যকায়। ওর মার্কা ই টি। বিল জিজ্ঞেস করল, 'সময় সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত এড হচ্ছে কীভাবে?'

'হচ্ছে তার কারণ সে মাত্র দুদিন আগে ওগুলোকে ঘেসো জমিতে ছেড়েছিল। আজ সকালে এক লাইন রাইডার প্রথম খেয়াল করে ওরা নেই। এড তক্ষুনি লোক পাঠিয়েছিল পাহাড়ে। ওইসব পথে গরুবাছুর হরদম যাতায়াত করে। তার ওপর রাসলাররা তিন-চারটে ট্রেইল ধরে পালিয়েছে। রাইডারদের পক্ষে ওদের ট্র্যাক করা সম্ভব হয়নি। তাই এড বিকেলে তোমার খোঁজে এখানে এসেছিল।'

বিল গাল বকল। 'নিশ্চয় ফ্রেজিয়ারদের কাজ।' বারটেন্ডারের দিকে ফিরল ও। 'জলদি একটা ড্রিংক দাও, আমি এক্ষুনি বেরোব।'

'থায়ার বোধহয় শহরেই আছে, দেখা করতে পার।'

'কী লাভ দেখা করে? তারচেয়ে আমি কোল ব্রেন্টের ওপর নজর রাখলে

কাজ হতে পারে। গরুগুলো যারাই চুরি করে থাক, সম্ভবত ট্রেইলেই আছে এখনও।' পানীয়ের গ্লাস গলায় উপুড় করল বিল, 'আবার দেখা হবে,' বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

এখন ভীষণ তেতে আছে ওর মেজাজ। কারও সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করে সময় নষ্ট করল না। অজ্ঞাতনামা শত্রু তাকে বোকা বানিয়েছে, বিল ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ওর অপেক্ষার কৌশলে ভয় পাওয়া দূরস্থান, আরও সাহসী হয়ে উঠেছে ওরা। ঠিক আছে, অপেক্ষার খেলা এখানেই শেষ। এবার সে শোরগোল তুলে ফাঁকায় বার করে আনবে প্রতিপক্ষকে।

বিল যখন প্যানডোরা ত্যাগ করে তখনও দিনের আলো ছিল। কিন্তু জোরে ঘোড়া হাঁকান সত্ত্বেও, কোল ব্রেন্টের ক্যান্ড্‌ল্‌স্টিক র‍্যাঞ্চের অদূরবর্তী রিজে পৌঁছুতে পৌঁছুতে অন্ধকার নামল। এবার আর লুকোচুরি খেলল না বিল, সোজা বেসিনে প্রবেশ করল। তারপর র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় উইনচেস্টারহাতে যখন বেরিয়ে এল কোল ব্রেন্ট, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল ও, নিজের পরিচয় দিল। 'আমি ও'হারা, ব্রেন্ট। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বারান্দার সামনে ঘোড়া থেকে নামল বিল, দেখল ব্রেন্ট দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে। ঘরের আলো বিলের গায়ে এসে পড়ল, নিজের হাত দুটো সে সামনে রাখল।

'তাড়াতাড়ি কর,' ব্রেন্ট বলল। 'আমার বাথানে রাতের মেহমান আমি বরদাশত্ করি না, সে আইনের লোক হলেও।'

'তা আর বলতে! তোমার কান মলে দেয়া উচিত আমার, গত হপ্তায় আমাকে গুলি করার জন্য। অবশ্য তখন তুমি জানতে না লোকটার পরিচয়।'

'তোমার কপাল ভাল বেঁচে গেছ। সে রাতে চাঁদ থাকলে নির্ঘাত অক্কা

পেতে। আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, রাতে আমার রেনজে আমি কাউকে অ্যালাউ করি না।'

'আমি এসেছিলাম কোরালের গুরুগুলো দেখতে। কোথায় পেয়েছিলে ওগুলো?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা না।'

'আলবত মাথাব্যথা। আমাকে চাকরিই দেয়া হয়েছে এই রেনজে কারা গরু চুরি করছে জানতে, আর আমি তা ঠিক জানব। আমাকে কলা দেখিয়ে কারা যেন গত দুদিনের মধ্যে থায়ারের পঞ্চাশটা গরু চুরি করেছে। এভাবে চলতে দেয়া যায় না। কেউ কলা দেখাবে আর আমি কিছু বলব না—এটা হয় না।'

নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করল ব্রেন্ট। 'এবার আমি তোমাকে কলা দেখাচ্ছি। তুমি আমাকে অসুস্থ করে তুলছ। তোমরা গোয়েন্দারা হলে কানা হরিণ, দেখতে পাও না। কিংবা পেলেও, নাকের ডগার জিনিসটা তোমাদের চোখে পড়ে না।'

'আমার তদন্ত শেষ হবার আগেই এ ধারণা তুমি বদলাবে। যাক, এখন বল তোমার কোন গরু নিখোঁজ হয়েছে কি-না।'

'না, হয়নি।'

'তোমার রাইডাররা হয়ত আরও ভাল জানে?'

'ওরা তেমন কিছু জানতে পেলে আমাকে রিপোর্ট করত। তবে ইচ্ছে করলে তুমি ওদের জিজ্ঞেস করতে পার।'

'জিজ্ঞেস করব।'

'ঠিক আছে।' সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল কোল ব্রেন্ট, উইনচেস্টার হাতে করে। 'বাংকহাউস পেছন দিকে। নাকি তুমি জান সেটা?'

'জানি। পিট কেমন আছে?'

'পিটের মাথাটা মোটা, কিন্তু চামড়া ভীষণ পাতলা। বাগে পেলে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে।'

'সেদিন সে সুযোগ ও পেয়েছিল। তবু মাত্র দশ ফুট দূর থেকে গুলি লাগাতে পারেনি।'

বাসার কোনা ঘুরল ওরা, বিল দেখল বাংকহাউসে বাতি জ্বলছে। খচ্ করে হতাশার সুচ বিঁধল ওর বুকে। কোল বেন্টের রাইডাররা রাসলিং করে থাকলে, এত তাড়াতাড়ি গরু সামলে ফিরে আসতে পারত না। অবশ্য এও ঠিক, চোরাই মাল ওরা অন্য কারও হাতে তুলে দিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এখানে ওদের উপস্থিতি প্রমাণ করে না যে ওরা নির্দোষ।

ব্রেন্ট বাংকহাউসের দরজা খুলতেই, বিল মাথা গুনল। ছয়জনই রয়েছে। ওকে দেখামাত্র ভ্রূকুটি করল একজন। বিল অনুমান করল ওই লোকই নিশ্চয় পিট।

ব্রেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা জান ক্যান্ড্‌ল্‌স্টিকের কোন গরু হারিয়েছে কি-না?'

চকিতে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা, মাথা নাড়ল।

'মিস্টার ও'হারা বলছেন এড থায়ার পঞ্চাশটা গরু খুইয়েছে। দয়ার সাগর মিস্টার ও'হারা, ছুটে এসেছেন জানতে আমরাও রাসলারের খপ্পরে পড়েছি কি-না। আমাদের ব্যাপারে তাঁর খুব কৌতূহল, মনে হচ্ছে।'

'খুউব কৌতূহল,' গম্ভীর কণ্ঠে স্বীকার করল বিল। 'ক্যান্ড্‌ল্‌স্টিকে সব কিছু শান্ত আর ঠিক আছে জেনে খুশি হলাম। ধন্যবাদ, ব্রেন্ট। আমি যাচ্ছি। রহস্যের কিনারা করতে না পারলে থায়ার খেপে যেতে পারে আমার ওপর।'

পেছন ফিরল ও, বেরিয়ে এল। ব্রেন্ট ঘোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বিল যখন স্যাডলে চাপল, র‍্যাঞ্চার প্রশ্ন করল, 'সন্তুষ্ট?'

'তোমার গরু হারায়নি এই ব্যাপারে তো? হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'এবার তবে জাহান্নামে যাও,' ব্রেন্ট বলল। 'এবং আর এস না।'

'আমি তোমার পেছনে ঠিকই লেগে থাকব,' বলে ঘোড়া ছোটাল বিল।

ক্যান্ড্‌ল্‌স্টিকে কিছুই পায়নি সে, বরং মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়েছে। সন্দেহভাজনদের তালিকায় কোল ব্রেন্টের স্থান এক নম্বরে, অথচ টি ভি মার্কা সেই গরুটা ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ বিলের কাছে নেই। থায়ারের গরু ব্রেন্ট চুরি করে থাকলে, অত্যন্ত দ্রুত সেগুলো অন্যের কাছে চালান করেছে। স্যাম আর জিম ফ্রেজিয়ারের কাছে? দুজন লোক পাহাড়ে পঞ্চাশটা গরু সামলাতে পারবে না। সাহায্যকারীর সংখ্যা বেশি। কজন? কারা ওরা?

ঝড়ের গতিতে প্যানডোরায় ফিরে এল বিল, সিলভার স্যাডলের সামনে থামল। এখন বেশ রাত, তবে খদ্দেরদের ভিড় কমেনি। গ্লোরিয়া গ্যলের সঙ্গে একটা টেবিলে বসে ছিল ক্লিভ মোরলি। বিলকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'পেলে কিছু?'

'নাহ্। ওখানে কোন ঝামেলা নেই।'

গ্লোরিয়া বলল, 'হ্যালো, বিল।'

'হ্যালো, ওয়েনশ।'

রেগে গেল মোরলির মক্ষিরানী। 'কক্ষনো ওভাবে ডাকবে না আমাকে।'

'আমার জানা অন্য আরও অনেকের তুলনায় নামটা সুন্দর।' ব্যঙ্গ ঝরল বিলের হাসিতে, বারের দিকে এগোল সে। মেবেলি এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। বিল ওর কাছে গেল। মেয়েটা শীতল চাহনি উপহার দিল। বিল বলল, 'কী হয়েছে তোমার, কাউ গার্ল?'

মেবেলির চেহারা নরম হল না। 'তুমি বরং দূরে থাকো, বিল। আজ আবার তোমার সঙ্গী হলে, গ্লোরিয়া আমার জান কবচ করবে।'

'তাই? কিন্তু তোমাকে উ্যইস্কি খাওয়াতে বাধা নেই আমার; হাত তুলে রাখলে তো আর ও লাথি মারতে পারবে না।' বারটেন্ডারের দিকে ফিরল বিল, দুটো আঙুল উঁচু করল।

গ্লাস নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। বিল বলল, 'তুমি নিশ্চয় এটা বোঝাচ্ছ না যে গ্লোরিয়া গ্যলকে তুমি ভয় পাও?'

'খুব ভয় পাই, সাপের চেয়েও বেশি। হাসতে হাসতে ও আমার পিঠে ছুরি মারবে।'

'বেজায় রক্ত পিপাসা···না? শোন, মেবেলি। আমার মত তুমিও নিশ্চয় রাসলারদের ঘৃণা কর। এবং ঠিক এ মুহূর্তে ওদেরই একটা দল নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরাচ্ছে আমাকে। ব্যাপারটা আমি পছন্দ করছি না। এড থায়ারের পঞ্চাশটা গরু চুরি করেছে কেউ, এবং চোরাই মালের সাথেই এখনও আছে তারা। এই আড্ডার সবাইকে তুমি চেন; একবার দেখে বল তো, গত দুরাত ধরে কারা আসছে না।'

'কেন, টেক্সাস টম আসছে না। গ্লোরিয়ার সাথে মাছির মত সেঁটে থাকে যে ছোকরা। আজ সে নেই, গত রাতেও ছিল না। তারপর আছে সোয়্যাট হ্যারিংটন আর হার্ভে শর্ট, ওরাও আসছে না।'

'হুম। আর কেউ?'

'এ মুহূর্তে আর কারো নাম মনে করতে পারছি না। না, দাঁড়াও। পিংক প্যারাডাইনকে দুদিন হল দেখছি না।'

'টাউন মার্শাল?'

'হ্যাঁ। চেন তুমি—ছোট্ট, গোলাপি মুখ গান স্লিংগার?'

'জান কোথায় যেতে পারে ওরা?'

'না। তবে ক্লিভ জানতে পারে।'

'থ্যাংকস, পার্ডনার।' গ্লাস উঁচু করল বিল, বলল, 'তোমার শান্তি

কামনায়।' পান শেষ করে উঠে পড়ল ও। 'গল্প করতে পারলে মন্দ হত না। তোমার সঙ্গে কথা বলে মজা আছে। কিন্তু তোমাকে বোধহয় মক্ষিরানীর বিষ নজরে ফেলা ঠিক হবে না? যা-ই হোক, গ্লোরিয়া বেশি বিরক্ত করলে জানিয়ো। ওর ঘাড় মটকাতে আমার ভালই লাগবে। চলি!'

ক্লিভ আর গ্লোরিয়া যেখানে বসেছে সেখানে এল বিল। গ্লোরিয়ার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ক্লিভকে বলল, 'আজ রাতে দেখছি তুমি একাই দখল করে আছ মক্ষিরানীকে। ব্যাপার কী—টেক্সাস টমকে গর্তে ফেলে দিয়েছ নাকি?'

'না। টম আরও দুজনকে নিয়ে প্রসপেক্টিং ট্রিপে গেছে। মাটি ছেঁকে সোনা পায় ওরা, শহরে এনে ফুর্তি করে ওগুলো দিয়ে, তারপর আবার সোনার খোঁজে যায়।'

'অ,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলে বিল বেরিয়ে গেল।

ওর মাথায় একশ মাইল বেগে হাজারটা ভাবনা জন্ম নিচ্ছে। ওগুলোর একটা তার কাজে লেগে যেতে পারে।

সাত

বিল রাত জেগে চিন্তা করল কিছু সময়। থায়ারের গরু যখন চুরি যায়, স্যাম আর জিম ফ্রেজিয়ার বাসায় ছিল না। সিলভার স্যাডলের তিনজন নিয়মিত খদ্দের আর প্যানডোরার টাউন মার্শালও তা-ই। প্যাট প্রথম দুজনের অনুপস্থিতির সন্তোষজনক ব্যাখা দিতে পারেনি। অন্যদিকে টেক্সাস টম

সোয়্যাট হ্যারিংটন এবং হার্ভে শর্ট নামের তিন ফুর্তিবাজ সোনার সন্ধানে গেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। প্যানডোরা মার্শালও মাইনিংয়ে নেমে পড়েছে কি-না একথা সে মোরলিকে জিজ্ঞেস করেনি গ্লোরিয়া থাকায়। সোনালি চুল ওই বারবণিতাকে বিল একরত্তি বিশ্বাস করে না।

স্যাম আর জিম ফ্রেজিয়ার; টেক্সাস টম সোয়্যাট হ্যারিংটন হার্ভে শর্ট ও পিংকি প্যারাডাইন; ছজন লোক, পঞ্চাশটা নিখোঁজ গরু। ছয় রাইড়ারের সহায়তায় ব্রেন্ট তৃণভূমি থেকে গরু তাড়িয়ে পাহাড়ে নিয়ে গেছে, তারপর গন্তব্যে ওগুলো পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দুঃসাহসী খনি সন্ধানীদের। তত্ত্বটা যুক্তি নির্ভর।

পরদিন ভোরে থায়ারের ই টি র‍্যাঞ্চে গেল বিল। প্যানডোরা থেকে বেশি দূরে নয় ওটা, বিশাল উপত্যকার এক প্রান্তে দাঁড়ান। উপত্যকার অপর প্রান্তে মোরলির বাথান। একটা চড়াইয়ের মাথা থেকে বিল দেখতে পেল লম্বা একটা পাহাড়-প্রাচীর মোরলির র‍্যাঞ্চ থেকে ই টি-র দালানকোঠা আর কোরাল আলাদা করেছে। প্রাচীরটা জোড়া উপত্যাকার ভেতর দিকে অনেকদূর প্রসারিত। থায়ারের দফতর চড়াইয়ের পাদদেশে। বিল সেখানে গিয়ে দেখল র‍্যাঞ্চার ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাচ্ছে। থায়ার রুক্ষ স্বরে অভ্যর্থনা জানাল ওকে।

'এতক্ষণে আসার সময় হল, ও'হারা।'

'তোমার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। নতুন কিছু জানতে পারলে?'

'না। ছেলেরা পাহাড়ে চিরুনি চালাচ্ছে। তবে আমার ধারণা গরু এতক্ষণে বহুদূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।' বাতাসে হাত খেলাল র‍্যাঞ্চার। 'অসংখ্য ট্রেইল ওখানে, সবগুলোই ব্যবহৃত। খুব সম্ভব ছোট ছোট কয়েকটা দলে ভাগ করে গরুগুলো সরিয়েছে; এজন্য ওরা দুরাতে হানা দিয়েছিল এমন হওয়া বিচিত্র না।'

'চল, র‍্যাঞ্চটা একবার দেখি।'

থায়ারের রেনজের দক্ষিণপুব প্রান্তে গেল ওরা। কাঁটাতারের বেড়া উপত্যকার মাঝামাঝি অংশে ই টি আর ক্লিভ মোরলির জমি পৃথক করেছে। এছাড়া বেড়া দেয়া চল্লিশ একরমত উৎকৃষ্ট ঘেসো জমিও আছে থায়ারের। বেড়া মোরলির অংশে কাটা হয়েছে, চোরাই গরুর সমস্ত ট্র্যাক ঘেরের ভেতর ঢুকে পড়া টি ভি গরুবাছুর মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছে।

বিল একনজরেই বুঝল এ অবস্থায় চোরাই মাল ট্রেইল করা এককথায় অসম্ভব। দীর্ঘ উপত্যকা থেকে দশ-বারটা ট্রেইল চলে গেছে পাহাড় পানে। ওগুলোর এক বা একাধিক পথে গরু সরান হয়ে থাকতে পারে। চারপাশে চোখ বোলাল বিল, কোল ব্রেন্টের র‍্যাঞ্চ অভিমুখী ট্রেইলটা শনাক্ত করল মনে মনে, তারপর ওটার সবচেয়ে কাছের একটা পথ বেছে নিল। থায়ার ওকে বিদায় দিয়ে নিজের লোকেরা যেখানে আছে সেদিকে চলে গেল।

মাঝ-সকালে মূল ট্রেইলে পৌঁছল বিল, দেখল রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। ট্রেইলের উভয় দিকেই টাটকা ট্র্যাক নজরে পড়ল ওর। দক্ষিণে ঘুরল ও, এই অনুমানে যে চোরাই মাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সীমান্তে নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

প্রায় দুপুর যখন বিল আরও একবার ক্যান্ড্ল্স্টিক বেসিনে গিয়ে হাজির হল। মেস শ্যাক আর র‍্যাঞ্চহাউসের চিমনি পথে ধোঁয়া উঠতে দেখল ও। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল সে। যথারীতি বারান্দায় বেরিয়ে এল ব্রেন্ট, হাতে রাইফেল, কপালে বিরক্তি। বিল ঘোড়া থেকে নেমে বারান্দায় উঠতেই র‍্যাঞ্চার বলল, 'তোমার হাত থেকে কি নিষ্কৃতি নেই আমাদের?'

'ঝামেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নয়। খাবার হবে?'

'ভেতরে এস।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমন্ত্রণ জানাল ব্রেন্ট, রান্নাঘরের পথ দেখাল। স্টোভে চুলার একটা পাত্রে বলক উঠেছে, বাতাসে কফির সুবাস।

ব্রেন্ট ইশারায় চেয়ারে বসতে বলল বিলকে, এক পেয়ালা স্ট্যু বাড়ল। বিলকে টিনের একটা কাপ, ছুরি আর কাঁটাচামচ দিল, কফি পটটা টেবিলে রাখল। তারপর অতিথির মুখোমুখি চেয়ারে বসে রুক্ষ স্বরে বলল, 'নাও, শুরু কর।'

নীরবে কিছুক্ষণ আহার করল ওরা, তারপর বিল বলল, 'কৌল, তুমি নির্দোষ হয়ে থাকলে ঝেড়ে কাশছ না কেন? আমাকে তাড়াবার এটাই সহজতম উপায়।'

'বড়লোক কয়েকটা গর্দভ এমন এক কাজে বেতন দিচ্ছে তোমাকে যা তাদের নিজেরই পারা উচিত ছিল। আমি তোমাকে বেতন দিই না, আমার গরুও খোয়া যায়নি—কোন্ দুঃখে পরের ঝামেলায় নাক গলাব?'

'আমাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য। সন্তুষ্ট কর তোমার নাকে নোংরা নেই, আমি তোমাকে একা থাকতে দেব।'

'কী জানতে চাও বল?'

'কারা রাসলিং করছে, অবশ্যই। তবে আমার মনে হয় না সেটা তুমি বলবে। তুমি নিজে রাসলার হয়ে থাকলে, সঙ্গত কারণেই মুখ বন্ধ রাখবে। আর যদি তা না হও, এবং জান অপকর্মটা কার, কোন এক অন্ধকার রাতে তুমিই খতম করবে ওদের এবং তখন আর এখানে পাহারাদার বা লাইনরাইডারের কোন প্রয়োজন থাকবে না।'

ব্রেন্ট তাকাল কট্‌মট্ করে। 'তোমাকে যতটা গর্দভ ভেবেছিলাম আসলে তুমি ততটা নও, ও'হারা। আর কী জানতে চাও?'

'সেই রাতে তোমার কোরালে টি ভি গরু ছিল কেন?'

'তুমি দেখেছিলে ওটা?'

'হ্যাঁ। সবগুলোই কি ওই ব্র্যান্ডের ছিল?'

'দুটো। অন্যগুলো ই টির। আমাদের গরুবাছুর আমরা বেসিনের নিচের

অংশে রাখি এবং প্রতি দুহপ্তা অন্তর ঘাস খাওয়াতে পাহাড়ে নিয়ে যাই। নিয়মিত ব্র্যান্ড পরীক্ষা করি আমরা, অন্যদের মাল বেছে আলাদা করি। এতে রাউন্ডআপের সময় ঝামেলা যেমন বাঁচে, অন্যরাও আমাদের নামে দুর্নাম ছড়াতে পারে না। অন্যদের গরু ধরে রাত্তিরটা কোরালে রাখি, সকালে ওদের যার যার রেনজে নিয়ে ছেড়ে দিই।'

ব্যাখ্যাটায় যুক্তি আছে, সন্দেহ নেই।

বিল বলল, 'থায়ার স্প্রেডের কাছাকাছি পাহাড়ে মাত্র নতুন কিছু ট্র্যাক দেখলাম। ওগুলো ক্যান্ড্‌ল্‌স্টিকের দিকে এসেছে। ওই ব্যাপারে জানতে চাই।'

'আমাদের নিজেদের গরু,' ব্রেন্ট জবাব দিল। 'পাহাড়ে জড় করে কাল ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

এটাও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা, তবে প্রমাণ সমর্থিত নয়।

বিল সন্তুষ্ট হবার ভান করল। মাথা দুলিয়ে বলল, 'ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। আর একটা কথা। রাসলিং সম্পর্কে নিশ্চয় নিজস্ব কোন ধারণা আছে তোমার। আমাকে যদি কিছু সূত্র দিতে?'

কিন্তু ব্রেন্ট এই প্রসঙ্গে ঘাড় পাতল না। বলল, 'দেখ, অনুমান নিছক অনুমানই। এমন সব সন্দেহ হয় আমার যেগুলো শুনলে লোকে আমাকে পাগল ঠাওরাবে। তোমাকে বললে তুমিও হয়ত ঘাবড়ে যাবে। যেমন, থায়ার এমন মার্কা ব্যবহার করে যেটা সহজেই বদলান সম্ভব। লোহার তিন আঁচড়ে ই টি মার্কা বদলে বক্স ক্রস করা যায়।'

'যেমন তোমার মোমবাতিদানকে এক আঁচড়ে বদলে ফেলা যায় জিনের পেটিতে।'

'অবশ্যই। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ কেন আমি সাবধান থাকি।'

বিল চেয়ার পেছনে ঠেলে দাঁড়াল। 'খুশি হলাম তোমার খাবার আর

বক্তব্যের জন্য। থালাবাসন ধুয়ে আমি চলে যাচ্ছি।'

'ও আমি নিজেই ধোবখন। খাবারের প্রয়োজন হলে আবার এস।'

বিল বিদায় নিল, কোল ব্রেন্টের ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না। লোকটা হয় নির্ভেজাল সৎ অথবা বিলের দেখায় সেরা মিথ্যুক। বিল ফিরে চলল যে পথে এসেছিল, কিন্তু উপত্যকায় নেমে রাস্তা বদলে মোরলির বাথানের দিকে এগোল। কোনা ঘুরে এক রাইডার এগিয়ে আসল ওর সঙ্গে মিলিত হতে। লোকটাকে চিনতে পারল ও। মোরলির ফোরম্যান, জিগার ম্যালোন।

পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বিল প্রশ্ন করল, 'এক সপ্তাহের মধ্যে কোল ব্রেন্ট কি কোন টি ভি গরু ফেরিয়ে দিয়েছে তোমাদের?'

'হ্যাঁ। দুটো। ওর রেনজে ঢুকে পড়েছিল। কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম আরকি। তোমাদের কোন গরু হারিয়েছে ওই রাতে?'

'না গুনে বলা সম্ভব নয়। থায়ার মাথা গুনে গরু ছেড়েছিল, তাই অত তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছে।'

কিছুক্ষণ গল্প করল ওরা, ধূমপান করল স্যাডলে বসে, তারপর বিল এগিয়ে চলল সামনে। ব্রেন্টের কথা সত্যি, টি ভি গরু দুটো সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এমন হতে পারে, সে বুঝেছিল বিল তার খোঁয়াড়ে দেখে ফেলেছে ওগুলো, সেক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিল এখনও ধাঁধায়, অধৈর্য একটা খিস্তি করল।

এরপর ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল সে, অনুভব করছে প্যাট্রিশিয়াকে আবার দেখতে পাবার সম্ভাবনায় রক্তে খুশির বান ডেকেছে। পরক্ষণে নিজের ওপর সে বিরক্ত হল। মেয়েটাকে মন থেকে তাড়াতে পারছে না কেন? তারপর উপলব্ধি করল প্রতিযোগিতার উত্তেজনা

তাকে খুঁচিয়ে চলেছে। প্যাটকে বিল বলেছিল ওকে সে জয় করতে চায়। মেয়েটা সাড়া দেয়নি সেই আহ্বানে। ওকে অধিকার করার মধ্যে আনন্দ মিলবে।

নিঃসঙ্গ ঘোড়াটা কোরালেই আছে এখনও। স্যাম আর জিমি কেবিনে ফিরে আসেনি। কেবিনের পেছনের উঠনে ঘোড়া থামাল বিল। প্যাটই দরজা খুলল ওর টোকায়। মাথা উঁচু করে রইল মেয়েটা, চোখে স্পষ্ট জেদ, তবে এখন হাতে রাইফেল নেই। 'কী চাও তুমি?' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মেয়েটা।

বিলের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি প্যাটকে যেন গিলে খাবে। মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা ডুরে জামা ওর পরনে, গলা আর হাতায় কুচি দেয়া। মামুলি পোশাক, তবু ওতেই যেন মেয়েটার চেহারার জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছে।

'তোমাকে,' চাঁচাছোলা বলল বিল, কাছে টেনে নিল ওকে।

বাধা দিল না প্যাট। ওর পেশি কোমল ও তুলতুলে। বিল ওকে সজোরে আলিঙ্গন করল; ওর কালো চুল, ওর চোখ আর নিষ্প্রাণ ওষ্ঠ্যে চুমু খেল। সামান্যতম সাড়া মিলল না; মেয়েটা যেন ওর বাহুতে বাঁধা পড়া কলের পুতুল। বিলের আবেগ মরে গেল, ধাক্কা দিয়ে প্যাট্রিশিয়াকে সরিয়ে দিল।

'নিকুচি করি তোমার! কী দিয়ে তৈরি তুমি—খড়?'

প্যাট্রিশিয়া জবাব দেয় না; নীরবে তাকিয়ে থাকে বিলের দিকে, বাদামি চোখের তারায় ব্যঙ্গ।

এবার রাগতভাবে বিল বলল, 'তোমাকে আর পাঁচটা মানুষের মতই ভেবেছিলাম। তোমার মধ্যে মাংস আছে, রক্ত আছে, হাড়, পেশি—সব আছে। খিদে টের পাও তুমি, শীত-গরম রাগ-আনন্দ এগুলোর অনুভূতি আছে। এরপরও ঈশ্বর সৃষ্টি করার সময় তোমার ভেতর কি সামান্য কামনা-

বাসনাও পুরে দেননি?' বিলের চোখ জ্বলজ্বল করছে, তামাটে চোয়াল সাদা।

শান্ত কণ্ঠ প্যাট্রিশিয়ার, বলল, 'হ্যাঁ, তোমার জানা যে কোন মেয়ের মত আমিও রক্ত-মাংসের মানুষ। কচি খুকি নই, মা মারা গেছেন বহুকাল আগে, জীবনের অনেক সত্যই আমার জানা। তবে তুমি যাকে কামনা-বাসনা বলছ আমার কাছে তা খুব মূল্যবান জিনিস। মানুষ যেভাবে খিদে পেলে খায়, আমি ওটাকে ততখানি সস্তা মনে করি না। হয়ত জীবনের কোন এক সময়ে একজন পুরুষের দেখা পাব আমি, যাকে ভালবাসতে পারব—শ্রদ্ধা করব। আর যখন তা ঘটবে আমি নির্মল দেহে তার ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই।'

'গির্জায় শেখান বুলি!' অবজ্ঞার সুরে বলল বিল। 'তোমার মত ন্যাকা মেয়ে আমি অনেক দেখেছি!'

'আমি ন্যাকা নই!' প্যাট এখন আড়ষ্ট, পিঙ্গল চোখজোড়ায় আগুন। 'বাবা আর ভাই ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ আমার ঠোঁটে চুমু খায়নি।'

অর্থপূর্ণ হাসল বিল। 'তুমি নিশ্চিত?'

মুহূর্তে বিলের প্রথম চুম্বনের কথা মনে পড়ে গেল ওর, ক্রমশ লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল দুই গণ্ডে। বিল ওর চোখে কান্নার আভাস পেল।

'কথাটা অন্যায় বললে!' বেসুরো গলায় বলল প্যাট। 'তুমি চমকে দিয়েছিলে আমাকে। আমি বুঝতেই পারিনি কী করছি।'

'থাক আর ন্যাকা সাজতে হবে না!'

'বেশ, ধরে নাও, জানতাম! কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল তুমিই হয়ত সেই পুরুষ--আমার ভালবাসার জন! কারণ আমাকে ঢেকে দিয়ে তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে অথচ সুযোগ—' থেমে গেল প্যাট, লজ্জায় অধোবদন হল। 'মেয়ে মাত্রেই রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে, নির্ভীক ও নিষ্কলঙ্ক একজন

রাজপুত্রের। ক্ষণিকের জন্য আমার মনে হয়েছিল আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কিন্তু তারপর বুঝলাম কী মারাত্মক ভুলই না ছিল সেটা। তোমাকে এত কথা বললাম, বিল ও'হারা, যেন তুমি জান কোনদিন আমি তোমার চুমু ফিরিয়ে দেব না। তুমি শক্তিমান, সুযোগ পেলেই আমার সর্বস্ব অপহরণ করতে পার। আমি দুর্বল, বাধা দিতে পারব না; কিন্তু সব সময় একটা কথা মনে হবে, তুমি কাপুরুষ, যা সৎভাবে অধিকার করতে পারতে তা চোরের মত লুটে নিয়েছ—এবং সারা জীবন আমি তোমাকে সেজন্য ঘৃণা করব।'

নড়ে গেল চোখের পাপড়ি, মেয়েটার কপোলে অশ্রু দেখল বিল। অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াল প্যাট, কাছের একটা চেয়ারে বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকল। কান্নার শব্দ হল না, কিন্তু বিল দেখতে পেল ওর কাঁধ দুটো বেতসপাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। জীবনে এই প্রথম এরকম বিব্রতকর এক অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করল বিল, বুঝে উঠতে পারল না কী করা দরকার।

কেশে গলা সাফ করল ও, বলল, 'আহ্, শোন, প্যাট! ওভাবে—কেঁদো না তো। আমি ভেবেছিলাম—ধেৎ!' ঘুরে গট্‌গট্ করে খোলা দরজাপথে বেরিয়ে গেল বিল।

নিজের অক্ষমতায় নিজের ওপরই তার রাগ হচ্ছে। জীবনে কখনও এধরনের শালীনতাপ্রিয় মেয়ের সঙ্গে সে মেশেনি। ওর বাপ আর ভাইটা সম্ভবত গরুচোর! খোদার মর্জিতে, রাসলিংয়ের দায়ে ওদের যদি ফাঁসাতে পারে, মেয়েটাকে সে বলতে পারবে কোথায় তার স্থান। পেছনের অপরিচ্ছন্ন উঠনে থামল বিল, চারপাশে নজর বোলাল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর, এমন কিছু যা রাগ শান্ত করবে। হঠাৎ লিন-টুর দিকে চোখ পড়তে, লম্বা পায়ে কাছে গেল ওটার। মরচে ধরা আঙটার সাথে ততোধিক মরচে পড়া তার দিয়ে দ[illegible] বাঁ[illegible] [illegible]কা টানে তারটা খসিয়ে ফেলল ও,

চামড়ার একটা কবজার সাথে ল্যাগব্যাগ করে দরজাটা ঝুলতে লাগল।

লিন-টুর ভেতরে নানা ধরনের বাতিল মালপত্রের স্তূপ। ওগুলো হাতড়াতে লাগল বিল। শুকনো কতকগুলো কাউহাইড দেখতে পাবার আগে পর্যন্ত ও জানত না কী খুঁজছে। এক এক করে চামড়াগুলোর ব্র্যান্ড পরীক্ষা করল।

বেশ কয়েক ধরনের মার্কা আছে। ই টিও বাদ নেই। তবে চামড়াগুলো সবই শুকনো আর পুরনো। স্যাম অথবা জিমি কিনে থাকতে পারে ওগুলো, হয়ত করেওছে তা-ই। চোরাই মাল হয়ে থাকলে অপরাধের প্রমাণ এভাবে নিজেদের ঘরে রেখে দিত না ওরা। জিনিসগুলো সম্বন্ধে প্যাট্রিশিয়ার মন্তব্য শুনলে মন্দ হয় না।

পেছন দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল বিল, গতি কমাল, থমকে দাঁড়াল। মেয়েটার কান্নার স্মৃতি বিচলিত করছে ওকে। নিজের দুর্বলতায় নিজেকেই অভিসম্পাত দিল সে, ঘুরে স্যাডলে উঠে বসল। বালুর ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল সজোরে, প্যানডোয় ফিরে চলল।

বিল যখন শহরে পৌঁছল, তখন সাপারের সময়। সোজা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ও। কাবাব আর কুচি করে কাটা মাংস ভুনা কেন যেন রুচল না মুখে, এক রকম জোর করে খেল। ক্রুদ্ধ মেজাজে ঝরনার ধারে ক্যাম্প করল, তারপর সিলভার স্যাডলে গেল।

ক্লিভ মোরলি ছিল ওখানে। বিল তাকে শুধাল, 'আচ্ছা, সোনা খোঁজা আর খুচরো কাজ ছাড়া ফ্রেজিয়ারদের কি অন্য কোন আয়ের রাস্তা আছে?'

'না, আমার মনে হয়,' ধীর কণ্ঠে বলল মোরলি। 'প্যাট সামান্য সেলাই-ফোঁড়াই করে আর—ওহ্, হ্যাঁ! মাঝেমধ্যে চামড়া কেনে ওরা, শুকিয়ে বিক্রি করে। খুব বেশি না। বাজার বলতে স্থানীয় মুচি আর হার্নেস মেকার। কেন?'

'স্রেফ কৌতূহল। থ্যাংকস

আট

ক্লিভ মোরলি দাঁড়িয়ে বারে। একহারা উদ্ভিন্নযৌবন এক মেয়ের কথা ভাবছে। সেই মেয়ের চুল কালো, চোখ পিঙ্গল। প্যাট্রিশিয়া ফ্রেজিয়ারের কথা প্রায়শ ভাবে ক্লিভ। মেয়েটা বেসিনে আসার পর থেকেই ওকে নিয়ে তার চিন্তার শুরু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কামনার আগুন বেড়ে আচ্ছন্নতায় পরিণত হল। ওই মেয়েকে তার চা-ই।

বাইরে মোরলি ভদ্রলোক, তাই পরোক্ষে এগোল। প্রতিষ্ঠিত নিয়মে খেলতে হবে তাকে। প্রথমে দেখাল সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা; টুপি খোলা অভ্যর্থনা, তাৎক্ষণিক বন্ধুসুলভ হাসি, নিচু স্বরে আলাপ, মার্জিত দূরত্বে অবস্থান এবং এমনিতর ছোটখাট আরও অসংখ্য জিনিস—যেগুলোর সহায়তায় একজন ভদ্রলোক সম্ভাব্য প্রেমিকাকে আশ্বস্ত করে লোকটি কোন অবস্থাতেই তার দেবীতুল্য সম্মানের হানি করবে না।

কৌশলে কাজ হয়। সে মেয়েটার আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে। এরপর অনেক সহজ গেল ব্যাপারটা। বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল; বয়স অনুপাতে ভদ্রলোক ভাই বা বাবার মত হয়ে উঠল। মাঝেসাঝে হাত ছুঁয়ে যায় ক্ষীণ কটি। কখনও-বা মৃদু শাসনের ভঙ্গিতে চিবুক নেড়ে দেয়। সবকিছু ঘটছিল খেলাচ্ছলে, অবশ্যই। তারপর শুরু হল অপেক্ষার পালা। ঠিক সময়, ঠিক জায়গা—এবং ঠিক মেজাজের জন্যে।

সে রাতে ফ্রেজিয়ার কেবিনের বাইরে, সময় ও স্থান উপযুক্ত ছিল, মোরলি ভেবেছিল মেজাজও জুতসই আছে। মাত্র মাস্তানি করে গেছে বিল ও'হারা; প্যাট্রিশিয়ার বাবা আর ভাইকে স্পষ্টত রাসলিংয়ের দায়ে অভিযুক্ত করেছে সে, জিমিকে চোখ রাঙিয়েছে আর প্যাটের সঙ্গে এমন আচরণ করেছিল যেন ও একটা আবর্জনা। এরপর ওই জঞ্জাল থেকে পরিত্রাণের আশায় ওর প্রস্তাব লুফে নেয়া উচিত ছিল মেয়েটার। কিন্তু তা সে নেয়নি।

ব্যাপারটা বোধগম্য হয় না মোরলির। সব মেয়েই সুন্দর জামাকাপড় অলঙ্কার দাসদাসী এগুলোর জন্য লালায়িত থাকে। তার জানা অন্য যে কোন মেয়ে এসব পাবার জন্য নির্দ্বিধায় তাদের সর্বস্ব বিকিয়ে দিত। অথচ প্যাট জানতে চেয়েছিল (ওর কথায় প্রচ্ছন্ন যে শ্লেষ ছিল মোরলি তা ধরতে পারেনি) সে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে কি-না! ফলে নিজেকে ও গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কামনা শেষ হয়ে যায়নি। আর এখন সেটা আগুন হয়ে তার অন্তর খাক করছে।

হাতে ধরা পানীয়ের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে রইল মোরলি। কোনভাবে যদি বাগে আনা যেত মেয়েটাকে, ভয় দেখান বা জোর খাটাবার জন্য একটা কোন লাঠি পেত। ওর বাবা আর ভাইকে রাসলিংয়ের অপরাধে সাজা দেয়া যাবে এরকম প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে ফল হতে পারে। আপনজনদের প্রতি প্যাট অনুগত, বাবা আর ভাইকে ভালবাসে। বিশেষ করে জিমিকে; ভাইটার জন্য ও নিজের জীবন বাজি ধরতেও কুণ্ঠিত হবে না।

বিলের সঙ্গে খানিক আগের আলোচনার ভিত্তিতে একটা বুদ্ধি খেলল মোরলির মাথায়। ফ্রেজিয়ার কেবিনে চামড়ার স্তূপের ভেতর চুরির প্রমাণ মিলতেও তো পারে? এমনটা হওয়া অসম্ভব না, থায়ারের মাল যারা চুরি করেছে জখমির কারণে একটা গরু তারা মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। মৃত

গরুটা পুঁতে ফেলা হবে, নিঃসন্দেহে। তবে রাসলারদের মধ্যে চামড়া ব্যবসায়ী কেউ থাকলে তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটবে। সেই লোক চামড়া নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

আর একটা মুহূর্ত পানীয়ের দিকে চেয়ে রইল মোরলি, তারপর একচুমুকে সাবাড় করল সবটুকু। এখন তাকে খুশি খুশি মনে হচ্ছে।

ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে আবার পথে নামল বিল। রহস্যের কিনারা করতে না পারায় এখনও নিজের ওপর সে ক্ষিপ্ত। অপেক্ষা করে দিখেছে সে, একটা হুলস্থুল বাধাবার চেষ্টা করেছে এবং এগুলোতে ইতিবাচক কিছু ফল পেয়েছে। কিন্তু এরপরও কোল ব্রেন্ট, ফ্রেজিয়ার এবং প্যানডোরা মার্শাল আর কথিত তিন খনি সন্ধানীর ব্যাপারে তার অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

সেদিন ওকে অ্যামবুশ করেছিল দুজন, ফ্রেজিয়ার হোমস্টিড অবধি তাড়া করেছিল। ওদের কারো পরিচয় জানতে পারলেও একটা সূত্র হয়ত মিলত। হালকাভাবে সে একটা চেষ্টা করেছিল ওদের শনাক্ত করার। পালিয়ে যাওয়া লোকটার চেহারা সে ভাল দেখতে পায়নি। শুধু জানে ওর গায়ের রং শ্যামলা, মুখে দাড়ি আছে, বলিষ্ঠ গড়ন। লোকটা লেভাইস আর রংজ্বলা শার্ট পরে ছিল, আর ওর ঘোড়াটা ছিল একটা বে।

বিলের বুলেটে যার খুলি উড়ে গেছে সে ছিল মাঝারি গড়নের, মাথায় ঝাঁকড়া বাদামি চুল, চোখ দুটো ধূসর নীল। চিবুক ছোঁয়া একজোড়া গোঁফও ছিল তার। পশ্চিমে ওই ধরনের কাউহ্যান্ড হাজারটা আছে। বিল এখন ওই লোকের ঘোড়ায়ই চড়ছে। এই আশায় যে কেউ একজন চিনতে পারবে জানোয়ারটা এবং জানতে চাইবে ওটা কীভাবে তার দখলে এল। ঘোড়ার গলায় ছোট করে জে পি লেখা আছে। বিলের ধারণা ওগুলো ওটার মালিকের নামের আদ্যক্ষর। কিন্তু কেউ ঘোড়াটা সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি তাকে,

আর সেও এমন কোন লোকের সঙ্গে মিলিত হয়নি বা নাম শোনেনি যার নামের আদ্যক্ষর জে পি। মোরলিকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে এরকম কারো কথা মনে করতে পারেনি। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেনি বিল, কারণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার মত কেউ নেই। এমনকি, খেলার এ পর্যায়ে, মোরলিকেও সে একশভাগ বিশ্বাস করে না।

তবে অধৈর্য হয়ে উঠলেও, সতর্ক পাহারা বিল ঠিকই বজায় রাখল। ফ্রেজিয়ারদের ফেরার অপেক্ষায় আছে সে; প্যারাডাইন, টেক্সাস টম, সোয়্যাট আর হার্ভে শর্টের জন্য অপেক্ষা করছে; চোখ খোলা রেখেছে কোল ব্রেন্টের একটা কোন ভুলের জন্য যা তাকে মিথ্যেবাদী হিসেবে চিহ্নিত করবে, এবং অপেক্ষা করছে রাসলারদের আর একটা হামলার জন্য।

এ মুহূর্তে ফ্রেজিয়াররা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওরা জানে বিল তাদের সন্দেহ করে; যদি ফিরে আসে অত্যন্ত চুপিসারে আসবে এবং প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়েই কেটে পড়বে। অন্যরা প্যানডোরার কাছেপিঠে থাকবে। ওরা সন্দেহভাজন, বিল একথা মোরলিকে পর্যন্ত আভাস দেয়নি।

ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডের পেছনের পাহাড়ে উপস্থিত হল বিল, দেখল কোরালে এখনও একটা ঘোড়াই আছে। দুপুর অবধি ওখানে থাকল সে। প্যাট বাড়ির বাইরে আসল বেশ কয়েকবার। দূরবীনে ওকে লক্ষ করল বিল, মেয়েটিকে পাবার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেল। যৎসামান্য আহার করল ও, তারপর বেসিনের পাশ দিয়ে ব্রেন্ট বাথানের ট্রেইল ধরল।

কেউ নেই ধারেকাছে। বিল আবার হানা দিল র‍্যাঞ্চহাউস আর ক্রু কোয়ার্টারে, সন্দেহজনক কিছু পেল না। বেসিনের এখানে-সেখানে ঘুরল সে, গরুর মার্কা পরীক্ষা করল। ক্যাটল্‌স্টিকের মাল ছাড়া অন্যকিছু নেই; ব্রেন্ট নিঃসন্দেহে তার রেনজ চিরুনি করে রাখে। এবার উত্তর-দক্ষিণ ট্রেইলে গিয়ে উঠল সে, তদন্ত সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে উত্তরে মোড় নিল। ওই পথে

হালে বেশকিছু গরুবাছুর গেছে, তবে ধুলো আর বৃষ্টিতে ওগুলোর ট্র্যাক অস্পষ্ট হয়ে গেছে এখন।

ঘণ্টা খানেক পর ফিরতি পথ ধরল সে। চোরাই গরু পাচার করার জন্য উত্তর যুক্তিসঙ্গত পথ নয়। সোজা দক্ষিণে এগোতে লাগল ও, শেষ বিকেলে সীমান্ত অতিক্রম করল। সীমান্ত নির্দিষ্ট করার জন্য চিহ্ন নেই কোন, তবে অল্পক্ষণের মধ্যে ছোট্ট এক মেক্সিক্যান শহরে পৌঁছল সে এবং অপরিচ্ছন্ন একটা ক্যান্টিনায় গিয়ে ঢুকল। আমেরিকান কাউকে চোখে পড়ল না। বিল কেবল মালিকের সঙ্গেই কথা বলল। স্পানিশে ওর দখল ভাল, সময়টা শোনার কাজে ব্যয় করল। গরুবাছুরের প্রসঙ্গ উঠল না। মালিক খাবার পরিবেশন করল ওকে, ঘোড়ার জন্য দানাপানি দিল। আহারের পর ছোট শহরটায় কিছুক্ষণ ঘুরল সে, কান খাড়া আর চোখ খোলা রাখল। প্রয়োজনীয় কোন তথ্যই পেল না। বিল আবার উত্তরে রওনা হল।

ক্যান্ডলস্টিক যখন অতিক্রম করল সে, রাত নেমেছে। র‍্যাঞ্চহাউস আর ক্রু কোয়ার্টারে বাতি জ্বলছিল। কিন্তু থামল না ও, নাঁগাড়ে এগিয়ে ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডে পৌঁছল। ঢাল বেয়ে বেসিনে নামল, বালুর ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে কেবিনের শ-খানেক দূরে এসে থামল।

একটা স্ক্রাব ওকের ডালে ঘোড়া বেঁধে, কেবিনের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে কোরালে গেল। বাড়ি অন্ধকার, নীরব। কোরালে সেই আগের ঘোড়াটাই আছে। ফিরে এল বিল, সরঞ্জাম নামিয়ে পিকেট করল ঘোড়া, বিছানা পাতল; তারপর বুট টুপি আর গানবেল্ট খুলে রাখল নাগালের মধ্যে, ঘুমের আয়োজন করল।

অকস্মাৎ জেগে গেল সে, তবে শব্দ করল না বহুকালের চর্চার ফলে। শুধু চোখের পাতা নড়ছে, কান খাড়া। অখণ্ড নীরবতার মাঝেও একটা শব্দ শুনতে পেল। ধাতব পদার্থ পরস্পর ঘষা খেলে যে ধরনের শব্দ হয় সে

রকম। আওয়াজটা বাড়ির পেছন থেকে আসছে। উঠে বসল বিল, হোলস্টার থেকে পিস্তল বার করে নিয়ে দাঁড়াল। বুট পরার সময় নেই এখন; মোজা পায়ে নিঃসাড়ে সে কেবিনের ছায়ায় প্রবেশ করল, তারপর দেয়াল ধরে পেছন দিকে অগ্রসর হল।

দেয়ালের প্রান্তে পৌঁছে থামল ও, অন্ধকারের ভেতর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকাল। কোন শব্দ পাচ্ছে না তবে সামনে, বাঁ দিকে, কী যেন নড়াচড়া করছে। শক্ত হয়ে গেল বিল। কালো একটা বিন্দু রেনজ অতিক্রম করছে, অদূরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পাহাড়শ্রেণীর পটভূমিতে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পিস্তল উঁচু করল বিল, তারপর নিচু করল। দূরত্ব অনেক বেশি, আলোও দুর্বল। ছুটতে শুরু করল ও, দেখল ছায়াটা আরও বড় একটা ছায়ার অংশ হয়ে গেল, বালুতে ঘোড়ার খুরের নরম আওয়াজ শুনতে পেল।

বিল হার মানল। বুটপায়ে থাকলেও, দৌড়ে একজন ঘোড়সওয়ারকে হারিয়ে দেবার আশা সে করতে পারে না। ফিরে গেল ও, রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে কবাটে আঘাত করল জোরে জোরে। খানিক বাদে মৃদু একটা পায়ের শব্দ হল, তারপর প্যাটের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে?'

'বিল ও'হারা। দরজা খোল।'

'না। চলে যাও তুমি।'

'শোন, মেয়ে; দরজা খুলবে তুমি নয়ত আমি ভেঙে ভেতরে ঢুকব। খানাতল্লাশি করতে হবে আমাকে।'

আড়ষ্ট একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও।'

পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল, তারপর ফিরে এল। হুড়কো সরাবার শব্দ শুনল বিল, পরক্ষণে হাট হয়ে গেল দরজা। প্যাট দাঁড়িয়ে সামনে, এক হাতে ল্যাম্প, অপর হাতে গায়ে জড়ান একটা কম্বল ধরে আছে। ওর অবিন্যস্ত কালো চুল কাঁধের ওপর লুটাচ্ছে, পিঙ্গল চোখে আতঙ্ক।

'কী জন্য—' থেমে গেল মেয়েটা, মনে পড়েছে আগের বার প্রশ্নটা করায় বিল কী জবাব দিয়েছিল। 'তুমি এখানে কেন?'

কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল বিল। 'বলেছি তোমাকে। কেবিন সার্চ করব। তোমার বাবা আর ভাই এসেছিল···না?'

'না। যে সন্ধ্যায় চলে গেল তারপর আর আমি ওদের দেখিনি।'

'নিশ্চয় অন্ধ তুমি। কেউ একজন মাত্র গেছে এখান থেকে। আমি দেখেছি তাকে।'

মাথা নাড়ল প্যাট, ভ্রূ সামান্য কুঁচকে উঠেছে। 'কেবিনে কেউ ঢোকেনি। মিথ্যে বলি না আমি।'

অগ্নিদৃষ্টি হানল বিল, কিন্তু মেয়েটার চোখ কাঁপল না। শেষমেষ নজর সরাল বিল, রান্নাঘরের ভেতরে তাকাল। পরিপাটি করে সাজান আছে সব; ময়লা বাসনের চিহ্ন বা রান্না করা খাবারের গন্ধমাত্র নেই। বাড়ি ফিরে থাকলে ফ্রেজিয়াররা নিশ্চয় খাওয়াদাওয়া করত।

কিচেনে ঢুকল বিল, স্টোভের পেছনে উঁকি দিল, কাবার্ডের ভেতরটা দেখল। তারপর প্যাটের কাছ থেকে ল্যাম্পটা নিয়ে পাশের কামরায় গেল। এখানেও গোছান আছে সবকিছু। সুন্দর করে পাতা আছে বাংক দুটো, প্রতিটা চেয়ার যথাস্থানে রয়েছে। ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা করল বিল। পর্দা সরিয়ে প্যাটের অংশে নজর বোলাল। বিছানার চাদর কোঁচকান, ওঠার সময়ে কম্বল যেভাবে সরিয়েছে সেভাবেই আছে। চাদরে হাত রাখল ও। মেয়েটার গায়ের উষ্ণতায় গরম। দোনোমনো করল বিল, পরক্ষণে হাত ঢোকাল কম্বলের নিচে। প্যাট যেখানে শুয়ে ছিল তার পাশের জায়গাটা ঠাণ্ডা।

বিল ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একজোড়া পিঙ্গল চোখ লক্ষ করছে তার কার্যকলাপ, বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। 'আমার সঙ্গে ঘুমোচ্ছিল না কেউ।' শান্ত

নিরাবেগ কণ্ঠ প্যাটের।

বিল অনুভব করল ওর কান গরম হয়ে যাচ্ছে। 'আমারও তা-ই মনে হয়। তবে কেউ না কেউ এসেছিল কেবিনে। ভেতরে হয়ত ঢোকেনি কিন্তু এসেছিল এখানে। বাইরে তার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?'

'আমি জানি না। তবে বাবা কিংবা জিমি নিশ্চয় আসেনি, ওরা হলে ভেতরে ঢুকত। তুমি জানলে কীভাবে?'

'আমার ক্যাম্প কাছেই। একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। কেবিনের কোণে পৌঁছে দেখি কে যেন ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছে।'

'জানি না কে এসেছিল। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, দরজা জানালা বন্ধ ছিল। অবশ্য,' কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপটা ফিরে এসেছে আবার, 'আমার নিজস্ব ব্যাপার বলে কিছু থাকতে পারে এটা বোধহয় তুমি মনে কর না।'

বিল অনুভব করল আবার ওর কান গরম হয়ে উঠছে। মেয়েটা ওকে কোণঠাসা করার ক্ষমতা রাখে এই উপলব্ধি ক্ষিপ্ত করে তুলল ওকে। 'ঠিকই তো, তোমার গোপনীয়তার কোন মূল্য নেই আমার কাছে। আর তা থাকবেই-বা কেন? তোমার সবই আমার দেখা। এখানে একটা দায়িত্ব পালন করছি আমি। সেটা পালনের জন্য আমার যখন যেখানে প্রয়োজন যাব। দিন বা রাত মানব না। এবং স্যাম আর জিম ফ্রেজিয়ার যদ্দিন মিথ্যে বলবে আমার কাছে, আত্মগোপন করে থাকবে, আমি ধরে নেব ওরা রাসলার—ওদেরই আমি খুঁজছি।'

এক কদম পিছু হটল প্যাট, চোখ বিস্ফারিত। 'মিথ্যা?'

'হ্যাঁ, মিথ্যা! তোমার বাবা যে ম্যাপ দিয়েছিল আমাকে, সেটা দেখে ওদের ক্লেইমে আমি গিয়েছিলাম। সপ্তাহ দূরে থাক, এক মাসের মধ্যে ওখানে ওরা যায়নি। স্যাম ফ্রেজিয়ারের যদি কিছু লুকাবারই না থাকবে, ওরকম একটা ডাহা মিথ্যা সে বলল কেন?'

প্যাটের চোখে বেদনার আভাস ফুটল, মুখ খড়িমাটি।

'আমি জানি না। সত্যি বলছি। তবে কারণ একটা নিশ্চয় আছে। আমি নিশ্চিত। বাবা বা জিমি কখনও চুরি করবে না।'

শব্দ করে হাসল বিল। 'তুমি জানলে অবাক হবে এমন সব ভদ্রলোক আছে যারা রেহাই পাওয়া যাবে বুঝলে নির্দ্বিধায় চুরি করে। যাকগে। এই তোমার বাতি; বিছানায় ফিরে যাও। আর সকালে আমাকে কিছু নাস্তা বানিয়ে দিয়ো। বাইরেই থাকব আমি।'

ল্যাম্পটা প্যাটের হাতে দিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল ও। প্যাট দরজা অবধি অনুসরণ করল, তারপর কবাট টেনে দেবার পর বিল শুনতে পেল হুড়কোটা যথাস্থানে লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত খানেক ভাবল ও। ঘরে যদি না-ই ঢুকবে, অজ্ঞাতনামা অতিথি এসেছিল কেন? লিন-টুর দিকে হেঁটে গেল বিল, পেরেকটা কড়া থেকে বার করল টেনে। ও দরজা খুলতেই যথারীতি আর্তনাদ করে উঠল মরচে পড়া কব্জাটা। ভেতরে ঢুকল বিল। হাতড়ে কাগজ পেল একখণ্ড, ওতে আগুন ধরিয়ে মশাল বানাল। চামড়ার স্তূপ ছাড়া কৌতূহল জাগাবার মত অন্যকিছু নেই এখানে। ওগুলো সে আগেই পরীক্ষা করেছে ভাল করে।

কাগজটা পুড়ে ছাই হবার আগে চারপাশে আরেক দফা নজর বোলাল সে, তারপর মাথা নাড়ল বিরক্তিভরে, বেরিয়ে এল। দরজাটা বন্ধ করে দিল ও, কব্জার আর্তনাদ শুনতে পেল আবার। যে-ই এসেছিল এখানে ওই দরজাটা সে খুলেছিল। এটা খুবই সম্ভব, ওকে বেসিনে আসতে দেখে স্যাম অথবা জিম ফ্রেজিয়ার গা ঢাকা দিয়েছিল ওখানে, তারপর অন্ধকারে সুযোগ বুঝে পালিয়েছে।

বিছানায় ফিরে গেল বিল, সকাল অবধি ঘুমোল। চৌবাচ্চায় ঘোড়াকে

পানি খাওয়াতে নিয়ে যাবার সময়ে ও দেখল কেবিনের চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঘোড়া পিকেট করল, কিচেন ডোরের বাইরে মুখহাত ধুল টিউবওয়েলের পানিতে, তারপর সাড়া দিয়ে ভেতরে ঢুকল। স্টোভ ধরান হয়েছে, প্যাট রুটি বানাবার ময়দা ছানছে। শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে কফি পটে, বেকন ভাজার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। বিল বলল, 'গুড মর্নিং, মিস ফ্রেজিয়ার।'

প্যাটের কণ্ঠে পোশাকি সৌজন্য। 'গুড মর্নিং, মিস্টার ও'হারা।'

'আমি সত্যি আশা করিনি তুমি আমার নাস্তা বানিয়ে দেবে?'

'কেন দেব না? এটাই কি স্বাভাবিক না? দরজায় ক্ষুধার্ত কেউ এসে দাঁড়ালে, সে যদি চরম শত্রুও হয়, তাকে খেতে দেয়া উচিত।'

'তা-ই।' বিল শান্ত, চেয়ারে বসে টুপিটা রাখল হাঁটুর ওপর।

নীরবে নিপুণহাতে কাজ করে চলল প্যাট, বাহ্যত উদাসীন বিলের অপলক জরিপ সম্পর্কে। তাওয়ায় রুটি সেঁকতে দিয়ে একজনের জন্য টেবিল সাজাল ও, রুটি নামিয়ে কফি দিয়ে এটা আবার আগুনে চড়াল। প্যাট বলল, 'গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। স্বাদটা ভাল লাগবে।'

টুপিটা কোলের ওপর থেকে সরাল বিল, খেতে শুরু করল। ওকে কফি ঢেলে দিল প্যাট, নীরবে এগিয়ে দিতে লাগল এটা-ওটা। খাওয়া সেরে উঠে পড়ল বিল, বলল, 'এবার তোমার পালা।'

'আমার খিদে পায়নি। সত্যি।'

'বস।'

চিবুক উঁচু হল; মেয়েটা এক মুহূর্ত জেদি দৃষ্টিতে দেখল ওকে, তারপর চোখ অবনত করে বসে পড়ল চেয়ারে।

কাবার্ড থেকে প্লেট কাপ আর তস্তরি বার করল বিল, ড্রয়ার থেকে ছুরি কাঁটা আর চামচ নিয়ে রাখল প্যাটের সামনে। তাওয়ায় রুটি ফেলল ও,

একপিঠ সেঁকা হয়ে যাবার পর হাতল নাচিয়ে উলটে নিল ওটা। পিঙ্গল চোখজোড়ায় হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে বুঝল কৌশলটায় কৌতূহল আর আমোদ দু-ই বোধ করেছে মেয়েটা। দুটো রুটি খেল ও, কিন্তু তৃতীয়টায় হাত গুটিয়ে নিল। 'আর না, বিল। সত্যি পেট ভরে গেছে।'

প্যাট ওকে প্রথম নামে ডেকেছে; অভূতপূর্ব এক রোমাঞ্চ অনুভব করল বিল।

স্মিত হাসল সে। 'তুমি নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত। চমৎকার হয়েছিল, রুটিগুলো। সত্যি!'

ক্ষণিকের তরে আন্তরিকতা ফুটে উঠল ওর চোখে, তারপর গুটিপায়ে যুদ্ধের মনোভাব ফিরে এল আবার, গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটা। বিল বলল, 'বাসন আমি ধুয়ে দিচ্ছি।'

'না। ওটা মেয়েদের কাজ।'

'কাজ কাজই, নারী-পুরুষ বলে কোন কথা নেই। তাছাড়া মুসাফিরের বেলায় এটাই কি রীতি না, খাবারের বিনিময়ে সে কিছু করে দেবে।'

'তুমি না করলেই আমি খুশি হব।'

বিল আর পীড়াপীড়ি করল না। 'ঠিক আছে, প্যাট। থ্যাংকস।'

টুপি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ও। লাকড়ির গাদায় গিয়ে মরচে ধরা কুড়ালটা তুলে নিল। যখন বেশকিছু লাকড়ি চেরাই হল, ওগুলো তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গেল সে, উড বক্সের ভেতর রাখল। প্যাট বলল, 'থ্যাংকস, বিল,' আর জবাবে বিল, 'ওয়েলকাম,' বলে বেরিয়ে এল। নিজের বিনম্র ব্যবহারে একটু আশ্চর্য বোধ করছে সে। ওদিকে প্যাটেরও, ঘটনাচক্রে, একই অনুভূতি হল।

বেসিনের আশেপাশের পাহাড়ে সারাদিন ঘুরে কাটাল বিল, কেবিনের ওপর নজর রাখল। অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করেনি বলে এখন সে সন্তুষ্ট

বোধ করছে; রাতে হয়ত লোকটা ফিরে আসবে।

আসল না কেউ। কেবিনের অদূরে ক্যাম্প করল বিল, ঘুমের মধ্যেও মানসিকভাবে সজাগ রইল। ভোরে জাগল ও, নিঃশব্দে ক্যাম্প গোটাল। গরম গরম নাস্তা খাবার জন্য আনচান করছিল মন, কিন্তু প্যাটকে বিরক্ত করতে চাইল না। পাহাড়ে গিয়ে নিজেই নাস্তা বানিয়ে খেল। পাহারা অব্যাহত রাখল। দুপুরের খাওয়া সারল ওখানে বসেই, তারপর নিরুদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা করতে লাগল।

মাঝ-বিকেল নাগাদ একজন রাইডারকে দেখতে পেল সে, প্যানডোরার দিক থেকে বেসিন অতিক্রম করছে। বিনোকিউলারে চোখ লাগিয়ে ক্লিভ মোরলিকে চিনতে পারল বিল। ক্লিভ, সে জানে, প্রায়ই আসে হোমস্টিডে। কিন্তু আজ তার মধ্যে এক ধরনের তাড়া আছে। সম্ভবত প্যাটের মন গলাতে যাচ্ছে লোকটা, বিল অনুমান করল। মেবেলির কাছে সে শুনেছে মেয়েটার দিকে ওর চোখ আছে।

ঘোড়ার উদ্দেশে পা বাড়াল বিল, থমকে দাঁড়াল, ফিরে এল ওঅচিং পোস্টে। ক্লিভের আগমন নিয়ে তার দুশ্চিন্তার কী রয়েছে? একটা পাথরের ওপর বসল সে, দেখল কেবিনের পেছনে গিয়ে থামল মোরলি, কাঠের দেয়ালে লাগান একটা আংটার সাথে বাঁধল ঘোড়াটা, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার।

ধীর লয়ে গড়িয়ে চলল সময়। দীর্ঘ একেকটা মিনিট। উঠে পড়ল বিল, পায়চারি শুরু করল অস্থির চিত্তে, লম্বা করে দম দিচ্ছে সিগারেটে। ওদের বেরিয়ে আসতে দেখল সে, একসঙ্গে লিন-টুতে গিয়ে ঢুকল। দরজা খোলাই ছিল, কিন্তু ভেতরের আঁধার এত জমাট যে চোখে দূরবীন লাগিয়েও বিল কিছু দেখতে পেল না। খানিক পর বেরিয়ে এল দুজনা, কেবিনের দিকে এগোল। প্যাটের একটা হাত ধরে রেখেছে ক্লিভ, ওর শরীর বিলের দৃষ্টিপথ

থেকে মেয়েটাকে আড়াল করে আছে। বাসায় ফিরে গেল ওরা। বিল অপেক্ষা করল আরও কিছুক্ষণ।

পাঁচ মিনিট দেখল সে, কিন্তু এরপর আর থাকতে পারল না। দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘোড়ার কাছে গেল, জিনের পেটি বেঁধে উঠে বসল স্যাডলে, ঢাল বেয়ে বেসিনে নামতে শুরু করল। প্রথমে জোরে ছুটল ও, তারপর বালুতে নেমে ঘোড়ার গতি মন্থর করল।

তারপর হঠাৎ সে প্যাটের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। চড়া পর্দায় বাঁধা, তাতে অসহায়ত্বের ছোঁয়া। 'না! না!' তারপর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার, 'বিল!'

সজোরে স্পার দাবাল বিল, চমকে উঠে ঘোড়াটা লাফিয়ে সামনে ছুটল।

নয়

ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডের উদ্দেশে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে ক্লিভ মোরলি। ওর মুখ আড়ষ্ট, থমথমে। দেখে মনে হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জোর করে সাহস সঞ্চয় করেছে। চোখ চকচক করছে। কপালে ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু। স্যাডলে বসে আছে শক্ত হয়ে।

মোরলি যখন বেরোয় গ্লোরিয়া নিজের কামরায় ঘুমোচ্ছিল। সারা জীবন ঘুমাতে পারে বেশ্যাটা, তার কোন আপত্তি নেই। ওর রসকষ সে শুষে নিয়েছে। এখন তার চোখ প্যাট ফ্রেজিয়ারের দিকে। অনাঘ্রাতা ওই পুষ্পটির

ঘ্রাণ না নেয়া অবধি সে স্বস্তি পাবে না।

ধীরগতিতে এগোচ্ছে মোরলি; গায়ে ঘামের গন্ধ হোক চায় না। বেরোবার আগে গোসল করেছে সে, দাড়ি কামিয়ে অগুরু মেখেছে, উ্যইস্কির দুর্গন্ধ দূর করতে লং পুরেছে মুখে। সাহস সঞ্চয় করতেই উ্যইস্কির দ্বারস্থ হতে হয়েছিল তাকে। এখন নিজেকে তার রীতিমত অপ্রতিরোধ্য মনে হচ্ছে।

মোরলি যখন ফ্রেজিয়ার কেবিনের পেছনে নামল ঘোড়া থেকে তখন মাঝ বিকেল। সাড়া দিতে গিয়েও মত বদলাল সে, দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল বীরদর্পে। রান্নাঘরে কাউকে না পেয়ে হাঁকল, 'বাড়িতে আছ কেউ?'

ভেতরের কামরা থেকে প্যাট্রিশিয়া জবাব দিল। গট্‌গট্ করে মোরলি সেখানে গেল। সে আশা করেছিল মেয়েটাকে কাপড় বদলাবার অবস্থায় আবিষ্কার করবে, ওই দৃশ্য তার রক্তের আগুনে হাওয়া দিত। কিন্তু মোরলি দেখল প্যাট কাউচে বসে কাপড়ে নক্‌শা করছে। নিজের কাজে এতই মগ্ন, খেয়াল করেনি কখন সে জানালার পাশ দিয়ে গেছে।

আন্তরিকতার ভান করল মোরলি। 'হ্যালো, হানি। খুব ব্যস্ত?'

কাছে গেল সে, বসল প্যাটের পাশে। কুরুশ কাঁটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখল প্যাট। 'হ্যাঁ, ব্যস্ত,' বলল যন্ত্রচালিতের মত।

নকশাটা দেখার জন্য ঝুঁকল মোরলি। 'শৌখিন জিনিস, না? বুঝি না তুমি কীভাবে কর এগুলো। আর করতে হয়-ইবা কেন। বিক্রির বদলে এসব তোমার কিনবার কথা।' ঝটিতি পলক তুলল ও। 'আমার প্রস্তাবটা নিয়ে ভেবেছিলে?'

'ভাবাভাবির কিছু নেই, ক্লিভ, আমি বলেছি।'

'আর আমি বলেছিলাম আছে। সুন্দর সাজান গোছান বাড়ি, দুজনের

সংসারের জন্য বেশ বড়। কুক, হাউসকিপার আর একজন আয়া থাকতে পারবে। ওরা বাইরে ঘুমোবে, অবশ্যই। সেরা দোকানগুলোয় কেনাকাটার সুযোগ। আমি আবারও বলছি, হানি, প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অনেককিছু আছে।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্যাট। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট, ক্লিভ। আমার কথা হয়ত ছেলেমানুষি মনে হবে, তবে স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় দামটা চড়া মনে হচ্ছে।'

'তা-ই বুঝি?' নীরবে একটা মুহূর্ত ওকে দেখল মোরলি, তারপর খেই ধরল। 'তোমার বাবা আর জিমির কথাটা একবার ভাববে না? ওদের জন্য বহুকিছু করতে পারি আমি। হয়ত রক্ষাও করতে পারি—ফাঁসির দড়ি থেকে।'

বিস্ফারিত চোখে তাকাল প্যাট, চোয়াল আড়ষ্ট। 'তোমার একথার অর্থ, ক্লিভ?'

কাঁধ ঝাঁকাল মোরলি। 'ন্যাকা সেজ না, ডার্লিং। নিশ্চয় তোমারও সন্দেহ হয়। কেন ওরা দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে থাকে? সোনার খোঁজে? ঘোড়া ধরার জন্য? আজ পর্যন্ত সোনা বা ঘোড়া দেখিয়েছে কিছু?'

'সোনা পেয়েছে ওরা,' রাগত গলায় বলল প্যাট। 'ঘোড়া বিক্রি করেছে।'

'কত সোনা? কতগুলো ঘোড়া? বাড়িঘরের অবস্থা দেখে কিছুই বোঝ না তুমি! চোখ মেলে তাকাও, হানি। থায়ারের গরু যে রাতে চুরি হল কোথায় ছিল স্যাম আর জিমি?'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল প্যাট, চোখে শঙ্কা। এসব প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই।

হালকা সুরে বলে চলে ক্লিভ মোরলি। 'আমি জানি ওরা রাসলার। বিল ও'হারাও নিশ্চিত। ওদের খোঁজে সে পাহাড়ে গেছে, হয়ত ঠিক এ মুহূর্তে

ধাওয়া করছে। ওরা চোর, সে প্রমাণ তোমাদের বাড়িতেই আছে। আমাকে খুঁজতে বলা হলে ঠিকই বার করতে পারব।'

'পারবে না। বিল ও'হারা নিজেও একবার তল্লাশি করেছে।'

'লিন-টুটা দেখেছিল?'

'জানি না। আর ওখানে আবর্জনা ছাড়া কিছু নেইও।'

'বাজি ধরবে?'

'আলবত!'

উঠে পড়ল মোরলি। 'চল, দেখা যাক।'

তৎক্ষণাৎ ওকে অনুসরণ করল প্যাট। রান্নাঘর দিয়ে বেরোল ওরা, আংটা থেকে পেরেক তুলে এক ঝটকায় দরজাটা খুলল মোরলি। ভেতরে গেল দুজনে। অন্ধকারাচ্ছন্ন, তবে নজর চলে। নিদারুণ অবজ্ঞাভরে ইশারায় আবর্জনাগুলো দেখাল প্যাট। 'আছে তোমার কোন প্রমাণ?'

চোখ ছোট করে ঘরের ভেতর তাকাল মোরলি। চারদিকে বাতিল মালপত্র ছড়ান ছিটান। ও বলল, 'তুমি নিশ্চিত স্যাম জিমি ওই চামড়াগুলো কিনেছে?'

'আলবত কিনেছে!'

স্তূপটার কাছে গেল মোরলি, একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখল ওটা, তারপর একটা একটা করে চামড়া সরিয়ে আরেকটা স্তূপ বানাতে লাগল। চামড়াগুলো শুকনো, শক্ত। ছয় সাতটা চামড়া সরাল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে। প্যাট জরুরি গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

হাতে ধরা একটা চামড়া নাচাল মোরলি। 'ধরে দেখ?'

ওটা স্পর্শ করল প্যাট। বেশ নরম। কাঁচা চামড়া, শুকান হয়নি এখনও। ঝুঁকে পড়ল প্যাট, ওটার গায়ে ই টি মার্কা দেখতে পেল। প্যাট বলল, 'ওহ্ খোদা, না!'

মোরলি নীরব রইল। চামড়া সাজিয়ে রাখতে শুরু করল আবার, নতুনটা লুকিয়ে ফেলেছে। প্যাট লক্ষ করছে ওকে, চোখের অবিশ্বাস আস্তে আস্তে বদলে সন্দেহে পরিণত হচ্ছে। আবার বলল সে, ম্লান স্বরে, 'খোদা, না!'

কাজ সারল মোরলি, চারদিকে শেষ একটা নজর বুলিয়ে বলল, 'এস।' প্যাট ওর পেছন পেছন বাইরে এল, নিশিতে পাওয়া মানুষের মত। দরজা বন্ধ করল মোরলি, কাঠের পেরেকটা লাগিয়ে দিল যথাস্থানে। প্যাটের হাত ধরল সে, কেবিনের উদ্দেশে পা বাড়াল। ওর আগেই লিভিং রুমে চলে গেল প্যাট, কাউচে বসে পড়ল নেতিয়ে। সবেগে মাথা নাড়ল ও, যেন ভয়ঙ্কর কোন স্মৃতি ভুলতে চাইছে।

মোরলি নরম গলায় বলল, 'দেখলে তো নিজে চোখে?'

পলক তুলল প্যাট, দৃষ্টিতে মিনতি। 'ক্লিভ, তুমি নিশ্চয় বলে দেবে না কাউকে। বলতে পার না!'

'পারি। বলা উচিত। কী করব সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

কথাটার অর্থ প্যাট বোঝে, মাথা নাড়ল ও। 'না, ক্লিভ। প্লিজ! তুমি ওদের বন্ধু, আমার বন্ধু। আমাকে কথা বলতে দাও ওদের সঙ্গে; ওরা আমার কথা শুনবে। আর কক্ষনো ঘটবে না এমন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ক্লিভ। আমরা সারা জীবন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।'

'আমি কৃতজ্ঞতা চাই না।' সময় এসে গেছে, মোরলির ধমনিতে টগবগিয়ে ফুটছে রক্ত। 'আমি তোমাকে চাই, প্যাট। প্রথম থেকেই চাইছি। যা বলছি কর, চলে এস আমার সঙ্গে।'

দুহাতে মুখ ঢাকল প্যাট, অবরুদ্ধ কান্নায় দুলতে লাগল সামনে পেছনে। 'না-না, ক্লিভ। এটা খারাপ—অন্যায়। আমি পারব না!'

ওর পাশে বসে পড়ল ক্লিভ মোরলি; মেয়েটাকে সজোরে জড়িয়ে ধরল।

প্যাটের দেহস্পর্শ ওর রক্তকে তরল আগুনে পরিণত করল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মোরলির টুপি, প্যাটকে সে চুমু খাওয়ার প্রয়াস পেল।

'তুমি পারবে!' মোরলির গলা ফ্যাঁসফ্যাঁসে, খাদে নেমে গেছে। 'কেউ জানবে না। তোমার বাবা আর ভাইকে পরে বলবে আমরা পালিয়ে গেছিলাম। সন্দেহ করলেও কিছু বলার সাহস পাবে না ওরা। ওদের কুকীর্তি আমরা জেনে ফেলায়।'

নিজেকে মুক্ত করল প্যাট, আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকাল।

'এধরনের জঘন্য একটা প্রস্তাব দিচ্ছ, আমাকে কী মনে কর তুমি! কীভাবে ভাবতে পারলে আমি তোমার রক্ষিতা হতে রাজি হব! ওই নাচনেওয়ালিদের মত! না, কোনও দিন না!'

হিংস্র হয়ে গেল ক্লিভের চেহারা। 'এটাই তোমার শেষ কথা?'

'অবশ্যই। আমি তোমার মুখও দর্শন করতে চাই না আর। পাহাড়ে যাব আমি। বাবা আর জিমিকে খুঁজে নিয়ে চলে যাব অন্য কোথাও। এতদূরে, যেখানে বিল ও'হারা বা অন্য কেউ ধরতে পারবে না আমাদের।' এক নিশ্বাসে কথা শেষ করে হাঁপাতে লাগল প্যাট।

'সেক্ষেত্রে,' মোরলি বলল কর্কশ কণ্ঠে, 'তোমাকে আমি একটা স্মৃতি দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে নেয়ার জন্য।'

হাত বাড়াল সে, খপ্ করে চেপে ধরল ওকে।

লড়তে লাগল প্যাট, তেজি সিংহীর মত। উঠে দাঁড়াল, টেনে নিয়ে চলল মোরলিকে; লোভী থাবা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টায় বান মাছের মত মোচড়াতে লাগল শরীরটাকে; থাপ্পড় মারল, আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল দুর্বৃত্তের হাত। দুর্বৃত্ত হাসিমুখে উপেক্ষা করছে সমস্ত আঘাত, তার চোখে লালসা।

যতই লড়াই করুক, হাতের এঁটে বসা বজ্রকঠিন মুঠি প্যাট ছাড়াতে

পারল না। ঘরময় ধস্তাধস্তি করতে লাগল ওরা, টেবিল চেয়ার উলটে ফেলল। মোরলির মধ্যে ভদ্রতার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই এখন; পছন্দের নারীকে গুহামানবের মতই সে চেষ্টা করছে গুহা থেকে টেনে বার করতে। অবশেষে তার পশু-শক্তির জয় হল, অবসন্ন হয়ে পড়ল মেয়েটির পেশি, প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ওকে কাছে টেনে আনল মোরলি, মাকড়সা যেভাবে পোকা টেনে আনে কাছে, পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মেঝে থেকে।

ঠিক তখুনি চিৎকারটা করল প্যাট, 'না, না!' এবং তারপর ওর কণ্ঠস্বরের আওতার মধ্যে একমাত্র বিল ও'হারাই থাকতে পারে এটা মনে পড়ায় সর্বশক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'বিল!'

'বিল,' হাঁপাচ্ছে মোরলি। 'ব্যাপার তাহলে এ-ই! ব্যাটা আমার পাতের খাবার খাচ্ছে!'

মোরলি ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে কাউচের ধারে, শ্রান্ত শরীরে প্যাট মরিয়া আর একটা চেষ্টা পেল নিজেকে মুক্ত করার। দীর্ঘস্থায়ী হল না লড়াই; নির্জীব হয়ে পড়েছে মেয়েটা। শতরঞ্চিটা কুঁচকে গেছে, পা বেধে হোঁচট খেল মোরলি, কাউচের ওপর পড়ল প্যাট, এবং ওর ওপর হাতপা ছড়িয়ে দুর্বৃত্ত। মাথা ঘুরতে শুরু করেছে প্যাটের, চোখে অজস্র ফুলঝুরি দেখছে।

ঠিক ওই সময়ে রান্নাঘরের মেঝেয় একজোড়া বুটের দুমদাম আওয়াজ উঠল, ছিলা ছেঁড়া তীরের মত সোজা হল মোরলি। কাউচে হাঁটুর ভরে বসল সে, চোখ দরজায় স্থির, ওত পেতে থাকা ক্যুগারের মত।

বিল পা রাখল কামরায়।

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল ও, সামনের দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। ছোট্ট ওই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট হল মোরলির জন্য। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে, বগলের নিচে থেকে ভোঁতামুখ একটা ডেরিনজার বার করল।

তবে বার করাই সার। ওর হাতে আছড়ে পড়ল একটা রদ্দা, এত জোরে যে কবজি ভেঙে যাওয়ার দশা হল, শূন্যে পাখা মেলল পিস্তলটা, মেঝেয় ঠকাস্ করে আছড়ে পড়ল। এবং তারপর আক্রমণ শানাল বিল। ওর সেই রূপ দেখে কাউচে পড়ে থাকা প্যাটের মনে হল, প্রতিশোধপরায়ণ কোন ফেরেশতার বুঝি আগমন ঘটেছে ঘরে।

স্রেফ দুটো ঘুসি হাঁকাল বিল; প্রথমটা মোরলির হাত থেকে পিস্তল উড়িয়ে নিয়ে গেল, পরেরটা আঘাত হানল ওর মুখে, শব্দ হল 'থ্যাচ্' করে, দাঁত নড়িয়ে দিল, ঠোঁট দুফাঁক হয়ে গেল। তারপর ও লোকটার ফরসা দুই গালে চটাস্ চটাস্ করে চড় কষাতে লাগল।

মোরলি চেষ্টা করল প্রতিরোধ গড়ে তোলার, কিন্তু ছফুট দুইঞ্চি দীর্ঘ ওই ক্রুদ্ধ-নিষ্ঠুর শক্তির সামনে টিকতে পারল না। পিছু হটল সে, ঘুসি এড়াতে চেষ্টা করছে, খাবি খাচ্ছে জবাই করা গরুর মত, অসহায়ত্ব আর যন্ত্রণায় ককাচ্ছে। শেষমেষ হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। মেঝেয় সে মুখ থুবড়ে পড়ল।

ওর পাঁজরে হিংস্র একটা লাথি মারল বিল। 'ওঠ্, বেজন্মা, আমি তোকে খুন করার আগেই দূর হ এখান থেকে!'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল মোরলি, ব্যথায় কোঁকাচ্ছে, টলতে টলতে রান্নাঘরের ভেতর অদৃশ্য হল। পেছন দরজার দিকে যাচ্ছে সে যখন পাশের ঘরের বিলের গলা শুনতে পেল।

'প্যাট, জানোয়ারটা তোমার ক্ষতি করেছে কোন?'

দুর্বল একটা জবাব এল। 'না। না, বিল।'

এলোমেলো পায়ে উঠনে বেরিয়ে আসল ক্লিভ। কম্পিত আঙুলে লাগামের গিঁট খুলে শরীরটাকে কোনমতে টেনে তুলল স্যাডলে। পালাবার ঠিক আগমুহূর্তে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল তার ভেতরে। ঘেয়ো

কুকুরের মত চিৎকার করে বলল, 'কুত্তি! তোর নাপরকে দেখা লিন-টুর চামড়াটা। ও কিছু না করলে আমি নিজেই তোর বাপ-ভাইকে ফাঁসিতে ঝোলাব!'

বিলকে সক্রোধে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে তেড়ে আসতে দেখল মোরলি, স্পার দাবিয়ে কেবিনের কোনা ঘুরল। ঘোড়া ছোটাল, ঝড়ের গতিতে স্যাডলে শরীর মিশিয়ে। রাইফেলের পাল্লার বাইরে আসার পরই কেবল সভয়ে তাকাল পেছনে, বিল ধেয়ে আসছে এই সন্দেহে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না সে, স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

আরও কিছুদূর এগোল মোরলি, মন্থর করল গতি, পেছনে তাকাল আবার। ঘোড়া থামাল, ঘুরিয়ে নিল ওটা। রুমাল বার করে রক্তাক্ত মুখ মুছল, নড়ে যাওয়া দাঁতে ব্যথা লাগায় গাল বকল। বিলের নাগালের বাইরে আছে এই উপলব্ধি—ওর ভয় হ্রাস করেছে। তার মনের ভেতর এখন দাউদাউ করে জ্বলছে ক্রোধের অনল।

নিজেকে কী মনে করে ও'হারা, বীরপুরুষ? খোদা মালুম কত মেয়ের সঙ্গে লটরপটর করেছে বেজন্মাটা। ক্রুদ্ধ হবার একটামাত্র কারণই থাকতে পারে তার; প্যাটকে সে ভালবাসে।

অপেক্ষা করতে লাগল ক্লিভ মোরলি, ঘোড়া ঘোরাল বেশ কয়েকবার কিন্তু প্রতিবারই লাগাম টেনে ওটার মুখ উলটো দিকে করল। বেজন্মাটা দেরি করছে কেন? বোধহয় তার পুরস্কার গ্রহণ করছে। কথাটা মনে হতেই মোরলির আহত আঁতে জ্বালা ধরে গেল। বিনা মাশুলে তার পাতে কেউ খেতে পারবে না। তবে ঘটনাটা নিজে চোখে আগে দেখতে হবে তাকে।

কেবিন অভিমুখে ফিরে চলল মোরলি, ধীরগতিতে এগোচ্ছে, বিলের ছায়া দেখামাত্র পিঠটান দেয়ার জন্য তৈরি। বাঁয়ে এগোল সে, কেবিনের জানালাকবাটহীন দেয়ালের ধারে যাবে। দালানের কোণে পৌঁছল, কান

খাড়া করল থেমে, তারপর ঘোড়া নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে একটা জানালার কিনারে গেল, স্যাডল থেকে ঝুঁকে পড়ে তাকাল কামরার ভেতরে।

বিল ঘরের দূর-প্রান্তে দাঁড়িয়ে। আড়ষ্ট ভঙ্গি তার, হাতের মুঠি পাকান, জ্বলজ্বলে চোখে কামরার এপাশে তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করার জন্য ক্লিভ মাথাটা ঘোরাল সামান্য।

পার্টিশনের ওপার প্যাট্রিশিয়ার শোবার ঘর। মেয়েটা এখন ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তারও আড়ষ্ট হাতের মুঠি পাকান। মাথা উঁচু করে আছে প্যাট, কাঁধে লুটান কালো চুলের পটভূমিতে ফরসা মুখখানা আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মেয়েটার হাত আর গলা খালি, পরনে সদ্য পাট-ভাঙা ফিনফিনে রাত্রিবাস।

মোরলি দেখল হাত প্রসারিত করে সামনে এগোল বিল, চোখে প্রত্যাশার আলো। ওই দৃশ্য হজম করা কঠিন হয়ে পড়ল ক্লিভের পক্ষে। বিড়বিড় করে অশ্রাব্য খিস্তি করল সে, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাল ওটাকে, নির্দয়ের মত স্পার দাবাতে দাবাতে।

দশ

মোরলি মাত্র বিদায় হয়েছে বেত্রাহত কুকুরের মত। বিল বিশৃঙ্খল কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কাউচে পড়ে থাকা মেয়েটিকে দেখছে পলক নামিয়ে। নির্জীব পড়ে আছে ও, চুল আলুথালু, মুখ ফ্যাকাশে। বিল

জিজ্ঞেস করল, 'প্যাট, জানোয়ারটা তোমার ক্ষতি করেছে কোন?' জবাবে মাথা নাড়ল প্যাট্রিশিয়া, বলল, 'না। না, বিল।' দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে লাগল, পিঠ কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে।

দরজাপথে মোরলির কণ্ঠস্বর পৌঁছল ওদের কাছে। 'কুত্তি! তোর নাগরকে দেখা লিন-টুর চামড়াটা। ও কিছু না করলে আমি নিজেই তোর বাপ-ভাইকে ফাঁসিতে ঝোলাব!'

লোকটাকে পাকড়াও করতে ছুটল বিল, রান্নাঘরে পৌঁছে মোরলির বিকৃত মুখটা অদৃশ্য হতে দেখল। কেবিনের কোনা অবধি ছুটে গেল বিল, কাপুরুষটার পালিয়ে যাওয়া লক্ষ করল, এভাবে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে যেন শয়তান তাড়া করেছে। কাঁধ ঝাঁকাল বিল, ফিরে এল। চেষ্টা করলে হয়ত সে মোরলিকে ধরতে পারত, কিন্তু লোকটাকে তো আগেই পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছে, আরও শাস্তি দিলে বড়জোর জ্ঞান হারাবে। ওকে হত্যা করতে পারত সে, কিন্তু কী লাভ হত তাতে? প্যাট্রিশিয়ার ক্ষতি করেনি মোরলি; ওর বিরুদ্ধে বিল ধর্ষণের অভিযোগ আনতে পারত না।

লিন-টুতে চামড়া? কোন্ চামড়া? ওগুলো আগেই পরীক্ষা করেছে বিল, কিছু পায়নি। তবে ওর পরীক্ষার পর কারো আগমন ঘটেছিল লিন-টুতে। সেই লোক স্যাম অথবা জিম ফ্রেজিয়ার হয়ে থাকলে, হয়ত সে স্তূপের ভেতর নতুন একটা চামড়া লুকিয়ে রাখতেই ফিরে এসেছিল। যদি আদৌ ওখানে কোন নতুন চামড়া থাকে।

লিন-টুতে গিয়ে ঢুকল বিল। চারপাশে নজর বুলিয়ে নতুন কোন চামড়া দেখতে পেল না, স্তূপের মধ্যে খুঁজতে শুরু করল। প্রায় তক্ষুনি পেয়ে গেল ওটা, নরম ত্বকে হাত বুলিয়ে চামড়াটার বয়স আঁচ-অনুমান করল, ফ্রেজিয়ারদের প্রতি তার সন্দেহের ব্যাপারে নিশ্চিত হল।

চামড়া গোটাল বিল, স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে রাখল। মোরলি সাক্ষী

দেবে লিন-টুতে ছিল এটা, থায়ার চিহ্ন দেখে নিশ্চিত করতে পারবে চামড়াটা তার চুরি যাওয়া কোন গরুরই। থায়ার অন্তত এটুকু জানাতে পারবে তার কাছ থেকে ওটা কেনা হয়েছিল কি-না।

কেবিনে ফিরে বিল দেখল প্যাট কাউচে উঠে বসেছে। ওর চেহারা এখনও বিবর্ণ তবে কিছুটা রং ফিরে এসেছে। ওর চোখ প্রশ্ন করল একটা। বিল বলল, 'হ্যাঁ, লিন-টুতেই পেলাম। মোরলি নিশ্চয় তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছিল ওটা?'

প্যাট ভাষাহীন, মাথা দোলাল শুধু। বিল মনের পর্দায় চিত্রটা পরিষ্কার দেখতে পেল।

'বোধহয় বলেছিল তুমি ওর কথা শুনলে এটার কথা সে ভুলে যাবে। তারপর তুমি প্রত্যাখ্যান করায় জোর খাটাবার চেষ্টা করছিল।'

বিরস গলায় প্যাট জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে তুমি?'

'হদিস পেলে আটক করব স্যাম আর জিমিকে। এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।'

সংবিৎ ফিরে পেল প্যাট। জীবন্ত হয়ে উঠল ওর চেহারা, কিন্তু সে কথা বলল ধীর গলায়।

'তুমি ওদের একটা সুযোগ দিতে পার। অন্যদের বলতে পার ওরা পালিয়ে গেছে, তুমি ধরতে পারনি।'

মাথা নাড়ল বিল, দৃষ্টি শীতল। 'কাজটা নেবার সময় আইন সমুন্নত রাখার শপথ নিয়েছি আমি। শপথ ব্যাপারটাকে আমি হালকাভাবে নিই না। পশ্চিমে গরু চুরি মারত্মক অপরাধগুলোর একটা; ওদের প্রশ্রয় দিলে আমাকে কী ধরনের লোক ভাববে তুমি?'

'সেই লোক ভাবব যার জন্য আমি সব করতে পারি!'

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একটা ভুরু তেরছা করল বিল। 'সব?'

'সব!' ঋজু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে প্যাট, পিঙ্গল চোখ দুটো জরিপ করছে বিলকে, ওর চেহারায় তার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করল প্যাট।

এক কদম এগোল বিল, থমকে গেল, জোর করে শান্ত রাখল গলা। 'খোদা জানেন আমি তোমাকে চাই, প্যাট। ভীষণভাবে চাই। সারাদিন তোমার কথাই ভাবি আমি, রাতে স্বপ্ন দেখি। সেই যে প্রথম দিন তোমাকে যেভাবে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম—সেই দৃশ্য দেখি। আমি রক্তমাংসের মানুষ, কিন্তু তুমি আমাকে কিনতে পারবে না। আমি ক্লিভ মোরলি নই যে কারও দুর্বলতার ফায়দা লুটতে চাইব, তোমাকে বাধ্য করব একটা কিছু দিতে যা তুমি স্বেচ্ছায় কখনও দেবে না।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল প্যাট, মুখোমুখি হল বিলের, চিবুক উঁচু। কথা বলার সময়ে কেঁপে গেল ওর গলা। 'আমার কথামত তুমি যদি ওদের রক্ষা কর, বিল, তুমি যা চাও আ···আমি দেব—স্বেচ্ছায়।'

'তুমি মিথ্যে বলছ!' অভিযোগ করল বিল।

'না!' শিথিল হয়ে গেল মেয়েটার শরীর; বিলের দিকে এক পা এগোল সে, দাঁড়িয়ে গেল, হাত দুটো কচলাচ্ছে ঘনঘন, মাথা এপাশ-ওপাশ করছে। ওর কণ্ঠে এবার মিনতি ফুটল। 'ওদেরকে তোমার ছেড়ে দিতেই হবে!' চামড়াটা পাওয়া গেছে ওরা জানে না; কেউ হুঁশিয়ার করে না দিলে যে কোন দিন আসবে রসদ নিতে। ওদের খুঁজে বের কর, বিল, পালিয়ে যেতে বল। ক্লিভ ওই চামড়ার কথা বলে দেবে সবাইকে, এবং ওরা ওদের খুঁজবে। তুমি ওদের পালাবার সুযোগ করে দাও, বিল—আমার জন্য।'

শক্ত হয়ে গেল বিলের চোয়াল। 'উন্মাদের মত কথা বলছ তুমি। ওদের আমার এখুনি ধরতে হবে, নইলে মোরলি বলবে আমি দায়িত্বপালনে অবহেলা করেছি, এবং কথাটা অন্যায় বলা হবে না। ওরা সীমান্ত পাড়ি দিলেও, যেভাবেই হোক ওদেরকে আমার ধরে আনতে হবে।'

চোখ দুটো করুণ করে চেয়ে রইল প্যাট, চেহারায় সনির্বন্ধ অনুরোধ। সামনে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে সে, হাত অনুনয়ের ভঙ্গিতে বাড়ান। ওর দিকে পেছন ফিরল বিল, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

হাত নামিয়ে ফেলল প্যাট, ধীরে ধীরে দাঁড়াল সোজা হয়ে। অনুরোধের ভাব বিদায় নিয়েছে ওর চেহারা থেকে, সেখানে ফুটে উঠেছে মরিয়া এক সংকল্প। অস্ফুটে ও বলল, 'একটু অপেক্ষা কর।' বিল যখন ঘুরে দাঁড়াল শেষমেষ, পার্টিশনের পর্দাটা তখনও নড়ছিল।

বিল হতবুদ্ধি, অপেক্ষা করে। আবার কোন্ ফন্দি আঁটছে মেয়েটা? হয়ত রাইফেলটাই আনতে গেছে। ঠিক আছে, প্রয়োজ ন মরবে সে তবু নীতি বিকিয়ে দেবে না। অপেক্ষা করতে লাগল বিল, একটা ব্যুরো ড্রয়ার খোলাবন্ধ করার শব্দ পেল। ঘরের ভেতর নজর বোলাল ও; উইনচেস্টারটা এক কোণে দাঁড় করান আছে। প্যাট রমানে রাইফেল আনতে যায়নি; পিস্তল হতে পারে। ফাঁক হল পর্দা, এ কদম পিছু হটল বিল। বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

শ্লথ পায়ে কামরায় ফিরে আসল প্যাট। ওর মাথা উঁচু, মুখ এখন আর সাদা নেই, অস্বস্তি আর লজ্জায় গোলাপি রং ধরেছে। কালো চুল ছেড়ে দিয়েছে কাঁধের ওপর, নিশিতে পাওয়া মানুষের মত হাঁটছে। হাতের মুঠি পাকিয়ে রেখেছে শক্ত করে। ফিনফিনে একটা রাত্রিবাস পরেছে। জানালা গলে আসা আলোয় ওর শরীরের পেলব বাঁকগুলো বিল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

নিজের অজান্তে, এক পা এগিয়ে গেল ও, হাত প্রসারিত করে। পরক্ষণে থমকে দাঁড়াল। পরস্পরের চোখে তাকাল ওরা। এ সময়ে দশজন লোক জানালা দিয়ে ওদের দেখলেও ওরা তা টের পেত না। দৃষ্টিতে মদির ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রাণপণ প্রয়াস পেল প্যাট, কিন্তু বিল সেখানে শুধু ভয়

আর চরম লজ্জাই আবিষ্কার করল। দৃষ্টি অবনত হল, পাপড়ি নড়ে গেল, মেঘবরণ মাথা ঝুলে পড়ল। 'আ···আমি তৈরি। আমাকে গ্রহণ কর, বিল।'

বিল লাফিয়ে আগে বাড়ল, প্যাটকে কাছে টেনে নিয়ে মুখ নামাল। মেয়েটার গণ্ডে কান্নার নোনতা স্বাদ; সচকিত সে সরে আসার চেষ্টা করল। প্যাট নতজানু হল ওর পায়ের কাছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'প্লিজ, বিল! প্লিজ!'

ওর মাথার একপাশে একটা চড় কষাল বিল, তারপর নিজেকে শাসন করবার উদ্দেশ্যেই ক্রুদ্ধ স্বরে বলল:

'আমি তোমাকে বলেছি আমি ক্লিভ মোরলি নই। আমাকে তুমি কিনতে পারবে না। তুমি ভাল করেই জান তুমি মিথ্যে বলছ। বাজারে মেয়েমানুষের মত নিজেকে বিকিয়ে দিতে চাইছ চোর বাপ আর ভাইটাকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু অসম্মানের মধ্যে তোমাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না। তোমার যৌবন সযত্নে রক্ষা কর আমাকে উপহার দেয়ার জন্য, কিন্তু আমার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কিছু নেবার উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার কোরো না।'

কথা শেষ করে একমুহূর্ত দাঁড়াল না বিল, গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল। ছোঁ মেরে হাতে তুলে নিল ঘোড়ার লাগাম, একলাফে স্যাডলে চেপেই ওটার পেটে স্পার দাবাল। বালুর ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘোড়াটাকে ছোটাল মাইল খানেক, তারপর গতি সংযত করল।

শীতল হাওয়ার ঝাপটায় ওর রাগ প্রশমিত হয়েছে কিছুটা; বুদ্ধি পরিষ্কার করার জন্য মাথা নাড়ল বিল, টানটান শরীরে ঢিলে দিল। বুকভরে শ্বাস নিল ও, তাকাল আশেপাশে। বেসিনের দূর-প্রান্তে ঘোড়সওয়ার রয়েছে একজন। ওকে চিনতে পারল বিল। ক্লিভ মোরলি। কেবিন ত্যাগের

পরেও লোকটা চলে যায়নি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাল না বিল। এর মাঝে কত সময় কেটে গেছে ওর ধারণা নেই।

রাত্রিবাস পরা প্যাটের ছবি জ্বলজ্বল করছে তার মনে। বিল নিজেকে ভর্ৎসনা করল। স্বর্গের দ্বার আরও একবার খুলে গিয়েছিল ওর সামনে এবং আবার সে পিছিয়ে এসেছে। তার হয়েছেটা কী? যে প্রস্তাব পেয়েছিল তার সামনে ছিঁচকে দুই গরুচোরের জীবনের কী মূল্য আছে? কবে সে এত নীতিবান হল? কী এমন ক্ষতি হত মেয়েটার প্রস্তাবমত রাসলার দুটোকে সীমান্ত পার করে দিয়ে পুরস্কার নেয়ার জন্য ফিরে এলে? একবার শুরু হবার পর মজা চলতেই থাকত—যদ্দিন না সে ক্লান্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু তা করেনি সে। মেয়েটা নতজানু ভিক্ষা করেছিল, আর সে কিনা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বোকা! কী বোকা! নিজেকে অভিসম্পাত দিল বিল।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে পেতে বিল প্যানডোরার কাছাকাছি চলে এল। এখন তাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে, উপলব্ধি করল। ক্লিভ মোরলিকে সে শত্রু বানিয়েছে। মোরলি সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ধরে। সে ক্যাট্‌ল্‌মেন্স এসোসিয়েশনেরও সদস্য। ওই সংস্থাই এখন বিলের নিয়োগদাতা। মোরলি চামড়াটা দেখেছে লিন-টুতে, সে আশা করবে বিল ওই প্রমাণের ভিত্তিতে ত্বরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তা, নিজের দায়িত্ব বিল ঠিকই পালন করবে। তবে তার আগে একটা কথা জানতে হবে তাকে। প্যানডোরার রাস্তা থেকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, থায়ারের র‍্যাঞ্চ অভিমুখে এগোল।

বিল যখন ই টি ইয়ার্ডে প্রবেশ করল সন্ধে ঘনাচ্ছে। চিমনির ধোঁয়া দেখে বুঝল থায়ারের সাপার তৈরি হচ্ছে। এড নিজেই বেরিয়ে এল বারান্দায়। বলল, 'ঠিক সময়েই হাজির হয়েছ, ও'হারা। এখুনি খানা লাগ'ন হবে। ঘোড়া তুলে ভেতরে এস।'

স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়াল বিল, দাওয়াত গ্রহণ করল না। 'না, ধন্যবাদ; আমি থাকতে পারছি না। তোমাকে একটা জিনিস দেখিয়েই চলে যাব।' চামড়াটা মেলে ধরল ও, থায়ার ওটা দেখার জন্য বারান্দা থেকে নেমে এল।

'ওটা তুমি কোথায় পেয়েছ?' পলক তুলল থায়ার, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

'বলছি। তার আগে বল এটা তুমি চিনতে পেরেছ?'

'অবশ্যই! চোরাই গরুগুলোর একটার চামড়া। আমার ছেলেরা সবাই চিহ্নগুলো চেনে, কারণ গরুটার পায়ে চোট ছিল, আমরা চিকিৎসা করছিলাম।'

' তাহলে ওটাকে মেরে চামড়াট তুমি বিক্রি করনি?'

'প্রশ্নই ওঠে না!'

'তুমি ঠিক জান তোমার অজান্তে কর্মচারিদের কেউ করেনি?'

'নিশ্চয়ই। ও'হারা, ওই চামড়া তুমি কোথায় পেয়েছ?'

'স্যাম ফ্রেজিয়ারের লিন-টুতে। আরও চামড়া আছে ওখানে। তবে একমাত্র এটাই কাঁচা।'

'তারমানে ওরাই সেই চোর যাদের আমরা খুঁজছি।'

'এবং ওদের ধরাও হবে।'

'কসম খোদার, বাছা, হারামি দুটোকে তুমি ধরে দাও, আমি তোমাকে মোটা বকশিশ দেব। তবে রওনা হবার আগে চারটে খেয়ে যাও।'

'দুঃখিত, সম্ভব হচ্ছে না। প্যানডোরায় যেতে হবে আমাকে। ক্লিভ মোরলি চামড়াটা দেখছে লিন-টুতে। আমাকে জানতে হবে সে সাক্ষী দিতে রাজি কি-না।'

চামড়াটা আবার স্যাডলে বাঁধল বিল, প্যানডোরার পথে যাত্রা করল। রাত আটটা নাগাদ শহরে পৌঁছল সে। সিলভার স্যাডলে গিয়ে মোরলিকে

দেখতে পেল না। একজন বারটেন্ডারের কাছে ক্লিভের খোঁজ করল।

'ওপরে নিজের কামরায় হবে। এখনও নিচে আসেনি।'

বাইরে গেল বিল, চামড়া বগলদাবা করে পেছনের সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠল। করিডরে থামল সে, আশেপাশে তাকাল। মোরলি সেরা কামরাটাই নিজের দখলে রাখবে, নিঃসন্দেহে। সেক্ষেত্রে প্রথমটাই ওর ঘর।

বিল বাম বগলের নিচে চামড়াটা রেখেছে। প্রথম কামরার দরজায় গেল ও, হাতল ঘুরিয়ে দেখল তালা দেয়া নেই। ভেতরে ক্লিভের গলা শোনা গেল। 'কে ওখানে?' দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিল। ওর ডান হাত এখন পিস্তলের বাঁটে, তবে স্পষ্টতই মোরলি আশা করেনি তাকে। বিছানায় শুয়ে আছে সে, মুখে ঠাণ্ডা একটা তোয়ালে ধরে রেখেছে।

বিলকে চিনতে পেরে আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে, তড়াক করে বিছানায় সে উঠে বসল।

'তুমি! এত দুঃসাহস, এখানে এসেছ!'

'আমি তোমার কুশল জানতে আসিনি।' চামড়া খুলে মেঝেতে বিছাল বিল, তারপর ড্রেসারের ওপর রাখা ল্যাম্পের সলতেটা উসকে দিল। 'ফ্রেজিয়ারদের লিন-টুতে এই চামড়াটাই তুমি দেখেছিলে?'

মোরলি আড়ে দেখল ওটা। 'হ্যাঁ।'

'আমি মাত্র এটা এড থায়ারকে দেখিয়েছি। সে বলল চামড়াটা ওর চুরি যাওয়া গরুগুলোর একটার। আমি এখুনি ফ্রেজিয়ারদের খোঁজে বেরোচ্ছি, এবং আমি চাই মামলায় তুমি রাজসাক্ষী হও।'

'আলবত হব। তুমি ওদের ধরে আনলেই সেটা দেখতে পাবে।'

চামড়া গোটাতে গোটাতে বিল বলল, 'আনব ধরে।'

'ওই কু...' জিভ সামলে নিল মোরলি, মার্জিত ভাষায় বলল, 'মেয়েটা যদি সাবধান করে দেয় ওদের, ওরা সীমান্ত পাড়ি দেবে।'

'আমিও সীমান্ত অতিক্রম করতে জানি।'

'তুমি ওপাশে ওদের অ্যারেস্ট করতে পারবে না।'

'এপাশে টেনে এনে তারপর গ্রেফতার করব। রাসলারদের অধিকার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

করিডরে বেরিয়ে বিল দরজাটা টেনে দিল। গলি থেকে রাস্তায় বেরোল ও, বাঁয়ে মোড় নিয়ে মার্শালের অফিসে গেল। বাতি জ্বলছিল ভেতরে। ঢোকার সময় বিল ভেবেছিল পিংক প্যারাডিনের কোন সহকারীকে দেখতে পাবে। কিন্তু বাস্তবে ও দেখল প্যারাডিন নিজেই বসে আছে ডেস্কের ওপর সবুট পা তুলে। প্যারাডিন বলল, 'হ্যালো, ও'হারা। হঠাৎ অসময়ে কী ভেবে?'

ডেস্কের ওপর চামড়াটা রাখল বিল। 'আমার হয়ে তুমি এটার হেফাজত করবে। রাসলিংয়ের একটা প্রমাণ ওটা, হারালে অসুবিধা হবে। জিনিসটা রেখে তুমি আমাকে রসিদ দাও।'

চামড়াটা খুলে বাতির কাছে ধরল প্যারাডিন, মার্কা দেখে শিস দিয়ে উঠল। জানতে চাইল বিল কোথায় পেয়েছে ওটা এবং জানবার পর হাসল দাঁত বার করে। 'ঠিক জায়গাতেই তাহলে হাত দিয়েছ তুমি।'

রসিদ লিখে দিল মার্শাল। বিল ওটা পকেটস্থ করে বেরিয়ে আসল বাইরে। ও ভেবেছিল ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডে গিয়ে স্যাম আর জিমের জন্য ওত পাতবে। কিন্তু প্যারাডিন ফিরে আসায় আবার সে সিলভার স্যাডলে গেল খনি সন্ধানীরাও ফিরেছে কি-না জানতে।

ক্লিভ মোরলি নিচে নেমে এসেছে। বারে তার অভ্যস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে হেলান দিয়ে, একটা চুরুট টানার চেষ্টা করছে, চেহারায় কষ্টকৃত নির্লিপ্তি। *বোধহয় বলেছে সবাইকে দরজার সঙ্গে বাড়ি লেগেছিল,* মোরলির জখমি মুখখানা দেখে বিল ভাবল। বারে গিয়ে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল ও, মোরলিকে আমল দিচ্ছে না। বারের পেছনের দেয়ালে প্রমাণ সাইজের

দামি আয়না ঝোলান। ওটার ভেতর দিয়ে উপস্থিত মুষ্টিমেয় খদ্দেরদের জরিপ করল বিল, কোথাও দেখতে পেল না টেক্সাস টমকে। সোয়্যাট হ্যারিংটন ও হার্ভে শর্টকে সে চেনে না, তাই বুঝতে পারল না খনি সন্ধানীরা পিংক প্যারাডিনের সাথে ফিরেছে কি-না।

বিলের সামনে মেহগনি কাঠে তৈরি বারের মেঝে সাফ করছিল এক বারটেন্ডার। মুছতে মুছতে লোকটা মোরলির দিকে চোরা চাহনি হানল। আয়নার ক্লিভকে লক্ষ করল বিল, দেখল বারের দিকে পেছন ফিরে সে কামরার ওপাশে তাকিয়ে আছে।

নিশ্চল ঠোঁটের ফাঁকে ফিসফিস করে বারটেন্ডার লোকটা বলল, 'তোমার হাতটা বারে রাখ।'

বাম হাতখানা আলগোছে বারের ওপর ফেলল বিল; ওর আঙুল ছুঁয়ে গেল ঝাড়নটা এবং সে একটা কাগজের স্পর্শ পেল। বিল আস্তে করে হাত রাখল কাগজটার ওপর, বারটেন্ডার দূরে সরে গেল। গ্লাসের পানীয় একবারে গলায় ঢেলে দিল বিল, মুখ মুছল, চিরকুট ধরা হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সরে এল। ফারো টেবিলে কিছুক্ষণ খেলা দেখল ও, তারপর হালকা চালে বাইরে বেরিয়ে আসল। ফুটপাত ধরে কয়েক কদম এগোল সে, দুটো দালানের মধ্যবর্তী একটা সরু প্যাসেজে ঢুকল, নজর বোলাল আশপাশটায়, তারপর হাতের ফাঁকে দিয়াশলাই জ্বেলে চিঠি পড়ল। ওতে লেখা:

বিল, এক্ষুনি দেখা কর। জরুরি ব্যাপার। আস্তাবলের পেছনে অপেক্ষা করবে।

সইয়ের জায়গায় বড় অক্ষরে ইংরেজি এম লেখা। এম মোরলির আদ্যক্ষর, আবার এম.-য়ে মেবেলিও হয়।

কঠিন হাসল বিল, গলিপথের দিকে পা বাড়াল।

এগার

বিল সরাসরি আস্তাবলের পেছনে গেল না। মোরলি ওকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। লোকটাকে সে কেবল পিটুনি দেয়নি, প্যাট ফ্রেজিয়ারের সামনে অপদস্থ করেছে। ক্ষমাহীন অপরাধ এটা। মোরলি এজন্য তাকে অ্যামবুশ করার ফন্দি আঁটতেই পারে।

সিলভার স্যাডল থেকে শ-খানেক গজ দূরের একটা গলিতে ঢুকল বিল, একটুক্ষণ থেমে জরিপ করল চারদিক। গলিটা পেরিয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল। ঘোরাপথে স্যালুন স্ট্যাব্‌লের প্রায় সিকি মাইল পেছনে চলে গেল, এরপর এগোতে লাগল ওটার দিকে। কিছুদূর উবু হয়ে হাঁটল, পরে বুকে হেঁটে এগোল, হাতে পয়েন্ট ফোর ফোর কোল্ট তৈরি।

ক্ষয়া চাঁদ উঠেছে, তার আলোয় ভীতিকর কিছু চোখে পড়ল না ওর; তবে যেখানে অপেক্ষা করবে বলে ভেবেছিল সেখানে পৌঁছবার আগেই আস্তাবলের পেছনে সাদামত কিছু একটা দেখতে পেল। এবং ওটাকে বিল হালকা রঙের একটা মেয়েলি পোশাক বলে চিনতে পারল। আস্তে করে সে ডাকল, 'মেবেলি!'

অবয়বটা এগোল খানিকদূর, তারপর থেমে গেল। বিল বলল, 'এদিকে।' আবার এগিয়ে আসতে শুরু করল ছায়ামূর্তি, আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে। আলোয় দেখা দিল না বিল; যতক্ষণ না চিনতে পারল

মেয়েটিকে, শুধু মুখে নির্দেশ দিয়ে গেল। তারপর গোড়ালির ভরে বসল সে, বলল, 'এই যে এখানে কাউ গার্ল। বসে পড়।'

ওর পাশে এসে বসল মেবেলি, হাঁপাচ্ছে। কোনরকম ভণিতা করল না ও, জরুরি গলায় বলল, 'বিল, ওরা ফিরে এসেছে। টেক্সাস, শর্ট আর সোয়্যাট।'

'পিংক প্যারাডিনও। খানিক আগে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'ওরা মাস্তান, বিল, বন্দুকবাজ। সবসময় জোট বেঁধে কাজ করে। তুমি সাবধানে থেক, বিল; একটা গোলমাল বাধতে যাচ্ছে। তোমার সাথে ক্লিভের মারামারি হয়েছে, না?'

বিল সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল মেবেলিকে, শেষে যোগ করল, 'ওরকম করলে আবারও ওকে ধোলাই দেব।

মেবেলি বলল, 'ওকে তোমার খুন করাই উচিত ছিল!'

কৌতূহলভরে ওকে দেখল বিল। 'কিছু মনে কোরো না, তোমার মুখে কিন্তু একথা আমি আশা করিনি।'

'তুমি কী ভাব জানি না, তবে প্যাট ফ্রেজিয়ার ভাল মেয়ে।' তিক্ত হাসল মেবেলি। 'আসলে, জান, প্রায় সব মেয়েই ভাল; নরাধম কোন পুরুষই তাদের নষ্ট করে। অথবা অনেক সময় এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, যা তাদের অন্তর ভেঙে দেয়। তাদের ভালবাসার জন মারা যায় এবং তারপর আর ওরা পরোয়া করে না কিছু। পুরুষ দুঃখ ভুলতে মাতাল হয়, ওরা–'

মাঝপথে ছেদ টানল মেবেলি। বিল টের পেল ওর বাহুতে রাখা মেয়েটার হাত কাঁপছে। 'জো বেঁচে থাকলে আমিও প্যাট ফ্রেজিয়ারের মতই হতাম। ভাল স্ত্রী হতাম, ছেলেপুলে হত–' হাতটা সরে গেল, বিল বুঝল মেবেলি কাঁদছে।

অদ্ভুত এক মমতা আচ্ছন্ন করল ওকে। বিল কাছে টেনে নিল

মেয়েটিকে, বলল, 'জানি, বাছা, জানি। তুমি ভাল মেয়ে, একদিন কারো ঘর আলো করবে।' আবেগে বিলের গলা বুজে আসে।

'ওহ, বিল!' মেবেলি এখন হাঁটুর ভরে উঠে বসেছে, জড়িয়ে ধরেছে বিলকে, সন্তান যেভাবে তার পিতাকে ধরে। 'আমি নষ্ট হয়ে গেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর এরকম হবার কথা ছিল না, জো মারা গেল, নইলে···' শেষ করতে পারল না মেয়েটা।

বিল সান্ত্বনা দিল ওকে। 'এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই, বাছা। মাথা উঁচু রাখ। দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে তোমার সামনে, আর আমাদের এই পুরোন পৃথিবীতেও অনেক ভালমানুষ আছে এখনও।'

আস্তে করে পিছিয়ে বসল মেবেলি, চোখ মুছল। ঝাড়া এক মিনিট কোন কথা বলল না সে, তারপর যখন মুখ খুলল ওর গলা তখন শান্ত।

'না, বিল। তেমন দিন আর কখনও আসবে না। আমি নিশ্চিত ভাবেই নরকে যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি এ জীবন শেষ হয় ততই মঙ্গল। তবে আমি কিন্তু মিথ্যে বলিনি, এই পোড়া সংসারে ভাল মেয়ে আছে। প্যাট তাদের একজন। ওর চোখ দেখে বোঝা যায়। সৎ নিষ্কলঙ্ক চাহনি। আমার বা গ্লোরিয়ার মত না। ওই এক মেয়ে, গ্লোরিয়া, সত্যিই খারাপ। জাত কেউটে। কত পুরুষের জীবন যে ধ্বংস করেছে খোদা মালুম।'

'ও আরও দ্রুত নরকে যাচ্ছে।'

'গেলেই ভাল।' ওদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য মনে পড়ল মেবেলির। 'বিল, তোমাকে সাবধান থাকতে হবে সবসময়।'

এরপর সে জানাল সাপারের ঠিক আগে ক্লিভ মোরলি ফিরেছে। মেবেলি তখন নিজের কামরায় ছিল। হঠাৎ করিডরে উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে কৌতূহল হয় ওর, পাল্লা ফাঁক করে দেখে মোরলি আর গ্লোরিয়া হাত ধরাধরি করে গ্লোরিয়ার ঘরে অদৃশ্য হচ্ছে। খানিক বাদে মোরলি বেরিয়ে

নিজের কামরায় ফিরে যায়। ও তখন ভিজে একটা তোয়ালে জড়িয়ে ছিল মুখে। তবে ওর ঠোঁটের কোণে রক্ত মেবেলির ঠিকই চোখে পড়েছে। গ্লোরিয়া এ সময়তার দরজা থেকে বলেছে, 'তুমি চিন্তা কোরো না, ক্লিভ। ও' হারার ঠিকানা আমি লাগিয়ে দেব।' পরে গ্লোরিয়া টেক্সাস টমকে তলব করে। বন্ধ দরজার ওপাশে ওদের মাঝে কী আলাপ হয়েছে মেবেলি জানে না। তবে টম বন্দুকবাজ, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, এটুকু সে বুঝেছে। বিল ওকে বোন ডেকেছে, তাই তার মঙ্গল চিন্তায় ও এখন শঙ্কিত।

বিল একটা প্রশ্ন করল। জবাবে মেবেলি বলল, 'তোমার ওপর গ্লোরিয়ার রাগ তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছ। ক্লিভ নিশ্চয় ওকে বলেছে প্যাটকে তুমি ভালবাস, আর তাইতেই গ্লোরিয়ার মাঝে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে। অবশ্য আমারও ধারণা প্যাটকে তুমি ভালবাস।'

'ভালবাসি?' বিল বিস্মিত।

'হ্যাঁ, ভালবাস। নাহলে মোরলিকে তুমি মারতে না। বরং ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করতে; "আমি কি ব্যাঘাত ঘটালাম?" তারপর বেরিয়ে আসতে।'

'নিজেকে তুমি খুব বুদ্ধিমান ভাব, না?' রাগত সুরে জিজ্ঞেস করল বিল। মনের খবর অপরে জেনে ফেলায় বিব্রত বোধ করছে।

'এটা বলতে পারি যে পুরুষদের আমি বুঝি। যা-ই হোক, আমার কথা হল তুমি সাবধানে থেক আর মাথার পেছনেও খোলা রেখ একটা চোখ।'

'আমাকে নিয়ে তুমি ভেব না, মেবেলি। নিজের জন্য চিন্তা কর। ওরা যদি টের পায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করেছ, তোমার দফা রফা করবে। খোঁজ পড়ার আগেই তুমি বরং কাজে ফিরে যাও। জলদি।'

'তুমি সাবধান থাকবে তো?'

'অবশ্যই থাকব। তবে পালাব না। ফাঁদ এড়াবার সেরা কৌশল হল ফাঁদে পা দিয়ে ওটা ছিঁড়ে ফেলা। নাও, এবার তুমি ভাগ।'

ফিসফিস করে 'শুভরাত্রি' বলে চলে গেল মেবেলি। অন্ধকার ওকে গ্রাস করা অবধি ওর যাওয়া দেখল বিল। ওর গলা কাঠ, চোখ জ্বালা করছে। দুর্ভাগ্যজনক, জো-র স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে আছে মেয়েটা; ওকে ঘরণী হিসেবে পেলে যে কোন পুরুষ বর্তে যাবে। তবে মেবেলিকে এজন্য দোষ দিতে পারে না বিল। ওর সাথে মেয়েটার চরিত্রের মিল আছে; জীবনে কখনও কারো প্রেমে পড়লে তা পড়বে সারাজীবনের জন্য।

'যেভাবে এসেছে তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করে ফিরে গেল বিল, রাস্তায় পৌঁছে সোজা সিলভার স্যাডলে গিয়ে ঢুকল। বিপদ যদি মোকাবেলা করতেই হয়, প্রতিপক্ষ মঞ্চ সাজাবার আগেই তা করে ফেলা ভাল।

ক্লিভ মোরলি এখনও দাঁড়িয়ে বারে। গ্লোরিয়া একটা টেবিলে বসে, টেক্সাস টমসহ আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে। থায়ারের গরু গায়েব হবার সময় থেকে বিল ওদের দেখেনি এখানে, অনুমান করে নিল ওই দুজন নিশ্চয় সোয়্যাট হ্যারিংটন আর হার্ভে শর্ট। উভয়রই দোহারা গড়ন। একজনের চুল লাল, গোঁফ আছে, মুখে ঘামাচির দাগ। অপরজন শ্যামলা, ক্ষৌরি করা মুখ, চোখে চোরা চাহনি। সামনে ড্রিংক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে ছিল ওরা যখন গ্লোরিয়া দেখতে পেল বিলকে। কী যেন বলল রাতের রানী; বিল যাদের সোয়্যাট আর হার্ভে বলে ধারণা করছে তারা উঠে বারে গিয়ে দাঁড়াল।

ঈষৎ শক্ত হয়ে গেল বিলের ঠোঁট। মেবেলির অনুমান ঠিক; বিপদ আসছে। পরিচিত কৌশল, সাঁড়াশি আক্রমণ। কায়দাটা পছন্দ হল বিল ও'হারার।

ফ্রেজিয়ার হোমস্টিড থেকে সদর রাস্তা ধরে শহরে ফেরেনি ক্লিভ মোরলি,

পেছনের পথে সরাসরি আস্তাবলে গেছে। রাগে অপমানে তখনও ফুঁসছে সে। বিল ও'হারা তার পাতের ঝোল নিজের কোলে টেনে নিয়েছে। খোদার কসম, একটা উচিতশিক্ষা দিতে হবে বাছাধনকে। গ্লোরিয়ার চোখ বিলের দিকে, সে জানে। বিল প্রত্যাখ্যান করায় আহত বাঘিনী হয়ে আছে কুত্তিটা। গ্লোরিয়ার ওই মনোভাব সে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে। ওর কানে তুলবে প্যাটের সাথে বিলের প্রণয়লীলার কাহিনী। আর প্যাটের কান ভারী করবে বিল—গ্লোরিয়ার ফষ্টিনষ্টির বানান গপ্পো ফেঁদে। দুতরফেই লেজে খেলবে সে, আর সেই খেলায় ইঁদুরকলে পড়ে ছটফট করবে হারামখোর বিল ও'হারা।

নিজের বুদ্ধিতে ক্লিভ মোরলি নিজেই চমৎকৃত হল। ঘোড়া কোরাল করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। সাঁঝ উতরে গেছে, করিডরে ব্র্যাকেট ল্যাম্প জ্বালা হয়েছে।

গ্লোরিয়ার দরজায় গেল সে, কাঁপা কাঁপা আঙুলে চাবি বার করল। তালার সাথে যুদ্ধ করছে সে এই সময় গ্লোরিয়াই খুলল দরজা, তাকাল ওর দিকে। মোরলির ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে বিস্ময়ে থ হয়ে গেল মক্ষিরানী, মাথা নাড়ল। ও বলল, 'ওহ্ ক্লিভ, তোমার এ অবস্থা হল কীভাবে?'

কামরায় ঢুকল মোরলি, লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজা।

'কুৎসিত লাগছে দেখতে, না?' হিসহিস করে উঠল ক্লিভ। 'বিল না তোমার স্বপ্নের নাগর—সে করেছে। ফ্রেজিয়ারের মেয়েটার সাথে লটরপটর করার চেষ্টা করছিল, আমি বাধা দিতে যাওয়ায় এই বিপত্তি।'

'কী?' বিকৃত হয়ে গেল গ্লোরিয়ার সুন্দর মুখখানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি ওখানে গেছিলে কেন?'

'আরে, ওই ফ্রেজিয়ার বাপবেটাই চোর। ওদের গুদামে আমি চোরাই চামড়া আবিষ্কার করেছি। ওটার ব্যাপারে প্যাটকে জিজ্ঞাসবাদ করতে

গিয়েই তো দেখি ওই অবস্থা।'

'মাই পুওর ডার্লিং,' বলে মোরলিকে বিছানায় বসাল গ্লোরিয়া, তোয়ালে ভিজিয়ে এনে রক্তমাখা মুখখানা মুছিয়ে দিল। শেষমেষ মোরলি যখন বিদায় নিল, দরজা পর্যন্ত গেল সে, তোয়ালেটা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'মুখে লাগাও এটা, ব্যথায় আরাম হবে। আর দরকার হলেই আমাকে ডেকো।'

একা হবার পর অদৃশ্য এক বিস্ফোরণ ঘটল যেন গ্লোরিয়ার ভেতর। বিল ও'হারা রাস্তার কুকুরের মত ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, এজন্য তাকে পস্তাতে হবে। ওর জীবনের ঘড়ি বন্ধ করে দেবে গ্লোরিয়া, আর সেজন্য মোরলি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। ক্লিভ উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করবে, কিন্তু সে দেরি সইতে পারবে না। মোরলির দায়িত্বটা তাকেই পালন করতে হবে।

কীভাবে সম্ভব হবে তা? খাটের কিনারে বসে গ্লোরিয়া ভাবতে লাগল কেমন করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে বিল ও'হারা। নানান বুদ্ধি মাথায় এল, একটাও পছন্দ হল না। প্রতিটা কৌশলেই খুঁত আবিষ্কার করল সে।

গ্লোরিয়া যখন নিচে নেমে গিয়ে স্যালুনে ঢোকে তখনও ওই চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মাথায়। স্যালুনে টেক্সাস টমকে দেখতে পেল ও এবং সমস্যার সমাধান পেয়ে গেল।

বার

হ্যাঁ, সাঁড়াশি আক্রমণই আসছে মনে হয়। দুজন কামরার এ ধারে, একজন অপর পাশে। বিলকে ওরা মাঝখানে টেনে আনবে। দুজন তর্ক জুড়বে ওর সঙ্গে, অপরজন গুলি করবে; অথবা একা যে রয়েছে সে ঝগড়া বাধাবে এবং অপর দুজন গুলি করবে। এ অবস্থায় বাঁচার একমাত্র পথ গুলিটা চালাবে কে তা নির্ভুলভাবে অনুমান করা।

বিলের কাছে এই জাল ভেদ করার চাবি আছে। গ্লোরিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ, মেবেলি সতর্ক করে দিয়েছে ওকে। মোরলি তার রক্ষিতার কান ভারী করেছে ওর আর প্যাট্রিশিয়ার ব্যাপারে কিছু বলে। সে প্রত্যাখ্যান করেছে গ্লোরিয়াকে, সুতরাং গ্লোরিয়ার আক্রোশ আছে তার ওপর। ওদিকে টেক্সাস টম চেষ্টা করছে গ্লোরিয়ার মন জয়ে, অতএব সে তার যে কোন কাজ নির্দ্বিধায় করে দেবে। হ্যাঁ, টেক্সাস টমকেই বেছে নেয়া হয়েছে গুলি করার জন্য।

রহস্যভেদে বেশি সময় লাগল না বিলের এবং গোটা ব্যাপারটা ছবির মত মনের ভেতর পরিষ্কার হয়ে যাবার পর সে ফাঁদে পা দিতে এগিয়ে গেল। একজন দাঁড়িয়েছে বারে পিঠ ঠেকিয়ে, গোড়ালি রেইলে আটকান, আগুন চোখে জরিপ করছে বিলকে। এটা সেই লাল-চুল, যার মুখ ঘামাচির দাগে ভরা। ঝগড়া বাধাবার জন্য স্পষ্টতই মুখিয়ে আছে লোকটা। বিল ঠিক

করল ওকে সহায়তা করবে।

লোকটার দিকে এগোল সে, বারের পেছনের আয়নায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে টেক্সাস টমকে। নিঃশব্দে পায়ের ভরে সোজা হচ্ছে টম, লক্ষ করল বিল, গ্লোরিয়াকে ইশারা করল পিছু হটতে, টেবিলের কিনারে ঈষৎ কুঁজো হয়ে দাঁড়াল। লাল-চুলের সামনে থামল বিল, তবে এমন জায়গায় যেখান থেকে টেক্সাসের ওপর নজর রাখা যায়।

আশঙ্কা থমথমে করে তুলেছে বারের পরিবেশ। শিগগিরই নাটকীয় কিছু ঘটবে, বুঝতে পেরেছে খদ্দেররা, চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে। বিল খেয়াল করল ফারো ডিলার আস্তে সরে গেছে ওর আর টমের মাঝ থেকে। ফাঁদটা পরিচিত, ডিলার সম্ভবত বিপদ আন্দাজ করতে পেরেছে।

বার ছাড়িয়ে আরেকটু দূরে মেবেলি দাঁড়িয়ে। আড়ষ্ট ভঙ্গি ওর, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে, যেন সাহস পেলে সাবধান করে দেবে বিলকে। ওর উদ্দেশে আলতো মাথা ঝোঁকাল বিল, মেয়েটা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

'তুমিই সোয়্যাট হ্যারিংটন?' বিল জিজ্ঞেস করল লাল-চুলকে।

'কে জানতে চায়?' যতখানি সম্ভব, অবজ্ঞার সুরে পালটা প্রশ্ন করল লোকটা।

'নাম বলতে লজ্জা পাচ্ছ?'

'না, কসম খোদার। হ্যাঁ, আমিই—সোয়্যাট হ্যারিংটন। কিন্তু তুমি কে?'

'বিল ও'হারা। কয়েকজন রাসলারকে খুঁজছি, যারা ই টি ব্র্যান্ডের পঞ্চাশটা গরু চুরি করেছে। ওগুলো গায়েব হবার সময় তুমি এখানে ছিলে না; কোথায় গেছিলে?'

'নিকুচি করি তোমার! চুরির অপবাদ দিচ্ছ আমার নামে?'

'আমি জানতে চাইছি গেল একটা সপ্তাহ তুমি কোথায় ছিলে?'

'সোনা খুঁজছিলাম। সবাই জানে।'

হার্ভে শর্ট ঘুরে বিলের মুখোমুখি হল। 'আমিও ছিলাম সোয়্যাটের সঙ্গে। ও ঠিকই বলেছে, আমরা সোনা খুঁজছিলাম।'

'প্রমাণ করতে পারবে?'

'আমি পারব!' বলল টেক্সাস টম, কামরার আরেক প্রান্ত থেকে। 'আমি ছিলাম ওদের সাথে।'

বিল চকিত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ওর উদ্দেশে। ওই ফাঁকে সে দূরত্ব আর অ্যাংগ্‌ল্‌ অভ ফায়ার মেপে নিল। 'আমি পরে আসছি তোমার কাছে,' বলে সামনে দাঁড়ান দুজনের দিকে ফিরল বিল। 'কই, আছে কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে?'

'জাহান্নামে যাও!' হুঙ্কার ছাড়ল হ্যারিংটন। 'আমাদের যদি চোর ভেবে থাক, স্পষ্ট বল সেটা।'

'বেশ,' বিলের গলা চটপটে, 'তা-ই বলছি। আমার ধারণা তোমরা দুজন গরুচোর।'

দুজনেই এমন ভান করল যেন পিস্তল বার করবে, কিন্তু যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হল না অভিনয়টা। ওদের উদ্দেশ্য ছিল বিলকে ড্র করায় উস্কানি দেয়া, যেন টেক্সাস টম ওর পিঠে গুলি করার একটা ছুতো পায়।

বিল সেই ছুতো উপহার দিল টমকে, কিন্তু পিঠে গুলি খেল না। বিজলিচমকের মত বার হয়ে আসল ওর পিস্তল, নিমেষে সে গোড়ালির ভরে ঘুরে দাঁড়াল। বিল ডানে ঘুরল, টেক্সাস পয়েন্ট ফোর ফোর উঁচু করার আগেই ওকে সে গুলি করল।

একমুহূর্ত দেরি করল না বিল; পাঁই করে ঘুরল আবার, লাফিয়ে গজ খানেক তফাতে সরে গেল। বারে দাঁড়ান দুজন দেখল ওর কোল্ট চেয়ে আছে ওদের পানে। চকিতে আয়নায় একবার নজর বোলাল বিল, দেখল টেক্সাস

টম নেতিয়ে পড়ছে, পরক্ষণে ওর মনোযোগ সামনের লোক দুটোর ওপর ফিরে এল। হাবার মত চেয়ে আছে ওরা, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় দুজনই হতভম্ব হয়ে গেছে।

'চালাকিতে কাজ হয়নি,' বিল কঠিন স্বরে বলল ওদের। 'কৌশলটা বেশি পুরোন, সবাই জানে। এবার পকেট খালি করে বারের ওপর রাখ, আমরা দেখি সোনাদানা খোঁজার কী প্রমাণ আছে তোমাদের কাছে।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা, ঠোঁট ভেজাল, তাকাল মোরলির দিকে। মোরলি এগিয়ে আসল, বলল, 'আমার মনে হয় তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ, ও'হারা। এভাবে যাকে-তাকে অভিযুক্ত করার অধিকার তোমার নেই। টেক্সাসকে গুলি করেছ, সেটারও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তুমি দিতে পারবে না।'

'আমি জবাবদিহি করতে অভ্যস্ত নই,' বিল বলল সোজাসাপটা। 'টেক্সাস আর এই দুই ভালুক আমাকে পরপারে পাঠাবার চক্রান্ত করেছিল। ঘরের সবাই দেখেছে টেক্সাসকে ড্র করতে। আমাকে সরিয়ে দিতে চাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকবে ওদের। বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমি ওদের জারিজুরি ধরে ফেলেছি।'

মোরলি তাকাল কট্‌মট্ করে। 'ফ্রেজিয়ার কেবিনে যা পেয়েছ তারপর আমার ধারণা শহরে না থেকে স্যাম আর জিমির খোঁজে যাওয়া উচিত ছিল তোমার।'

'দুজনের পক্ষে পাহাড়ে পঞ্চাশটা গরু সামলান সম্ভব নয়। অন্যের সাহায্য ওদের লাগবেই, আর ঘটনার সময় এই লোকগুলো এখানে ছিল না।' হ্যারিংটন আর শর্টের উদ্দেশে কথা বলল বিল। 'কই, পকেট খালি কর।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদেশ পালন করল ওরা, বিলকে দেখে নেবে বলে

শাসাল। ওদের জিনিসগুলো দেখল বিল। তামাকের থলে, সিগারেটের কাগজ, দিয়াশলাই, পকেট ছুরি, কয়েকটা অশ্লীল ছবি, দুটো স্বর্ণমুদ্রা আর কিছু ভাঙানি। মুখ বাঁকাল বিল। 'সোনার কোন চিহ্নই নেই দেখছি। ঠিক আছে, পকেটে ভরে ফেল এগুলো। আমি এখনও মনে করি তোমরা গুরুচোর, তবে এখুনি তোমাদের অ্যারেস্ট করব না। আর শোন, বেতাল কিছু করার ইচ্ছে থাকলে ভুলে যাও। তোমাদের বন্ধুর দশা দেখ একবার।'

দরজার দিকে পিছু হটল ও, নজর রেখেছে সম্ভাব্য দুই রাসলারের ওপর। ওদের পেছনে মেবেলিকে দেখতে পাচ্ছে বিল, মেয়েটার চেহারায় স্বস্তি ফুটেছে। সবাই লক্ষ করছে বিলকে। ব্যতিক্রম শুধু টেক্সাস টম। মেঝেতে শুয়ে ছাত পানে চেয়ে আছে সে, তবে দেখছে না কিছুই। টম মারা গেছে। ওর ওপাশে গ্লোরিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ মুহূর্তে মোটেও সুন্দর দেখাচ্ছে না ওকে। মনে হচ্ছে একটা ডাইনি বুড়ি।

ঘোড়ায় চাপল বিল, রওনা হল ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডের উদ্দেশে। রাত অনেক যখন ওখানে পৌঁছল সে। কেবিনটা অন্ধকারে ডুবে আছে। কোরালে গেল বিল। খাঁ-খাঁ করছে ওটা। কেবিনের পেছনের দরজায় গেল সে, দেখল তালা দেয়া নেই। তবে কেবিনে ঢোকার আগেই বিল বুঝল প্যাট চলে গেছে। ল্যাম্প জ্বেলে ঘরগুলো ভালভাবে তল্লাশি করল ও। এরকম কোন সূত্র পেল না যা থেকে বোঝা যায় ফ্রেজিয়াররা রাসলার। তবে সে ধরনের কিছু পাবে বলে আশা করেনি বিল। বাপ-বেটা প্যাটের কাছে সত্য লুকোবে এটাই স্বাভাবিক। মেয়েটার রাইফেল উধাও হয়েছে; পাহাড়ে যাবার সময় ওটা সে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

ফের স্যাডলে উঠল বিল, সবচেয়ে সহজ রাস্তায় পাহাড়ে ছুটল। প্যাটের নাগাল পেতে চাইছে ও। বাবা আর ভাই কোথায় লুকিয়েছে এটা যদি মেয়েটার জানা থাকে, ওকে অনুসরণ করে সে ওদের কাছে পৌঁছতে

পারবে। সারা রাত পথ চলল বিল, জানে মেয়েটাও তা-ই করছে। মাঝেমধ্যে থামছে সে, ট্র্যাক সন্ধান করছে ট্রেইলে। সহজেই পেয়েও যাচ্ছে তা, মেয়েটা ওগুলো লুকোবার কোন চেষ্টা করেনি। ভোর হবার আগেই বিল বুঝল পাহাড়ের পথে পথে শুধু ঘোরাই সার হচ্ছে প্যাটের; গন্তব্যের হদিস তার জানা নেই।

সূর্যোদয়ের সামান্য আগে ওকে খুঁজে পেল বিল। ওর ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়ার গন্ধ পেল সে, ওটা অনুসরণ করে জায়গামত পৌঁছল। হাঁটুর ভরে বসে তাওয়ায় বেকন ভাজছিল প্যাট। সচকিত হয়ে উঠল বিলের আসার শব্দে, গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটার দিকে হাত বাড়াল। তারপর যখন চিনতে পারল ঘোড়সওয়ারকে, হালছাড়া ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল।

বিল নামল স্যাডল থেকে। 'এবার নাস্তা বানাবার পালা আমার,' বলল শান্ত গলায়। 'তুমি আরাম কর, আমি এক্ষুনি রেডি করে ফেলছি সব।'

কিছু বলল না প্যাট, একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসল বিষণ্নভাবে। আড়ষ্ট পায়ে হাঁটছে ও, বিল বুঝল দীর্ঘ সময় ঘোড়ার পিঠে থাকায় ওর কোমর ব্যথা হয়ে গেছে। একটা গাছতলায় কম্বল বিছাল সে, বলল, 'তুমি বরং একটুক্ষণ গড়িয়ে নাও।'

যন্ত্রবৎ ওকে মান্য করল প্যাট, কাত হয়ে শুয়ে বিলের নাস্তা বানান দেখতে লাগল। আসার সময় একটা কাপ, প্লেট, ছুরি আর কাঁটাচামচ এনেছে সে। প্লেটে মটরশুঁটি আর বেকন বাড়ল বিল, কাপে কফি ঢালল, ওগুলো নিয়ে রাখল প্যাটের সামনে। এরপর নিজের বাসনে নাস্তা বেড়ে ওর মুখোমুখি বসল আসনপিঁড়ি হয়ে। প্রথমে ধীরে খাওয়া শুরু করল প্যাট, তারপর গোগ্রাসে।

বিল বলল, 'তুমি তাহলে সত্যি জান না ওরা কোথায়?'

'আগেই বলেছিলাম।'

'খাওয়া হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছ তুমি।'

'না। আমি তোমার সাথে যাচ্ছি। তুমি যখন ওদের ধরবে আমি তখন সেখানে থাকতে চাই।' সরাসরি তাকাল প্যাট। মেবেলির কথা ঠিক, বিল ভাবল। মেয়েটার চোখ দুটো সরল, নিষ্পাপ। প্যাট যোগ করল, 'সম্ভব হলে ওদের সাহায্য করব।'

'যখন ধরব ওদের তুমি সেখানে থাকবে না। আমি ইচ্ছে করলেই যে কোন সময়ে খসাতে পারব তোমাকে। একা চললে তুমি পথ হারাবে। কোন মানে হয় না এসব পাগলামির। কাজেই তুমি ফিরে যাচ্ছ।'

প্যাট তাকিয়ে রইল অপলকে। বিল আন্দাজ করতে পারল না ওর মনের কথা। অল্প পরে ও বলল, 'ঠিক আছে। একা মনে হয় ওদের নাগাল পাব না আমি।' খালি প্লেটটা সরিয়ে রাখল প্যাট, দৃষ্টি উদাস।

বিল পরামর্শ দিল। 'রাইফেলটা হাতের কাছে রেখ।'

ডিশগুলো ধুয়ে জায়গামত রাখল ও, প্যাটের ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। তারপর মেয়েটাকে স্যাডলে তুলে দিল। 'সূর্য ধরে পশ্চিমে চলবে; সন্ধের আগেই পৌঁছে যাবে বেসিনে।'

বিদায়কালে কোন শুভেচ্ছা বিনিময় হল না। ধীর কদমে চলে গেল প্যাট। ওর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বিল, তারপর স্যাডলে চেপে পর্বতমালার গভীরে এগোল। একটা অস্বস্তি খচ্‌খচ্ করছিল মনের ভেতর, কেউ অনুসরণ করছে ওকে। কিন্তু ব্যাকট্র্যাক করার পর সন্দেহটা সে ঝেড়ে ফেলল। হ্যারিংটন আর শর্টেরই কেবল ওকে অনুসরণ করার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তাদের জানার কথা না সে কোথায় আছে। অবশ্য স্যাম আর জিমি ফ্রেজিয়ার কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে ওরা যদি তা জানে এবং ওদের বাঁচাবার জন্য নজর রেখে থাকে, তাহলে

আলাদা কথা। নাগাড়ে এগিয়ে চলল বিল, আকস্মিক আক্রমণের জন্য তৈরি, র‍্যাভিনের গোলকধাঁধা পূর্ণ প্রান্তরে পৌঁছল। বৃষ্টির সময় ওখানেই বাপ-বেটার ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছিল সে।

পালাক্রমে প্রতিটা র‍্যাভিনে অনুসন্ধান চালাল ও, বর্ষণের পর থেকে ঘোড়া চলাচল করেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওই গিরিসঙ্কটেই থাকল। সেই বিকেলে এরকম তিনটে র‍্যাভিন দেখল সে, রাতে ড্রাইক্যাম্প করল। কেউ অনুসরণ করছে; সন্দেহটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় একটা বোল্ডারের ওপর বিছানা পাতল বিল, যেখানে নিঃশব্দে কারো পক্ষে ওর কাছে পৌঁছন সম্ভব হবে না।

সকালে চতুর্থ র‍্যাভিনে খোঁজা শুরু করল ও, দুপুরের আগেই জরিপ সেরে ছয় র‍্যাভিনের পঞ্চমটায় ঢুকল। এটার তলদেশ শক্ত, পাথুরে; তবে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এখানে-সেখানে মাটি রয়েছে। ওগুলোরই একটায় অস্পষ্ট খুরের ছাপ চোখে পড়ল ওর; কয়েক কদম সামনে একই নালের আরেকটা দাগ দেখতে পেল। পায়ে মোড়ান গানিস্যাকটা ক্ষয়ে যাওয়ায় মাটিতে ওই চিহ্ন পড়েছে। এতদিনে সে দেখা পেয়েছে ঠিক ট্রেইলের, বিল ভাবল।

যাত্রাবিরতি করল ও, হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথে নামল। একটা জঙ্গলে গিয়ে শেষ হয়েছে র‍্যাভিন। বিল গাছপালার মাঝ দিয়ে এগোতে লাগল, চারদিকে নজর বোলাচ্ছে। পাতলা হয়ে এল বন, শেষ হয়ে গেল। ও দেখল সামনে পাথুরে ঢাল পাহাড়ি একটা গুহার পাশে নেমে গেছে। ওখানে গাছ আর কিছু ঝোপ দেখতে পেল সে, ওগুলোর মাঝ দিয়ে পানির ঝিলিক চোখে পড়ল। কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না কাউকে, তবে ঢালের একশ গজ ভাটিতে কয়েকটা পাথর ওর দৃষ্টিপথে আংশিক আড়াল তুলেছে।

নেমে পড়ল বিল, ঘোড়াটা গাছের সাথে বাঁধল, দূরবীন নিয়ে এগোল পায়ে হেঁটে, ঝুঁকে রয়েছে যেন নিচে কোন পাহারাদার থাকলে সেও পাথরগুলোর কারণে ওকে দেখতে না পায়। পাথরসারির কাছে এসে পড়ল ও, একটা ফাটলের গায়ে দূরবীন আটকে তাকাল নিচে। ক্রিকের পাড়ে কাজ করছে দুজন লোক। শক্তিশালী ফিল্ড গ্লাস একলাফে কাছে টেনে আনল ওদের। স্যাম আর জিম ফ্রেজিয়ার, একটা সুইস বক্সের সাহায্যে কাদা ছাঁকছে। শক্ত হয়ে গেল বিলের ঠোঁট; ওরা প্রসপেক্টর হতেও পারে—যখন রাসলিংয়ে ব্যস্ত না থাকে।

হঠাৎ একটা ঘোড়া ছুটে আসার শব্দে বিলের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হল, পেছন ফিরল সে। প্যাট ফ্রেজিয়ার, পূর্ণগতিতে নেমে আসছে ঢালের নিচে। স্যাডলে ঝুঁকে আছে মেয়েটা, কালো চুল ঢেউ খেলে লুটাচ্ছে পিঠের ওপর, দৃষ্টি তার সামনের শেল্টারে স্থির।

খিস্তি করল বিল, ঢালের উজানে গাছপালার দিকে ছুটল যেখানে ওর ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। দস্যি মেয়ে! কেবিনে ফিরে যায়নি, সারা সময় ও-ই অনুসরণ করছিল। ক্যাম্পটা চোখে পড়েছে ওর, অর্থ বুঝেছে ওটার, তাই আগেভাগে বাপ-ভাইয়ের কাছে পৌঁছতে চাইছে। বিলের রাগ বৃদ্ধি পেল, তবে সেই সঙ্গে প্যাটের প্রশংসাও করল মনে মনে। কী চমৎকার মেয়ে। প্রিয়জনের প্রতি বিশ্বস্ত, প্রয়োজনে তাদের জন্য বাঘিনীর তেজে লড়তে রাজি।

গাছপালার কিনারে পৌঁছে ওর রাগ দ্বিগুণ হয়ে গেল। তার ঘোড়া উধাও হয়েছে! যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে প্যাট, ক্যাম্পে রওনা হবার আগে ওর ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিল অনুমান করল নিশ্চয় বেশিদূরে যায়নি ওটা। সামান্য খুঁজতেই ঘোড়ার সন্ধান পেল। তিন-চারশ গজ দূরে, বনের ভেতর, গাছতলায়

দাঁড়িয়ে ঘাস চিবুচ্ছে। ওটার কাছে গেল সে, স্যাডলে চাপল। মূল্যবান বেশ কয়েকটা মিনিট নষ্ট হয়েছে। স্পার ছোঁয়াল বিল, গাছপালার মাঝ দিয়ে ঢালের ভাটিতে ঘোড়া ছোটাল।

বিশৃঙ্খল এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে নিচে। পুরুষ দুজন তাড়াহুড়ো করে স্যাডল চাপাচ্ছে ঘোড়ায়। প্যাট হাতে হাতে সব কিছু এগিয়ে দিচ্ছে। বেপরোয়ার মত এগোল বিল, ভাবছে ওরা তাকে গুলি করছে না কেন। এখন ওদের পরিষ্কার চিনতে পারছে সে। জিন চাপান শেষ করেছে স্যাম, উঠে বসেছে ঘোড়ার পিঠে, ছোট ছোট চক্কর দিচ্ছে একপা দুপা করে, ছেলেকে তাড়া লাগাচ্ছে দ্রুত তৈরি হবার জন্য। জিমের ঘোড়াটা ছটফট করছে, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে কোন কারণে, প্যাট ব্যর্থচেষ্টা করছে ওকে খাওয়াতে। বোনকে সাহায্য করতে দৌড়ে গেল জিম। সামনের পায়ে ওকে লাথি মারার প্রয়াস পেল ঘোড়াটা। চট্ করে একপাশে সরে গিয়ে জিম বাঁচল, কিন্তু প্যাটের মুঠি থেকে লাগাম ছুটে গেল। চিঁহি করে একটা রব করল ঘোড়াটা, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। প্যাট চেঁচাল, 'আমারটা নিয়ে যা, জিমি! আমারটা!'

'আর তোকে বুঝি ফেলে যাব ওর কাছে? কক্ষনো না।' স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রয়ে গেছে ওর্ রাইফেল; পিস্তল বার করল ছেলেটা, বিলকে মোকাবেলা করতে ঘুরে দাঁড়াল।

চকিতে ঘোড়া থামাল বিল, রাইফেল তাক করল। 'ফেলে দাও ওটা!' আদেশ করল।

জিমি চিৎকার করল। 'বাবা, খতম কর ওকে!'

রাইফেল তুলেই আবার নামিয়ে ফেলল স্যাম। 'না, বাছা, আমাকে দিয়ে হবে না।' রাইফেলটা ফেলে দিল সে, স্যাডল থেকে নেমে দুহাত তুলে দাঁড়াল। জিমি তাকাল বুড়োর দিকে, অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করল একটা,

পিস্তল ফেলে দিল মাটিতে।

বিল বলল, 'হাত মাথার ওপর। তোমরা দুজনই আন্ডার অ্যারেস্ট।'

ও দেখল প্যাট হতাশ চোখে একবার তাকাল ওর পানে, তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে, দুহাতে মুখ ঢাকল।

জুয়া খেলেছিল মেয়েটা, হেরে গেছে। সহসা ওর জন্য করুণা বোধ করল বিল।

তেরো

মন্থরগতিতে ঢালের নিচে রওনা হল বিল, রাইফেল এভাবে রেখেছে নিমেষে উঁচু করে ট্রিগার টানতে পারবে, হাঁটুর সাহায্যে ঘোড়া সামলাচ্ছে। স্যাম দাঁড়িয়ে ক্লিষ্ট চেহারায়, মুখ মেয়ের দিকে ফেরান; জিমির চোয়াল আড়ষ্ট, জেদি।

বিল যখন থামল ওদের সামনে জিমি জানতে চাইল, 'আমাদের তুমি অ্যারেস্ট করছ কেন? পরোয়ানা কোথায়?'

'অ্যারেস্ট করছি ই টি-র গরুর চুরির দায়ে। আর পরোয়ানা আপাতত আমার এই উইনচেষ্টার।'

'প্রমাণ ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পার না তুমি। আমরা কারো কিছু চুরি করিনি।'

'প্রমাণ প্যানডোরা মার্শালের সিন্দুকে। সেদিন রাতে লিন-টুতে যে

কাঁচা চামড়াটা রেখে এসেছ সেটা। থায়ার শনাক্ত করেছে ওটা তারই একটা চোরাই গরুর চামড়া।'

নিখাদ বিস্ময় ফুটল ছেলেটার চেহারায়। 'কাঁচা চামড়া! লিন-টুতে রেখেছি! তুমি উন্মাদ নাকি? এড থায়ারের কাছ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে কোন চামড়া কিনিনি আমরা। বেসিন ছেড়ে আসার পর এই ক্লেইম থেকে যাইওনি কোথাও। বাবা?' জিমি সমর্থনের আশায় তাকাল স্যামের দিকে।

বুড়ো অপলকে দেখছিল বিলকে। মাথা দোলাল সে। 'ছেলে সত্যি কথাই বলছে, ও'হারা। আমি জানি তুমি আমাদের সন্দেহ কর, এজন্য দোষ দিই না তোমাকে। আমরা ট্রেইল গোপন করার চেষ্টা করেছিলাম এখানে এসে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে পারব বলে। আমরা চোর নই।'

বিল সন্দেহভরে শুনে গেল। বহু দাগি অপরাধীকে এরচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সাফাই গাইতে সে শুনেছে। অপরাধ স্বীকার করার অর্থ যেখানে ফাঁসিকাঠে চড়া, আশা করাই বোকামি সহজে কেউ তা কবুল করবে।

ও বলল, 'তোমরা গত সপ্তাহে এখান থেকে নড়নি এমন সাক্ষী জোগাড় করতে পারবে?'

'অবশ্যই না,' জবাব দিল জিমি। 'আমরা এখানে একা ছিলাম।'

'তাহলে ওই গপ্পো আদালতেই বোলো।'

'ওই চামড়া কেউ রেখে এসেছে ওখানে, আমাদের ফাঁসাতে,' উত্তপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল জিমি। 'আমরা কারো গরু চুরি করিনি। চুরি করার দরকার পড়বে না আমাদের, বিশেষ করে এখন যেহেতু—'

'জিমি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিল ছেলেটার বাবা।

বিল প্রভাবিত হল না। 'আমি বিচারক নই, জুরিও না; আমার দায়িত্ব তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া। এবার একপাশে দাঁড়াও সবাই, অস্ত্রপাতি

থেকে দূরে।'

স্যাম অবসন্ন, আস্তে করে সরে দাঁড়াল একধারে। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল জিমি বোধহয় লাফিয়ে পড়বে বিলের ঘাড়ে, তারপর সেও হন্‌হন্‌ করে তার বাবার সাথে যোগ দিল। মাটি থেকে কোল্ট উইনচেস্টার আর স্যামের পয়েন্ট ফোর ফোরটা কুড়িয়ে নিল বিল। স্যামকে ও বলল জিমির ঘোড়া ধরে আনতে। স্যাম যখন ফিরে এল ঘোড়াসহ, ওটার স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা বার করে নিল বিল। এরপর সে উইনচেস্টার দুটো একটা গাছের ডালে তুলে রাখল, পিস্তলগুলো গুঁজল নিজের কোমরে। তারপর বলল, 'শর্টকাটে আমরা এখন প্যানডোরায় ফিরব। তোমরা আগে থাকবে। প্যাট আমার পাশে থাক। সাবধান, পালাবার চেষ্টা কোরো না।'

প্যাট কাছে আসল, কান্নার দাগভরা মুখখানা উঁচু করে বলল, 'ওরা অপরাধী না। আমি জানি। চোখ থাকলে তুমিও দেখতে পেতে।'

সংক্ষেপে জবাব দিল বিল। 'আমার যদি মনেও হয় ওরা নিরপরাধ, তবু কিছু করতে পারব না। আমার দায়িত্ব সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা, যখন পরিস্থিতি তাদের বিপক্ষে যায়।'

অসহায় আশাহত দৃষ্টিতে ওকে একবার দেখল প্যাট, তারপর স্যাডলে চেপে বাবা আর ভাইয়ের পেছনে ঢালের ওপরে রওনা হল। ওর বাঁ পাশে চলে এল বিল, দুই ঘোড়ার মাঝে ফুট দুয়েক দূরত্ব বজায় রাখল, জানে মেয়েরাই পুরুষদের চেয়ে বিপজ্জনক হয় বেশি।

ওরা যাত্রা শুরু করেছিল মাঝ-বিকেলে, প্যানড়োরায় পৌঁছবার বহু আগেই রাত নামল। বিল নির্দেশ দিল ওদের ক্যাম্প করার উপযোগী একটা জায়গায় থামতে। স্যাম ছোট গাছপালায় ছাওয়া ফাঁকা একফালি জমিতে ঘোড়া দাঁড় করাল। পানিও আছে ওখানে। বাপ-বেটাকে হাতকড়া পরিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেধে রাখল বিল, তারপর অস্ত্রের সন্ধানে ওদের

জামাকাপড় তল্লাশি করল। দুজনের কাছেই পকেটছুরি ছিল। ওগুলো সে কেড়ে নিল। এক ধারে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ করতে লাগল প্যাট, তার চোখ জ্বলছে, মুখ সাদা।

প্যাটের স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা তুলে নিল বিল। 'আপাতত আমার কাছেই থাক এটা,' বলল। 'তুমি ঘোড়াগুলোর যত্ন নাও, আমি রান্নার আয়োজন করছি।'

এরপর ওকে আর আমল দিল না বিল, আগুন ধরাবার জন্য কাঠ জড় করতে লাগল। ঘাড় গোঁজ করে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল প্যাট, তারপর লাগামে ধরে ঘোড়াগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল। সময় নিয়ে যত্ন করে রাঁধল বিল। প্যাটের খাবার বাড়ল আগে, তারপর নিজের বাসনে স্যামকে খেতে দিল। 'তোমাদের শেষ হলে জিম আর আমি খাব। উপায় নেই, হাত বাঁধা অবস্থায়ই একটু কষ্ট করে খাও।'

আগুনের কিনারে গিয়ে বসল বিল, একটা সিগারেট বানাল। প্যাট ঝট্‌পট্ ওর প্লেট আর কাপ নিয়ে জিমের কাছে গেল। শুরুতে রাজি হচ্ছিল না ছেলেটা, কিন্তু প্যাট ওকে বাধ্য করল খেতে। স্যাম অরুচি করে খেল। যখন সারা হল ওর, প্লেট-কাপ ধুয়ে নিজের জন্য খাবার বাড়ল বিল। প্যাট জিমির বাসনে করে সামান্য কিছু মুখ দিল।

আহারের পর বিল বলল, 'গাছের সাথে বাঁধা অবস্থায়ই ঘুমাতে হবে তোমাদের।' চারা গাছ হলেও চার ইঞ্চি পুরু ওগুলো, বিল জানে খালি হাতে ওই গাছ কেউ ভাঙতে পারবে না। 'প্যাট, তুমি আগুনের ধারে ঘুমোতে পার।'

নিজের বিছানা ও খানিকটা তফাতে গাছপালার ভেতর পাতল, তারপর মনের অ্যালার্ম ঘড়িটা সচল রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঠিক দুঘণ্টা পর জাগল সে, অভ্যাস অনুযায়ী কান খাড়া করে পড়ে

থাকল একটুক্ষণ। নিঃশব্দে উঠে বসল বিল, আগুনের দিকে তাকাল। মিট্‌মিট্ করে কয়লা জ্বলছে এখন, আলো বিশেষ নেই , তবু সে ঠিকই দেখতে পেল প্যাট বিছানায় নেই। পিস্তল বার করল ও, সন্তর্পণে উঠে ঘোরাপথে এগোল।

আগুনের আলো থেকে সরে এসে অন্ধকারে চোখ দুটো সইয়ে নিল বিল, যেখানে স্যামকে বেঁধে রেখেছে সেদিকে তাকাল। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে থাকা গাছের গায়ে ততোধিক কালো একটা বিন্দু দেখতে পেল, বুঝল ওটাই বুড়ো। এবার বিশ ফুট ব্যবধানে অপর গাছটার দিকে নজর ফেরাল সে। দুটো কালো বিন্দু ওখানে। নিশ্চয় প্যাট গোপন কোন শলা করছে জিমির সঙ্গে। চক্রান্ত আঁটছে কোন?

ওদের উদ্দেশে এগোল বিল, দ্রুতপায়ে তবে যথাসম্ভব নিঃশব্দে। হঠাৎ সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল একজন, অবয়ব থেকে বিল বুঝল ওটা প্যাট। শ্বাসহীন কণ্ঠে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি আমার ভাইয়ের সাথে একান্তে কথাও বলতে পারব না?'

'পারবে,' বলে ওকে পাশ কাটাল বিল। হাত বোলাল গাছের কাণ্ডে, বলল, 'ছুরিটা দাও আমাকে।' গাছের গায়ে একটা কিছু ঘষছিল প্যাট, আঁচড় থেকে মনে হয় ছোট্ট পকেটছুরি হবে।

'না!' জেদি গলায় বলল প্যাট।

কঠোর শোনাল বিলের কণ্ঠ। 'শোন, মেয়ে, আমি তোমার গায়ে হাত দিতে চাই না, কিন্তু বাধ্য করলে আমি নাচার।'

ঘুরল প্যাট, হাত খেলাল বাতাসে, ঝোপের ভেতর ছুরিটা পড়ার আওয়াজ শুনল বিল। 'গুড,' বলে গাছটা আর একদফা পরীক্ষা করল। এক ইঞ্চিমত কেটেছে, তবে এরপরও ভাঙতে তিনজন লোক লাগবে। বিল বলল, 'যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। আর বাড়াবাড়ি কোরো না, তাহলে

তোমাকেও বেঁধে রাখব।'

জিমি বলল, 'তুমি একটা ইতর!'

এরপর আর কোন ঝামেলা হয়নি। যাত্রা যখন আবার শুরু করল ওরা স্যাডলে নেতিয়ে বসে থাকল প্যাট, সাহস উবে গেছে। জিমি পিঠ শক্ত করে রইল, ওর মুখ ক্রোধ আর হতাশায় লাল; স্যাম নিস্পৃহ, জীবনের কাছে মার খাওয়া বুড়োমানুষ যেমন হয়।

দুপুরে খাওয়ার জন্য থামল না ওরা। দুজন বন্দিসহ প্যাটের ওপর নজর রাখা এবং একই সঙ্গে রান্না করা কঠিন। নাগাড়ে এগিয়ে চলল ওরা, সূর্যাস্তের ঠিক আগে প্যানডোরায় প্রবেশ করল।

ওদের আগমন উত্তেজনার সৃষ্টি করল শহরে। ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডে চামড়া আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়েছে, ফ্রেজিয়ারদের বিল ধরে আনতে পারবে কি-না সে নিয়ে বাজিও ধরা হয়েছে। সিলভার স্যাডলে বিল কীভাবে তিন মাস্তানের পাশার ছক উলটে দিয়েছে সেই কাহিনী জেনে গেছে সবাই, ফলে সে যখন বন্দিদের নিয়ে এগোল রাস্তা ধরে শহরবাসীরা তাকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

শহরে পৌঁছেই বদলে গেল প্যাটের আচরণ। স্যাডলে ঋজু ভঙ্গিতে বসে রইল সে, মাথা উঁচু রাখল। জনতার দৃষ্টি জিমি ফিরিয়ে দিল সতেজে, স্যাম মার-খাওয়াই হয়ে থাকল। জীবনের প্রতিটি জুয়ায় সে হেরেছে, এবং এখন এটাতেও হেরে বসে আছে।

মোরলি বার হয়ে আসল সিলভার স্যাডল থেকে, ওদের পাশাপাশি ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল। পিংক প্যারাডিন সদম্ভে পিছু নিল তার। জেল গেটে থামল বিল, বন্দি দুজনকে নামতে আদেশ করল। প্যারাডিন ভেতরে নিয়ে গেল ওদের। বিল বাজেয়াফত করা অস্ত্রগুলো নিয়ে অনুসরণ করল।

প্যাটও তৈরি হচ্ছিল ভেতরে যাবার জন্য, বিল বাধা দিল।

'আমরা ওদের জেরা করব। তোমার সেখানে থাকা চলবে না। তুমি ওদের জন্য একটা উকিল ঠিক কর।'

'একশ মাইলের মধ্যে কোন উকিল নেই এদিকে,' সতিক্ত বলল প্যাট।

'খারাপ খবর। আইনজীবী পাবার অধিকার আছে ওদের, লাগবেও একজন। কিন্তু তোমার আসা চলবে না। তুমি বরং জাস্টিসের অফিসে অপেক্ষা কর। আমরা ওদের নিয়ে যাব ওখানে।'

অফিসে ঢুকে গেল বিল, দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মোরলি আগেই ঢুকেছে মার্শালের সাথে। তবে সে এসোসিয়েশনের সদস্য, আর এসোসিয়েশন বিলের নিয়োগদাতা, তাই ওর উপস্থিতিতে সে আপত্তি করল না।

ফ্রেজিয়ারদের বসান হয়েছে মাটিতে। প্যারাডিন দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, বন্দিদের মাপছে। মোরলি বসেছে প্যারাডিনের ডেস্কে।

বিল বলল মার্শালকে, 'চামড়াটা।'

সিন্দুক থেকে ওটা বার করল প্যারাডিন, মেঝেতে মেলে ধরল। বিল স্যামকে জানাল কীভাবে ওটা ওদের লিন-টুতে আবিষ্কৃত হয়েছে। তারপর বলল, 'তোমরা বলছ তোমরা ওটা রাখনি; অন্য কেউ রাখতে যাবে কেন?'

স্যাম শ্রান্ত, মাথা নাড়ল। 'আমার কোন ধারণা নেই।'

'কাজটা আমার বা বাবার নয়,' জিম বলল জেদি গলায়। 'আমরা নয়-দশ দিন হল ওই ক্লেইমে, বেসিন ত্যাগের পর থেকেই।'

'প্রমাণ কর, আমি তোমাদের ছেড়ে দেব।'

'আগেই বলেছি সেটা পারব না। কাউকে আমরা দেখিনি ওখানে। তুমি আর প্যাটই প্রথম।'

'সেক্ষেত্রে তোমাদের বিরুদ্ধে রাসলিংয়ের অভিযোগ আনা হবে।'

'কিন্তু আমরা তো চুরি করিনি!'

'সেটা আদালতে প্রমাণ করতে হবে। না পারলে, দুজনেই ফাঁসিতে ঝুলবে তোমরা।'

এই প্রথম দুর্দশাগ্রস্ত দেখাল জিমিকে; দুর্দশাগ্রস্ত এবং ভীত।

'সত্যিই আমরা যখন—' অসহায়ের মত থেমে গেল মাঝপথে।

স্যাম বলল, 'লাভ নেই, বাছা। পরিস্থিতি আমাদের বিপক্ষে। আমার সারাটা জীবনই এভাবে গেছে। তারপর এখন, ঠিক যে সময়ে মনে হল—' চুপ করে গেল বুড়ো।

'কী মনে হল?' বিল জেরা করল।

'কিছু না। স্রেফ কথার কথা।'

'কথা কাজে লাগতে পারে। যেমন ধর, আমি নিশ্চিত শুধু তোমরা দুজন ওই গরুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যাওনি। আর কারা ছিল তাদের নাম বল, হয়ত ফাঁসি থেকে বেঁচে যাবে।'

'আমি জানি না কাজটা কার। খোদার কসম।'

'টেক্সাস টমের হতে পারে?'

'টেক্সাস টম?' স্যাম যথার্থ বিস্মিত।

'হ্যাঁ। ওর নাম দিয়েই শুরু করতে পার। প্রতিবাদ করতে পারবে না সে, মারা গেছে।'

স্যাম মাথা এপাশ-ওপাশ করল। 'আমি মিথ্যে বলতে পারব না। টেক্সাস যদি ওই গরু চুরি করেও থাকে, জিম বা আমি ওর সাথে ছিলাম না।'

'অন্য কারো নাম?'

'না, দুঃখিত।' স্যাম এখন ঋজু ভঙ্গিতে বসে, ওর চোখ নিষ্কম্প মিলিত হল বিলের চোখে। 'আমি মিথ্যে বলতে পারব না; আমি এ ব্যাপারে কিছু

জানি না, কারো নামও করতে পারব না। এটাই সত্যি, এজন্য যদি আমার ফাঁসি হয় হোক।'

চোখ ছোট করল বিল, আধমিনিট জরিপ করল বুড়োকে। এটা যদি লোকটার অভিনয় হয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে সে পুরস্কার পাবার যোগ্য। অগত্যা হাল ছেড়ে দিল বিল, মার্শালকে বলল, 'হাতকড়া পরিয়ে ওদের জাস্টিসের কাছে নিয়ে চল।'

রাস্তার অপর পাশে জাস্টিস অভ দ্য পিস-এর বাড়িতে বন্দি দুজনকে নিয়ে গেল ওরা। বাড়ির সামনে ছোটখাট একটা ভিড় জমেছে। প্যাট আছে সেখানে। বন্দিদের অনুসরণ করে বাড়ির ভেতর ঢুকল জনতা, একজন গেল জাস্টিসকে খবর দিতে।

বাগান পরিচর্যা করছিলেন জাস্টিস। প্যান্টে হাত মুছতে মুছতে হাজির হলেন। টুপিটা ছুড়ে ফেললেন এক কোণে, নীল একটা ব্যানডানা দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। তারপর শুরু ক[illegible] আদালতের কাজ।

সংক্ষেপে শেষ হল শুনানি। [illegible]োরলি সাক্ষ্য দিল চামড়াটা সে লিন-টুতে আবিষ্কার করেছে। বিল রাতের আগন্তুক এবং পরে চামড়া খুঁজে পাবার কাহিনী বয়ান করল। জানাল থায়ার চামড়াটা তারই এক চোরাই গরুর বলে শনাক্ত করেছে এবং এইমর্মে সে আদালতে সাক্ষ্যও দেবে। স্যাম আর জিমি দোষ অস্বীকার করল। বিচারের জন্য বিনা জামিনে ওদের আটকে রাখার নির্দেশ দিলেন জাস্টিস, তারপর ফিরে গেলেন বাগান নিড়াতে।

বন্দিদের গারদে পুরতে প্যারাডিনকে সহায়তা করল বিল, তারপর জেলখানা থেকে বেরিয়ে দেখল প্যাট ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

বিল ঝাঁঝের সুরে বলল, 'আবার কোন্ মতলব ভাঁজছ? ওদের ছাড়াতে হলে তোমাকে এখন পিংক প্যারাডিনের সাথে দেখা করতে হবে।'

প্যাটের চোখে সীমাহীন বিদ্রূপ। 'নিজেকে তুমি চালাক ভাব, না?

তোমার নাকের ডগা থেকে গরু চুরি গেল, আর তুমি কিনা নিজের ইজ্জত বাঁচাতে নিরপরাধ দুই গোবেচারাকে আটক করলে। তাদের অপরাধ, ঘটনার সময় তারা বাড়ি ছিল না।'

'স্বাভাবিক,' যাত্রার ঢঙে বলল বিল। 'কাজ অনেক পানি হয়ে গেছে এতে করে।'

'তোমার একবারও মনে হল না চামড়াটা কেউ ইচ্ছে করে রেখে আসতে পারে ওখানে?'

'কেন তা রাখবে?'

'ভয়ে, সম্ভবত। নিজেকে রক্ষা করতে, সে বুঝতে পারছিল তদন্ত অব্যাহত রাখলে আসল রাসলারদের তুমি ধরে ফেলবে। সবাই জানে বাবা আর জিমিকে তুমি সন্দেহ কর। তাই লোকটা ঠিক করল ওদের ঘাড়েই দায় চাপাবে। আর এভাবে বেঁচে যাবে রাসলাররা।'

মেয়েটার কথায় যুক্তি আছে, বিল বাধ্য হল মানতে। এবার আর একটা সন্দেহ জাগল তার মনে। ক্লিভ মোরলি প্যাটকে দখল করতে চায়। প্যাট যেন নতিস্বীকারে বাধ্য হয়, সেই উদ্দেশ্যে মোরলিই চামড়াটা লিন-টুতে রেখে আসেনি তো? রাসলাররা হয়ত হত্যা করেছিল গরুটাকে। পরে মোরলির কর্মচারিদের কেউ সেটা আবিষ্কার করেছে, চামড়াটা এনে দিয়েছে মোরলিকে। কিন্তু এ ধারণা ধোপে টেকে না; যে লোক হস্তান্তর করেছে চামড়া সে জানবে মোরলিই ওটা ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডে রেখে এসেছে।

বিল বলল, 'আমি আরও তদন্ত করে দেখব। যদি এরকম সূত্র পেয়ে যাই যাতে বোঝা যায় চামড়াটা কোন কুমতলবে রেখে আসা হয়েছে ওখানে, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার স্যাম আর জিমি সাজা পাবে না।'

চলে এল সে, বিষয়টা নিয়ে ভাবছে এখনও। প্যাটের যুক্তির সারবত্তা এখন বুঝতে পারছে ও। বিলকে ধোঁকা দেবার মতলবে আসল অপরাধী

লিন-টুতে চামড়াটা রেখে স্যাম আর জিমিকে ফাঁসাতে চেয়েছে। অপরাধী হিসেবে এ মুহূর্তে তার টেক্সাস টম, সোয়্যাট হ্যারিংটন, হার্ভে শর্ট আর পিংক প্যারাডিনকে সন্দেহ হয়।

সোয়্যাট আর শর্টের খোঁজে সিলভার স্যাডলে গেল বিল, জেরা করতে চাইছে লোক দুটোকে। ওখানে নেই ওরা। শহরের আনাচেকানাচে চক্কর মারল বিল, কোথাও পাওয়া গেল না ওদের। বাকি থাকল পিংক প্যারাডিন, কিন্তু বিল জানে প্যানডোরার মার্শাল হওয়ায় ওকে জেরা করা সহজ হবে না।

মার্শালকে অফিসেই মিলল। কয়েদিদের রাতের খাবার দিয়ে অপেক্ষা করছে ওদের খাওয়া শেষ হলে বাসনকোসন ধুয়ে রাখার জন্য। বিল সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে গেল। 'প্যারাডিন, টেক্সাসদের সাথে তুমিও সোনার খোঁজে গিয়েছিল?'

'না। আমি গেছিলাম মাছ ধরতে।'

'কোথায় মাছ ধর তুমি?'

বাতাসে হাত খেলাল প্যারাডিন। 'বহু জায়গায়। অসংখ্য পাহাড়ি ঝরনা এদিকে, সবগুলোতেই মাছ মেলে। এক জায়গায় বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না, ঘুরে ঘুরে সবখানেই যাই।' কঠিন হয়ে গেল তার চেহারা। 'কেন জানতে চাইছ? আমিও চোরদের দলে ভাবছ নাকি?'

'আমি সবাইকেই সন্দেহ করি। প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর নেয়াই আমার কাজ। এমনকি যারা আমাকে নিয়োগ করেছে তাদের ব্যাপারেও খোঁজ নিয়েছি।'

'ক্লিভ মোরলি সম্পর্কেও?' মার্শাল জিজ্ঞেস করল সবিস্ময়ে।

'হ্যাঁ। তবে সন্দেহজনক কিছু জানতে পারিনি। দুদিন ছিলাম ওর রেনজে, পাহাড়ের দুপাশে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার গরু দেখেছি।

সরকারকে বছরে দুহাজার গরু চালান দেয় মোরলি। আমার মনে হয় দশ হাজার গরু যার আছে তার পক্ষে ওই চালান দেয়া সম্ভব। র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে এখন একমাত্র কোল ব্রেন্টকেই আমার সন্দেহ হয়।'

প্যারাডিন মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ, লোকটা ভীষণ চতুর, সংস্থার সদস্য না। কাউকে তার রেনজের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিতে চায় না।'

'টেক্সাসরা কোথায় সোনা খুঁজতে যেত জান কিছু?'

'না। মনে হয় না আর কেউ জানে। জায়গাটা ওরা গোপন রাখবে এটাই স্বাভাবিক।'

'ব্যাটাদের কাউকে পেলে আমি ঠিক কথা আদায় করে নেব। ওরা কোথায় জান?'

প্যারাডিন বলল সে জানে না। বিল বিদায় নিল। মার্শালের মাছ ধরার কাহিনী তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি, কিন্তু প্রমাণের অভাবে সেটা বাতিলও করতে পারছে না। ক্ষিপ্ত মেজাজে রাস্তার উজানে এগোল সে, দেখল কোল ব্রেন্ট টাউন পাম্প লাগোয়া ওঅটরিং ট্রাফের ওপর বসে আছে। র‍্যাঞ্চারের কাছে গেল বিল।

'হাউডি, স্মার্ট ফেলার?' কোল বলল।

'কেন, তোমার অন্য রকম ধারণা ছিল নাকি?' বিলের কণ্ঠে অসহায়ত্বের ঝাঁঝ।

'না, না। তা কেন। তুমি চালু লোক। একেবারে তৈরি দুজন সাসপেক্ট পেয়ে গেছ, তাদের ফাঁসিতে লটকাবারও বন্দোবস্ত করেছ। রাসলিং চক্র ভেঙে গেছে—তোমার দিবাস্বপ্নে।'

'তারমানে ফ্রেজিয়াররা দোষী তুমি বিশ্বাস কর না।'

'হলে, ওরা খুবই বোকা, সন্দেহ নেই। নইলে রাতের আঁধারে চুরি করে চামড়াটা বাসায় রেখে আসবে কেন, যেখানে জানে তুমি জায়গাটা সার্চ

করবে? কোন যুক্তি নেই এরকম করার। তবু তুমি ধরেছ ওদের, আর ওরাও প্রমাণ করতে পারবে না কাজটা ওরা করেনি। কাজেই, চোর ধরার জন্য একটা মেডেল তোমাকে দেয়া উচিত।'

একটা গিরগিটি হেঁটে যাচ্ছিল। ওটার গায়ে তামাকচর্চিত একদলা থুতু নিক্ষেপ করল ব্রেন্ট।

'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল, নিজের সম্মান বাঁচাতে আমি ফ্রেজিয়ারদের ফাঁসিয়েছি,' বিল বলল গম্ভীর গলায়। তারপর, হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা। তুমি এমন কাউকে চেন যার নামের আদ্যক্ষর জে পি?'

'জে পি?' চোখ ছোট করে ব্রেন্ট ভাবল একটুক্ষণ 'জো, জিম, জন, জ্যাক, জেক, জেব—এসব নামে অনেককে চিনি, কিন্তু কারোরই দ্বিতীয় নামের শুরুতে "পি" নেই। কেন?'

'আমার ঘোড়ার গলায়,' বিল ব্যাখ্যা করল, 'ছোট করে জে পি লেখা আছে। হপ্তা দুই আগে আমাকে অ্যামবুশ করার চেষ্টায় যে লোকটা মারা পড়েছিল ওই ঘোড়া তার। ঘাতক দলের অপরজন পালিয়ে যায়। আমারটা ওদের গুলিতে অক্কা পাওয়া ওই ঘোড়াটা আমি নিয়েছি। এখন সেই লোকের পরিচয় জানতে পারলে হয়ত আমি রাসলিংয়ের দায় অন্য কারো ওপর চাপাতে পারতাম।'

'এখনও তাহলে অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছ, হাঁহ্?'

'ঠিক। এছাড়া আর কী-বা করতে পারি। বিশেষ করে স্যাম আর জিম যেখানে পাহাড়ে লুকোচুরি খেলছিল। সোয়্যাট, শর্ট আর টম গেছিল অজানা এক খনির সন্ধানে। প্যানডোরার মার্শাল মাছ ধরে বেড়াচ্ছিল। আর বুড়ো এক র‍্যাঞ্চার তার রেনজে অচেনা কাউকে দেখলেই গুলি করছে।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল কোল ব্রেন্টের মুখে। বিল এই প্রথম হাসতে দেখল

লোকটাকে। 'জান, ও'হারা, তোমাকে আমি পছন্দ করতে শুরু করেছি। তোমার গায়ে সে রাতে গুলি লাগাতে পারিনি বলে ভাল লাগছে এখন।'

বিল পথ চলতে শুরু করল আবার, এখন আগের চেয়েও বেশি চিন্তিত। হ্যারিংটন শর্টকে আরেক দফা খুঁজল সে, কোথাও পেল না। কেউ জানে না ওদের হদিস। স্যাম আর জিমি ফ্রেজিয়ারের সাথে কি ওরাও ছিল, ফ্রেজিয়াররা গ্রেপ্তার হওয়ায় ধরা পড়ার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে? নাকি ভয় পেয়েছে, বিল ওদের পেট থেকে সত্য টেনে বার করবে এবং বুঝবে ফ্রেজিয়াররা আসলেই নির্দোষ?

চোদ্দ

অনিশ্চয়তা খুঁচিয়ে চলেছে বিলকে। অনিশ্চয়তায় ভুগতে সে অভ্যস্ত নয়। ফ্রেজিয়ারদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মজবুত, কিন্তু একটু বেশিমাত্রায় মজবুত। তারপর ছোটখাট আরও কিছু ব্যাপার—স্যাম আর জিমের ইঙ্গিতপূর্ণ কয়েকটা কথা, স্যামের অপকট সারল্য, প্যাট্রিশিয়ার বদ্ধমূল ধারণা চামড়া প্ল্যান্ট করা হয়েছে—ওদের অপরাধ সম্পর্কে তার বিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছে। কোল ব্রেন্ট অভিযোগ করেছে ফ্রেজিয়ারদের ফাঁসিয়ে বিল নিজের মুখ বাঁচাবার ফিকিরে আছে। ব্রেন্ট সন্দেহ করে কিছু একটা; ওর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করছে সাগ্রহে, সাঁতার শেখাবার সময় বড় মানুষ যেভাবে ছোট বাচ্চার পানিতে দাপাদাপি করার দৃশ্য দেখে। ব্রেন্ট মুখ খুলবে না;

লুকোচুরি উপভোগ করছে।

তাছাড়া, জে পি লোকটাই-বা কে? জানতে পারলে হয়ত বিল রহস্যের জট খোলার চাবিটা পেয়ে যেত। সোয়্যাট হারিংটন বা হার্ভে শর্টকে ধরতে পারলেও কাজ হতে পারে। ওদের মনে আজরাইলের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে সে, বাধ্য করতে পারবে মুখ খুলতে। লোক দুটোর খোঁজে আবার সে সিলভার স্যাডলে গেল।

এখনও জমে ওঠেনি ব্যবসা, নর্তকীরা কেউ নেই ফ্লোরে। তবে মোরলি দাঁড়িয়ে আছে বারের শেষ প্রান্তে। বিল সোজা ওর কাছে গেল। 'হ্যারিংটন আর শর্টকে খুঁজছিলাম,' বলল সংক্ষেপে, 'জান, কোথায় গেলে পাব?'

শীতল ব্যবহার করল মোরলি। 'না, জানি না। কিন্তু ওদেরকে কী দরকার? তোমার দায়িত্ব তো শেষ।'

'কে বলল শেষ?'

'আমি বলছি। রাসলারদের ধরেছ তুমি। আমরা তোমাকে ওই কাজের জন্যই নিয়োগ করেছিলাম। তোমার পাওনা কত হয়েছে বল, মিটিয়ে দিচ্ছি।'

'আমাকে নিয়োগ করেছে এসোসিয়েশন। বিদায় দিতে হলে তারাই দেবে।'

'আমি এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, আমি বলছি তোমার কাজ শেষ। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে টাকাটা এসোসিয়েশন ফান্ড থেকে নিয়ে নেব।'

'এসোসিয়েশনের লেটার হেডে সদস্যদের সম্মতি দেখাও, আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু কারো মুখের কথায় থামব না।' গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়াল বিল, গটগট্ করে বেরিয়ে গেল।

বেয়াড়া পাখি, রাসলিংয়ের দায়ে ওকে গ্রেপ্তার করতে পারলে সে খুশি হত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মোরলির হাত পরিষ্কার, বিলের জানা মতে।

মোরলির র‍্যাঞ্চে প্রতি বছর যে পরিমাণ গবাদি পশু বৃদ্ধি পায় সেগুলো সে সরকারের ঘরে বিক্রি করে। সত্যতা যাচাই করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে বিল। সরকারের কাছে যেমন খবর নিয়েছে তেমনি মোরলির পালের আয়তনও দেখেছে। দশ হাজারের কম গরু থাকলে চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য মোরলি বাধ্য হত অন্যর গরু কিনতে অথবা চুরি করতে। কিন্তু বিল পাহাড়ের দুপাশের উপত্যকায় পাঁচ হাজার করে গরু গুনেছে।

আর একদফা জেলখানায় গেল সে। এঁটো থালাবাসন নিয়ে মাত্র সেল থেকে বেরিয়ে এসেছে পিংক প্যারাডিন। বিল বলল, 'কয়েদিদের আরেকটু জেরা করব, হাজতের চাবিটা দাও।'

'চল, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।'

'আমি একা কথা বলতে চাই, মূল্যবান কিছু জানলেও জানা যেতে পারে।'

মার্শাল ভ্রূকুটি করল। 'তাহলে তো আমারও শোনা দরকার সেটা।'

'কোন দরকার নেই। ওরা আমার বন্দি, তোমার না। তুমি প্যানডোরার রাজা হতে পার, কিন্তু আমি রেনজের সম্রাট। চাবি দাও।'

গোমড়া মুখে চাবির গোছাটা হস্তান্তর করল প্যারাডিন। বিল সেল এরিয়ার করিডরে পা রাখল। দরজায় থেমে ঘাড় ফেরাল ও, বলল, 'আমার কথা শেষ হতে হতে তুমি বরং বাসনগুলো রেখে আস।' মার্শাল বিদায় হওয়া অবধি অপেক্ষা করল সে, তারপর স্যামের সেলের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

স্যাম নির্জীবভাবে বসে ছিল লোহার বাংকে। পাশের কারাকক্ষে জিম অস্থির পায়চারি করছিল। বিল বলল, 'স্যাম, আমি সত্যি কথাটা জানতে এসেছি। আমার জানা জরুরি এটা, তোমরাই চোর এ ব্যাপারে আমি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নই।' চমকে উঠল স্যাম, পলক তুলল। বিল শুরু করল

আবার। 'হ্যাঁ, নিশ্চিত নই। গ্রেপ্তার করার সময়ে তোমাদেরই চোর মনে হয়েছিল, আর তোমরাও জান প্রমাণ তোমাদের বিরুদ্ধে, আমি এখানেই ক্ষান্ত হলে, নির্ঘাত তোমাদের ফাঁসি হয়ে যাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন নিরপরাধ লোককে আমি ফাঁসিকাঠে চড়াইনি, চড়াতে চাইও না। তাই, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে, সত্যি কথাটা তোমাদের বলতেই হবে।'

'কিন্তু আমি তো–'

'ওই কাহিনী আমি জানি। এখন জানতে চাই ঘটনার পেছনের ঘটনা। তোমাদের ক্লেইমে জিমি একটা কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তুমি ওকে থামিয়ে দিয়েছ। ছেলেটা বলেছিল, "আমাদের চুরি করার দরকার হবে না বিশেষ করে এখন যখন–" বিশেষ করে কী?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্যাম জরিপ করল বিলকে, তারপর ছেলের পানে তাকাল। জিমি বলল, 'বোলো না, বাবা।'

'পরে,' বিল বলে চলল, 'তুমি বলেছ দুর্ভাগ্য সারা জীবনই তাড়া করেছে তোমাকে, এমনকি এখন যখন তুমি ভেবেছিলে–কী ভেবেছিলে?'

স্যাম গভীরভাবে দেখছিল ওকে। আস্তে করে বলল, 'তোমাকে বললে সবকিছু হারাতে হবে আমাকে।'

'না বললে জীবনটাই হারাতে হবে তোমাকে। আমার বিশ্বাস ওটা *সবকিছুর* চেয়েও দামি।'

স্যাম মাথা নাড়ল। 'প্যাটের সুখের সামনে আমার জীবনের দাম কিছু না।' ওর দৃষ্টি নিষ্কম্প, আন্তরিক।

বিল বলল, 'ব্যাপারটার সাথে যদি প্যাটের সুখ জড়িত থাকে, আমি ওয়াদা করছি অন্যায় কোন সুযোগ আমি নেব না। চলবে?'

'হ্যাঁ,' এক সেকেন্ড পর বলল স্যাম, 'চলবে, ও'হারা। তুমি কঠিন

লোক, তবে আমার ধারণা সৎ। আমি তোমাকে বলব সব।'

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল জিম।

'চুপ কর, বাছা। অন্তত এই একটিবার নিজের বিশ্বাসের ওপর আস্থা রাখতে দে আমাকে। শুয়োর-মুখো ওই মার্শালটা কোথায়?'

'বাসন রাখতে গেছে। আস্তে বল।' বিছানায় স্যামের পাশে বসে পড়ল বিল।

স্যাম জানাল, দীর্ঘদিন হল ও আর জিম সোনার সন্ধান করছে—প্যাটের সুখ কেনার জন্য। পাহাড়ের আনাচেকানাচে প্রসপেক্টিং করেছে, লাভ হয়নি কোন। অভাবের জন্য প্যাট কখনও অনুযোগ করেনি, ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে নীরবে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ঠিকই ছাপ ফেলেছে ওর চেহারায়। বারবার মার খেয়ে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিল বুড়ো আর ছেলে, তারপর সেদিন, উপসংহার টানল স্যাম, 'অবশেষে সোনার খোঁজ পেলাম আমরা। আমাদের যেখানে পেয়েছিলে তুমি, সেখানে রশির মত একটা শিরার সন্ধান আমরা পেয়েছি। কী পরিমাণ সোনা থাকতে পারে, জানি না, তাই প্যাটকে বলিনি কিছুই। আর ট্রেইল গোপন করেছিলাম কারণ জায়গাটার ওপর এখনও ক্লেইম ফাইল করিনি আমরা।'

বিল বলল, 'তাহলে এজন্যই ধরা পড়ার সময়ে মুখ খোলনি তোমরা। ভয় পেয়েছিলে ক্লেইম ফাইল না করায় আমি ওই সোনা হাতিয়ে নিতে পারি।'

উঠে পড়ল বিল। 'জায়গাটা একবার নিজে গিয়ে দেখব আমি। যদি তোমাদের কথা সত্যি হয়, প্রচুর সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অবশ্যই ক্লেইম ফাইল করব।' বুড়োর চোখে কষ্ট লক্ষ করল বিল, কথার শেষে যোগ করল, 'প্যাটের নামে।'

ওর হাত চেপে ধরল স্যাম, ম্লান চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সত্যি?'

'হ্যাঁ। জীবনে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে ওকে, জিনিসটা ওরই প্রাপ্য। তোমরা কোনদিন জানতেও পারবে না তোমাদের বাঁচাবার জন্য কতখানি আত্মত্যাগ স্বীকার করতে মেয়েটা রাজি ছিল।'

গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ছিল জিমি। নম্র গলায় বলল, 'সত্যি বলছ, ও'হারা?'

'আমি মিথ্যা বলি না। আর ওখানে সোনা থাকার অর্থ হবে, তোমাদের ঘাড়ে চুরি অপবাদ চাপানর উদ্দেশ্যেই ওই চামড়া কেউ লিন-টুতে রেখে এসেছিল। আমি বিশ্বাস করি না, ঐশ্বর্য কারো নাগালের মধ্যে থাকলে সে চুরি করার ঝুঁকি নেবে।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল স্যাম, এখনও ধরে আছে বিলের হাত।

'ও'হারা,' বলল সে, 'প্যাট আর জিমির জন্য খনিটা তুমি রক্ষা কর, আর এর মধ্যে যদি চোরদের সন্ধান না পাও, আমি চুরির দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নেব।'

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল বিল। 'ফালতু কথা বাদ দাও। এখনও তোমাদের দোষ প্রমাণ হয়নি। বিনা অপরাধে কাউকে সাজা পেতে আমি দেব না।' চুপ করল বিল, তারপর হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুমি এমন কাউকে চেন যার নামের আদ্যক্ষর জে পি. এবং সে বে ঘোড়ায় চড়ে?'

স্যাম ভাবতে লাগল, ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে আছে মেঝের দিকে।

'জে পি। তার মানে জন এবং তারপর কিছু একটা, বা জো, অথবা জিম, জেক-জেক! বাছা, টি ভি র‍্যাঞ্চের ওই কাউহ্যান্ডের নাম কি ছিল যেন? জেক-পিটার্স? পোর্টার?'

'পোর্টার,' বলল জিম। জেক পোর্টার। আগে রৌনে চড়ত, পরে হয়ত

বে ঘোড়া নিয়ে থাকতে পারে। খয়েরি চুল ছিল লোকটার, বড়সড় গোঁফ রাখত। কেন জানতে চাইছ?'

বিল বলল, 'আছে দরকার। তবে আমি যে কিছু জিজ্ঞেস করেছি তোমাদের, কাউকে বলবে না।'

বেরিয়ে এল ও, চোয়াল শক্ত। জেক পোর্টার, এক সময় ক্লিভ মোরলির বাথানে চাকরি করত। বহু লোকই বিভিন্ন সময় মোরলির কাজ করেছে। তবে এই পোর্টার লোকটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে।

সেলের দরজায় তালা লাগিয়ে অফিস কামরায় গেল বিল। চাবির গোছাটা টেবিলে রাখছে, এই সময়ে প্যারাডিন ফিরল। পিংক বলল, 'ক্লিভের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সে জানাল তোমার দায়িত্ব শেষ। বন্দিদের সাথে আর তোমাকে দেখা করতে দেয়া যাবে না।'

'কারো মুখের কথায় আমার দায়িত্ব শেষ হয় না। আমার যখন খুশি তখন দেখা করব।'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে হয়ত আমার লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে।'

'কুছপরোয়া নেই। আমার বোধ করি ভালই লাগবে সেটা। পথ ছাড়।'

প্যারাডিনকে ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে আসল। অদ্ভুত এক উত্তেজনা আচ্ছন্ন করে আছে ওকে। কোন ধাঁধার জট খোলার চূড়ান্ত মুহূর্তে এ রকম অনুভূতি ওর হয়। তার মন বলছে অবশেষে সে ঠিক পথে এগোচ্ছে।

সকালের পর কিছু খাওয়া হয়নি, খিদে পেয়েছিল ওর। রেস্তোরাঁয় গেল বিল, ঝট্‌পট্ খেয়ে নিয়ে পথে বার হল আবার।

ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডে ও পৌঁছল বেশ রাতে। আঁধারে ভূতুরে দেখাচ্ছে কেবিনটা, রান্নাঘরের দরজায় তালা নেই। বিল অনুমান করল বাবা আর ভাইয়ের কাছাকাছি থাকার জন্য প্যাট শহরে রয়ে গেছে। ঘোড়া কোরালে তুলে রাখল ও, কেবিনের একটা বাংকে ছিঁড়া পেতে শুয়ে পড়ল। সকালে

নাস্তা বানাল কিচেন স্টোভে, খাওয়া সেরে ঘোড়ার সাজ পরাল। জোর কদমে ছুটল সে, সন্ধের আগেই ফ্রেজিয়ার ক্লেইমে পৌছল। সাপার স্থগিত রেখে, জরিপ করল খনিটা।

শিরাটা, যেমন বলেছিল স্যাম, বেশ আড়াল করা আছে। তবে বিল সেটা ঠিকই খুঁজে পেল। ওটা পরীক্ষা করার পর স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। বিল মাইনার না, কিন্তু স্যাম যে ভাল একটা খনির সন্ধান পেয়েছে শিরা দেখে এটুকু সে বুঝতে পারল। এবার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল ওর মনে। এরকম সম্পদশালী একটা আবিষ্কারের পর কেউ গরু চুরির কথা স্বপ্নেও ভাববে না। কেবিন থেকে বেরোবার ব্যাপারে স্যামের উৎকণ্ঠার কথা মনে পড়ল ওর। সোনা আহরণের ব্যগ্রতাই ওই উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল। ফ্রেজিয়াররা নির্দোষ, এ ধারণার ওপর বিল এখন নিজের জীবন বাজি রাখতে রাজি।

সাপারের আয়োজন করতে করতে বিল কথাটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করল। ওরা নিরপরাধ, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ খুব জোরাল। খনি আবিষ্কারের ঘটনা প্রকাশ না করে ওই প্রমাণ অকার্যকর করা সম্ভব নয়। খনিটা এখনও রেজিস্ট্রি হয়নি, যে তা করবে সম্পত্তিটা তার হয়ে যাবে। কাউন্টি সদরে গিয়ে প্যাটের নামে রেজিস্ট্রি না করা অবধি ওটার অস্তিত্ব প্রকাশ করা ওর উচিত হবে না।

ফ্রেজিয়ারদের মুক্ত করতে হবে। একটামাত্র পথ আছে তা করবার। হাকিমের কাছে গিয়ে ওদের সে জামিনে মুক্তি দিতে বলবে। বুড়ো ছাগলটাকে গিয়ে বলবে নতুন প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেটার সত্যতা যাচাইয়ে ওদের ওপর নজর রাখার জন্যই জামিন দেয়াটা জরুরি। হ্যাঁ, ঠিক একথাই বলবে সে, এবং আশা করা যায় এতে কাজও হবে।

পরদিন সকালে ফিরতি পথ ধরল বিল, সন্ধে নাগাদ ফ্রেজিয়ার কেবিনে পৌছল, জায়গাটা খালি বলে ওখানেই কাটিয়ে দিল রাতটা। পরের দিন

সকালে প্যানডোরায় এল বিল, জাস্টিসকে তার বাগানে পেল। নিজের চাহিদা জানাল বিল, কিন্তু হাকিম গোঁয়ারের মত মাথা এপাশ-ওপাশ করলেন।

'আমি বিনা জামিনে আটক রাখতে বলেছি, ওই হুকুমই বলবৎ থাকবে। তাছাড়া, আমাকে জানান হয়েছে তুমি আর এই মামলার সাথে যুক্ত নও।'

'বাজে কথা! কে বলল?'

'ক্লিভ মোরলি।'

'ওর কথায় কান দেয়ার দরকার নেই। জামিনের অঙ্ক ঠিক কর, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।'

'দুঃখিত।' জাস্টিস আবার বাগান নিড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 'তোমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

বুড়োকে মনে মনে গাল বকল বিল। সিলভার স্যাডলে গেল মোরলির খোঁজে। স্যালুনে পাওয়া গেল না তাকে। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল বিল, সারা না দিয়েই ঢুকে পড়ল মোরলির কামরায়।

ঘুমোচ্ছিল স্যালুন মালিক। বিলের সশব্দ প্রবেশে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল বিছানায়।

বিল বলল, 'আমি না বলেছিলাম কোন একজনের মুখের কথায় দায়িত্ব ছাড়ব না আমি। মামলার তদন্তের জন্য ফ্রেজিয়ারদের আমার হেফাজতে নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। জাস্টিসকে বলে দাও, ওদের যেন জামিনে ছেড়ে দেয়।'

কিন্তু সেটা তো ঠিক কাজ হবে না,' কণ্ঠে মধু ঢেলে বলল মোরলি। 'সত্যিই তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।' চেয়ারের পিঠ থেকে শার্ট টেনে নিল স্যালুন মালিক, পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করে আনল। 'পড় এটা,' কাগজটা বিলের হাতে দিয়ে

বলল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে।

পড়ল বিল। ক্যাট্‌ল্‌মেন্স এসোসিয়েশনের লেটার হেড ওটা, ওতে বলা হয়েছে: রাসলিং তদন্ত থেকে এই মুহূর্ত হতে অব্যাহতি দেয়া হল বিল ও'হারাকে, সে যেন সংস্থা সভাপতি ক্লিভ মোরলির কাছ থেকে তার পাওনা বুঝে নেয়।

পনের

নির্দেশনামাটা পড়ল বিল, রাগে ফুঁসছে। ওকে তাড়াবার ব্যাপারে আদাজল খেয়ে লেগেছে মোরলি। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে প্যাট্রিশিয়াকে কেন্দ্র করে ওদের সংঘর্ষ। তবে আরও একটা হেতু থাকা অসম্ভব নয়। মোরলি হয়ত কোনভাবে জড়িত রাসলিংয়ের সঙ্গে।

খানিক আগে পর্যন্ত ওর সন্দেহভাজনদের তালিকায় মোরলির স্থান ছিল অন্য আর দশজনের কাতারে। এসোসিয়েশনের সব সদস্যকেই, এড থায়ারও বাদ যায়নি, সন্দেহ করে বিল। এক্ষেত্রে ওর যুক্তি হল, আপাতদৃষ্টিতে যতই ভাল মানুষ হোক না কেন, অপরাধ যে কেউ করতে পারে। তাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে মোরলির কোন শত্রু হয়ত এমন তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য দিতে পারবে যার সাহায্যে অপরাধীর দোষ প্রমাণ করা সম্ভব হবে।

চোরাই গরুর চামড়াটা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। ধরা যাক,

প্যাটকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মতলবে মোরলি চামড়া রেখে এসেছিল লিন-টুতে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল ওটা সে পেল কোথায়। এরপর আছে বিলকে অ্যামবুশ করার ঘটনা। তদন্তে বেশিদূর অগ্রসর হবার আগেই মোরলি হয়ত সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল তাকে। সোয়্যাট হ্যারিংটন আর হার্ভে শর্টের উধাও হওয়ার পেছনেও মোরলির কারসাজি থাকতে পারে। জল্লাদদের স্থূলবুদ্ধির ওপর সে ভরসা রাখতে পারছিল না। তারপর আছে—

বিল আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ক্লিভ, জেক পোর্টারের কী খবর?'

চমকে উঠল মোরলি, ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করল নিজের মনোভাব। কিন্তু বিল ঠিকই সেটা লক্ষ করল। 'জেক পোর্টার? নাম শুনিনি লোকটার।'

'আশ্চর্য। তোমার টি ভি র‍্যাঞ্চেই কাজ করত সে।'

ভ্রূ কুঁচকে কিছু একটা ভাবল মোরলি, তারপর মুখের মেঘ কেটে গেল। 'ওহ্, এবার মনে পড়েছে। আসলে কি জান, ফোরম্যানের বাইরে বেশির ভাগ কর্মচারিকে আমি চিনি না। আমার পরিচয় শুধু বেতনের খাতায় ওদের নামটার সঙ্গে। পোর্টার চাকরি ছেড়েছে প্রায় বছর হল। কোথায় আছে জানি না। কেন?'

'আমাকে যে দুজন অ্যামবুশ করার চেষ্টা করেছিল ও তাদের একজন। বিষয়টাকে এভাবে খারিজ করে দিল বিল যেন এখন আর এর কোন গুরুত্ব নেই। 'নির্দেশটা আসলই মনে হচ্ছে, কী বল? আমি এই তদন্ত থেকে তাহলে বাদ?'

'হ্যাঁ। তোমার কাজে আমরা সন্তুষ্ট। খামোকা তোমাকে আরও আটকে রাখার প্রয়োজন দেখছি না।'

'আমি তাহলে এখন থেকে সাধারণ একজন নাগরিক, এসোসিয়েশনের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য নই?'

'তোমার এখানে থাকারই দরকার নেই। কত পাওনা হয়েছে বল, মিটিয়ে দিচ্ছি।'

'হিসেব করতে হবে। পরে জানাব।'

দরোজাটা টেনে দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল বিল, সিঁড়ি ভেঙে নামল নিচে। রাস্তা পার হয়ে ঘোড়ার কাছে গেল। জাস্টিসের বাসার সামনে বাঁধা আছে ওটা। জাজের বাগানের দিক থেকে হেঁটে আসছিল প্যাট। ওর চিবুক উঁচু, মুখ ফ্যাকাশে আর গম্ভীর। মরিয়া একটা ভাব ফুটে আছে চোখে। বিল আন্দাজ করল হাকিমের কাছে কোন ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়েছিল মেয়েটা এবং তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

বিল একবার ভাবল ওকে ডেকে বলে তদন্তে নতুন অগ্রগতি হয়েছে। পরক্ষণে নাকচ করে দিল আইডিয়াটা। এখন সে কিছু বলতে গেলে সেটা কৈফিয়তের মত শোনাবে। কিন্তু বিল সেজন্য তৈরি নয়। তার জায়গায় অন্য কোন পিস অফিসার থাকলে, ও পরিস্থিতির চাপে স্যাম আর জিমিকে হাজতে পাঠাত। তাছাড়া প্যাটকে আশার আলো দেখাবার মত জোরাল কোন তথ্যও এ মুহূর্তে তার কাছে নেই।

খনির কথা ওকে বলা চলবে না। ওই তথ্য ব্যবহার করে প্যাট তার বাবা আর ভাইকে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করতে পারে। এখনও রেজিস্ট্রি করা হয়নি খনিটা, বেশি জানাজানি হলে বেহাত হবার আশঙ্কা আছে। প্যাটের নামেই ওটা রেজিস্ট্রি করবে সে, কিন্তু এখন হাতে সময় নেই। যেভাবেই হোক হ্যারিংটন আর শর্টকে খুঁজে বার করতে হবে ওর, ভয় দেখিয়ে তথ্য আদায় করার জন্য।

প্যাট দেখতে পেল ওকে, সামনাসামনি পড়তে চায় না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ফুটপাত ধরে হন্‌হন্ করে চলে গেল ও। বিল পিছু নিল না। মেয়েটা তাকে ঘৃণা করে সে নিশ্চিত। ওর বাবা আর ভাইকে গ্রেপ্তার করা তার

দায়িত্ব ছিল এটা প্যাট বুঝবে না। মেয়েরা ভাবালুতার বশ, দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা ভাবে পরে।

স্যাডলে চাপল বিল, টুইন ভ্যালি র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হল। হ্যারিংটন আর শর্টকে যদি মোরলি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলে থাকে, র‍্যাঞ্চই সে জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বলে ভাবতে পারে ওরা। সরাসরি বেসিনে প্রবেশ করল না বিল, পাহাড়ি পথে এগোল। যে পাহাড়-প্রাচীরটা মোরলির রেনজ দ্বিখণ্ডিত করেছে সেটা ধরে কিছুদূর গেল সে, বেশ উঁচু একটা চড়াইয়ের মাথায় ক্যাম্প করল। ওখান থেকে টি ভি র‍্যাঞ্চের ওপর পরিষ্কার নজর রাখা যায়। ঘুরপথে আসতে গিয়ে বেলা পড়ে এসেছিল। শুকনো কিছু খাবার খেয়ে নিল বিল, তারপর দূরবীন বার করে চোখে লাগাল।

বাথান কর্মচারিদের খুঁজছিল সে। দেখল মেস শ্যাক থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা। পালা করে প্রত্যেককে দেখল বিল, যারা ওকে গরু গুনতে সাহায্য করেছিল তাদের চিনতে পারল। তারপর ওর দৃষ্টিপথে ধরা পড়ল একজন। ওই লোক সাহায্য করেনি বিলকে ফ্রেজিয়ার ইয়ার্ডের চৌবাচ্চার পাশ থেকে ওর চেহারা সে দেখতে পেয়েছিল। হৃষ্টপুষ্ট গড়ন তার, মাথায় কালো চুল। বিল সেদিন এর সঙ্গীকেই হত্যা করেছে।

টি ভি কর্মচারিদের মধ্যে হ্যারিংটন বা শর্ট কারোরই দেখা মিলল না। রাত নামা অবধি নজরদারি অব্যাহত রাখল বিল, তারপর ঘুমাতে গেল। পরদিন সকালে সে প্যানডোরার পথ ধরল।

শুরুতেই ভাগ্যের কাছে হেরে বসেছিল প্যাট। ও যখন জাজের বাসায় গেল জাজ তখন বাগান পরিচর্যা করছিলেন। তার আলু খেতে পোকার আক্রমণ হয়েছে। খিস্তি করতে করতে, কেরোসিন তেল ছিটিয়ে তিনি পোকা তাড়াচ্ছিলেন। প্যাট কিছু বলবার আগেই খেঁকিয়ে উঠলেন জাজ। 'কোন

লাভ নেই। স্যাম আর জিমিকে আমি জামিন দিতে পারব না। বিনা জামিনে আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছি, ওই আদেশই বলবৎ থাকবে।'

'কিন্তু আমি যদি প্রতিশ্রুতি–'

'না! ক্যাট্‌ল্‌মেন্স এসোসিয়েশন ওভাবেই ওদের আটকে রাখতে চায়। ছেড়ে দিয়ে আমি চাকরি খোয়াব নাকি। হতচ্ছাড়া পোকার দল! মানুষ ফসল ঘরে তোলার আগেই তার খাবার এরা ছিনিয়ে নেয়!'

প্যাট বুঝল আবেদন করা বৃথা। বুড়োর কানে এখন কোন কথাই ঢুকবে না। নিজের ফসল বাঁচাতেই ব্যস্ত লোকটা। হতাশা দমন করে ফিরে এল প্যাট। নিজেকে ওর ভীষণ অসহায় আর একা মনে হচ্ছে।

রাস্তায় এসেই ও দেখল বিল ও'হারা এগিয়ে আসছে ওপাশ থেকে। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করল প্যাট। বিলকে দেখে আগেও তার এ অনুভূতি হয়েছে। ওকে সে ঘৃণা করে, নিজেকে বলল প্যাট, তবু আকর্ষণ বোধ না করে পারল না। দীর্ঘ গড়ন লোকটার; শক্তিশালী, ক্ষমতাবান। অত্যন্ত সাহসী। উদ্যত বন্দুকের সামনেও ভয় পায় না। লোকটাকে বোঝা কঠিন; এই রাস্তার ওপর ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারে, আবার লুটে নেয়ার সুযোগ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করতে পিছপা হয় না। তবে যা-ই হোক, তার বাবা আর ভাই গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য ওই লোক দায়ী, ওর সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

মুখ ফিরিয়ে নিল প্যাট, যে বোর্ডিং হাউসে উঠেছে সেদিকে এগোল।

বোর্ডিংয়ের মালিক, বিধবা মিসেস উইলকিন্স, অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। প্যাটের বিমর্ষ চেহারা পানে একনজর তাকিয়েই মিসেস উইলকিন্স বলল, 'লাভ হয়নি, না? খুব খারাপ। আমি আশা করেছিলাম জাজ অন্তত কিছুটা দয়া দেখাবে।' তারপর যোগ করল, 'তুমি ক্লিভ মোরলির কাছে যাও না কেন? এসোসিয়েশনের সভাপতি সে, ভদ্রলোক।'

ভদ্রলোক! করুণ হাসল প্যাট। ওই লোকের আসল চেহারা সে দেখেছে।

নিজের কামরায় এল প্যাট, বনেটটা বিছানার ওপর ছুড়ে দিয়ে জানালার পাশে বসল সেলাই নিয়ে। নকশা তোলা জামাকাপড়গুলো ও বিক্রি করতে পারে। টাকার দরকার হবে ওর। বাবা আর ভাইকে মুক্ত করার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে। আদৌ কি মুক্তি পাবে ওরা? স্যাম আর জিমির সাজা হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় প্যাটের কান্না পেল। ওদেরকে তার বাঁচাতেই হবে। হ্যাঁ, মোরলির সাথে রফা করবে সে।

মোরলি কোন ধরনের সমঝোতা দাবি করবে ভাবতেই প্যাট কুঁকড়ে গেল। পরক্ষণে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করল। ওটা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই তার, তবে জিনিসটা নিশ্চয় সাংঘাতিক খারাপ কিছু হবে না। বহু মেয়েই দেহ বিকিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে এবং কেউই অনুশোচনায় ভোগে না। পুরুষ তাদের পেশিশক্তি আর বুদ্ধি বিক্রি করে; নারীর দেহ ছাড়া কোন সম্পদ নেই। ভালবাসার জনদের রক্ষা করার জন্য তা বিকিয়ে দিলে পাপ হবে না।

ক্লিভের স্পর্শ তার এত জঘন্য মনে হবে কেন? বিলকে নিবেদন করতে প্রস্তুত ছিল সে, মোরলির বেলায় কেন আপত্তি করল? প্যাটের গণ্ডে লালিমা ছড়াল। এসব চিন্তা সে করছে কোন্ রুচিতে। তবে ঘটনা যা-ই হোক, প্রিয়জনদের বাঁচাতে যে কোন আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে তার শক্ত করতে হবে।

সেই বিকেলে সিলভার স্যাডলের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল ও, বাদুরডানা দরজার ওপর দিয়ে ভেতরটা দেখবার প্রয়াস পেল। দরজাটা বেশ উঁচুতে, ভাল করে কিছু দেখতে পেল না প্যাট। ক্লিভ নিশ্চয় ভেতরে থাকবে, ভাবল ও। সম্ভবত স্যালুনের ওপরতলায় তার কোয়ার্টার। মানষের

মুখে শুনেছে নর্তকীরাও থাকে ওখানে। লিভারি কোরাল অবধি গেল প্যাট, ঘোড়াকে আদর করল কিছুক্ষণ, তারপর বোর্ডিংয়ে ফিরে সেলাই নিয়ে বসল।

সাপারের পর আবার বার হল সে। ক্লিভের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে ও; অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে কৃপাভিক্ষা করবে। সন্দেহ নেই, লোকটা খেপে আছে তার ওপর, তবু চেষ্টা তাকে করতে হবে। সাঁঝ নেমেছিল, তা সত্ত্বেও একটা স্টোরে গিয়ে এটা সেটা দেখে রাত নামবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল প্যাট। তারপর, বলতে গেলে অপরাধীর মতই, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সিলভার স্যাডলের দিকে। ভেতরে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ও, পয়সার ঝুনঝুন আর গ্লাস ঠোকাঠুকির আওয়াজ হচ্ছে। উ্যইস্কি আর পোড়া তামাকের গন্ধ তার নাকে পৌঁছল।

কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। দরজা অবধি গেল প্যাট, একটা পাল্লা সামান্য ঠেলল। ওই ফাটলের মাঝ দিয়ে বারের একটা প্রান্ত দেখতে পেল সে। এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর পানে চেয়ে। ছোটখাট গড়ন মেয়েটার, কৃশ, চোখজোড়া জ্বলছে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে আছে ও, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে প্যাটের দিকে। কল্পনায় মেয়েটা, সম্ভবত, তার নিত্য-বর্তমান অতীতকেই দেখছিল।

জিভ আর টাকরার সাহায্যে হিস্ করে শব্দ করল প্যাট। চমকে উঠল মেয়েটা, পাপড়ি ফেলল বার কয়েক, চোখে পরিচয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। চকিতে আশেপাশে তাকাল সে, তারপর দরজায় এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে কী চাও, প্যাট ফ্রেজিয়ার?'

'ক্লিভ মোরলিকে আমার ভীষণ দরকার। কোথায় পাব তাকে।'

'এখানে তুমি আসতে পারবে না। পেছনের গলিতে যাও। ওখানে দরজা আছে একটা। আমি ক্লিভকে পাঠাচ্ছি।'

'থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ,' বলে চলে এল প্যাট। মেবেলি অপলকে চেয়ে রইল জায়গাটার দিকে মাত্র একটু আগেও যেখানে প্যাট দাঁড়িয়ে ছিল। কাঁধ ঝাঁকাল সে, কামরার পেছনের অংশে গেল। ঘরের শেষ প্রান্তে ছিল মোরলি। মেবেলি তাকে বলল, 'পেছনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় একজন।'

'কে?'

'একজন ভদ্রমহিলা।' মেবেলি *''ভদ্রমহিলা''* শব্দটার ওপর একটু ঝোঁক প্রয়োগ করল।

'তা-ই,' বলে সোজা হল মোরলি, টুপিটা তেরছা করে মাথায় বসিয়ে নিয়ে এগোল পেছন দরজা অভিমুখে।

মেবেলি হাতছানি দিয়ে ডাকল বারটেন্ডারকে। বলল, 'স্টিভ, আমাকে কালো কিছু একটা দাও তো, যেটা জড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য গোপনে বাইরে থেকে ঘুরে আসা যাবে।'

স্টিভ বারের নিচে থেকে কালো একটা পনচো বার করল। 'থ্যাংকস, পার্টনার,' বলে পনচোটা নিল মেবেলি, শশব্যস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল বাইরে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গায়ে জড়িয়ে নিল ওটা, স্যালুনের পাশের প্যাসেজ ধরে একছুটে গলিপথের মাথায় পৌঁছল। দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল সে, কান খাড়া।

প্যাট বলছে, 'আমি জানি ওরা নির্দোষ, ক্লিভ। তুমি পারবে ব্যবস্থা করতে। ছেড়ে দাও ওদের, কথা দিচ্ছি আর কখনও ওরা এখানে আসবে না।'

'কোন্ দুঃখে সাহায্য করতে যাব আমি?' মোরলির শীতল কণ্ঠস্বর ভেসে আসল। 'আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তুমি গ্রহণ করনি। এখন বোঝ মজা?'

'তুমি বলেছিলে—তুমি—চাও আমাকে,' ছেঁড়াখোঁড়া কথা শোনা গেল।

'অবশ্যই চাই। এত যে, এজন্য তোমাকে রানীর হালে রাখতে চেয়েছিলাম। বোধহয় তাতেও তোমার মন ভরেনি।'

'অবস্থা—অন্যরকম ছিল—তখন। আমি বুঝতে পারিনি ওদের ফাঁ—সি হয়ে যেতে পারে।'

'অন্যরকম ছিল? এখন আমার প্রস্তাব বিবেচনা করতে তুমি রাজি আছ?'

আন্তরিক গলা প্যাট্রিশিয়ার। 'তুমি যা বলবে আমি করব, ক্লিভ। ওদের ছেড়ে দাও, প্লিজ। কাল আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। একা থাকব ওখানে। তু···তুমি···আসতে···পার।'

'এইতো বুদ্ধি খুলেছে!' মোরলির কণ্ঠে জান্তব উল্লাস। 'বেশ তা-ই হবে। কাল রাতে তুমি অপেক্ষা করবে আমার জন্য। তবে সাবধান, এবার চালাকি করলে কিন্তু আমি নিজের হাতে তোমার বাবা আর ভাইকে ফাঁসি কাঠে চড়াব।'

'আ···আমি থাকব,' প্যাটের গলায় কান্না। 'সত্যি!'

আর কিছু শোনার জন্য দাঁড়াল না মেবেলি। ছুটতে ছুটতে ফিরে এল স্যালুনে, পথেই খুলে নিয়েছে পনচো। দড়াম করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও, পনচোটা আছড়ে ফেলল বারের ওপর।

স্টিভ বলল, 'কী ব্যাপার, পার্টনার? মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ।'

'ভূত, হাহ্! খোদ শয়তানকে দেখেছি, স্টিভ!'

ষোল

বিল প্যানডোরায় ফিরছিল বিশেষ কারণে। ওর মন বলছে যত শিগগির সম্ভব মাইনিং ক্লেইমটা প্যাট্রিশিয়ার নামে রেজিস্ট্রি করা দরকার। সেজন্য কাউন্টি সদরে যেতে হবে ওকে, আর সদরের রাস্তা প্যানডোরার ওপর দিয়ে। তাছাড়া সোয়্যাট হ্যারিংটন আর হার্ভে শর্টকে ধরার ব্যাপার আছে। বিল তল্লাট ছেড়েছে এই ধারণায় ওরা শহরে ফিরে থাকতে পারে। বিল এখন নিশ্চিত, ওই দুজনই রহস্য মীমাংসার চাবিকাঠি।

পথে পুরো ব্যাপারটা নতুন করে ভাবল বিল। ক্লিভ মোরলিই রাসলিং চক্রের হোতা এ বিশ্বাস ক্রমশ গেড়ে বসছে ওর মাঝে। মোরলি সেই ধরনের ভদ্রলোক যাদের আপাত-বিনয়ী আচরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে শয়তানের চেহারা।

প্যাট্রিশিয়ার প্রতি মোরলির মনোভাব বিলকে বিদ্বেষী করে তুলেছে তা নয়। অন্তত নিজেকে বিল তা-ই বোঝাল। নারী যুগে যুগে পুরুষের মনোরঞ্জন করেছে; তার অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছে, হবে—এটা শাশ্বত সত্য। মোরলিকে বিল ঘৃণা করে কারণ সে জানে ওই লোক মতলব হাসিলের জন্য অন্ধকারে অন্যের পিঠে ছুরি মারতেও দ্বিধা করবে না। বিলের ক্রুদ্ধ হবার আর একটি কারণ মোরলি তার পঙ্কিলতা ভদ্রতার লেবাসে লুকিয়ে রেখেছে।

মোরলির গরুবাছুর যদি দশ হাজারের কম হয়ে থাকে, হিসেবটা সহজেই মিলে যায়। পালের ক্ষতি না করে সে সরকারকে বছরে দুহাজার গরু সরবরাহ করতে পারবে না। ফলে গরু কিনতে হবে তাকে, কিন্তু সেটা লাভজনক নয়। অথবা প্রতিবেশীদের গরু চুরি করতে হবে, এবং তা লাভজনক। মোরলি চোর, প্রমাণ করা কঠিন হবে। যমজ উপত্যকার দুপাশে বিল আনুমানিক পাঁচ হাজার করে গরু শুনেছে। নানাভাবে খোঁজ খবর করেও এমন তথ্য পায়নি যা থেকে বোঝা যায় মোরলি বাইরে কোথাও সরবরাহ করে। লোকটা রাসলার হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সীমান্তের ওপারে পাচার করে চোরাই মাল। কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে হবে, আর তা করা নেহাত সহজসাধ্য নয়।

প্যানডোরায় পৌঁছতে বিলের পুরো একটা বেলা লেগে গেল। আগের মতই ক্যাম্প করল ঝরনার ধারে, রান্না করে খেয়ে বিশ্রামের জন্য এলিয়ে দিল গা। হ্যারিংটন আর শর্ট প্যানডোরায় ফিরলেও সিলভার স্যাডলে রাত না করে যাবে না। আনুমানিক দশটা নাগাদ বিল শহরের উজানে রওনা হল।

ছায়ায় ছায়ায় পথ চলল সে, শহরে তার উপস্থিতি কেউ লক্ষ করেনি এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিলভার স্যাডলে প্রবেশ করল। ভেতরে একবার নজর বুলিয়েই বুঝল যাদের খুঁজছে তারা এখানে নেই। মোরলি বারে তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। গ্লোরিয়া অর্ধ-মাতাল এক কাউহ্যান্ডের সঙ্গে রুলেত টেবিলে রয়েছে। মোরলিকে নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে, আড্ডা মারছে এক ই টি কাউপাঞ্চারের সাথে। মোরলি কট্‌মট্ করে তাকাল বিলের দিকে। গ্লোরিয়া ভ্রূকুটি করল। মেবেলির দৃষ্টিতে আবেদন ফুটল। প্রথম দুজনকে উপেক্ষা করল বিল, মেবেলির উদ্দেশে আলতো মাথা নাড়ল। এ মুহূর্তে ওই মেয়ের সঙ্গ তার ভাল লাগবে না।

বারে গিয়ে পানীয়ের ফরমাশ দিল বিল, বারটেন্ডারকে শুধাল [illegible] বা শর্টকে সে দেখেছে কি-না। স্টিভ জানাল দেখেনি। মোরলি এগিয়ে আসছে, বারের পেছনের আয়নায় দেখেও না দেখার ভান করে থাকল বিল। মোরলি থামল ওর পাশে, নিচু গলায় বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ।'

'তা-ই?'

'আগেই বলেছি তোমাকে আর এখানে আমাদের প্রয়োজন নেই।'

'আমিও বলেছি আমি এখন সাধারণ নাগরিক, কারও আদেশপালনে বাধ্য নই।'

'সাধারণ নাগরিক ল-অফিসারের সুবিধা ভোগ করে না, ও'হারা। ইচ্ছে করলেই তাকে হাজতে পোরা যায়।'

'আমাকে আটক করার মত যথেষ্ট বড় তুমি নও। দশজন নিয়ে চেষ্টা করলেও পারবে না।'

'বাধ্য করা না হলে নিজের শক্তি আমি দেখাই না। বলতে কি, আমি চাই না তুমি প্যানডোরায় থাক। তা থাকতে দেবও না। বোঝা গেছে, ও'হারা?'

বিল ক্লান্ত, হাই তুলল। 'সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে বহু আগেই। তবে কিনা আমি তোমার কেনা গোলাম নই। আমার যদ্দিন খুশি থাকব।'

আঙুলের নখগুলো এক মুহূর্ত দেখল মোরলি। শেষমেষ, 'পরে বোলো না তোমাকে সাবধান করা হয়নি,' একথা বলে চলে গেল।

বিল দেখল মেবেলি আসছে। নিষেধ করল মাথা ইশারায়, কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল। মেয়েটা বোকা নাকি? দেখছে না স্যালুনের মালিক আর তার মক্ষীরানী কী রকম খেপে আছে ওর ওপর।

ই টি কাউপাঞ্চারকে ঠেলতে ঠেলতে বিলের কাছের একটা টেবিলে

নিয়ে এল মেবেলি, ছেলেটাকে ব্ল্যাক-জ্যাক খেলায় উৎসাহিত করে তুলল। খানিক বাদে ঘাড় ফিরিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বিল, তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার!'

বিল ঠোঁটের ফাঁকে জবাব দিল, 'বিপদে পড়বে।'

'ব্যাপারটা জরুরি।'

'ক্যাম্পে এস।' হাই তুলল বিল, আড়মোড়া ভাঙল দাঁড়িয়ে, দেয়াল ঘেঁষে এগোল দরজার দিকে, বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমেই চকিতে আলোর বৃত্ত থেকে সরে গেল ও, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল আশেপাশে। ঘটল না কিছু। মোরলি তার কুকুরদের লেলিয়ে দেয়নি, যখন নিশ্চিত হল এটা, ছায়ায় ছায়ায় রাস্তার ভাটিতে পা বাড়াল বিল। ক্যাম্পের ঠিক উলটো মুখে হাঁটল সে, কেউ পিছু নেয়নি এটা বোঝার পরই কেবল রাস্তা পার হল।

ক্যাম্পে ফিরে আগুনটা উসকে দিল বিল, তারপর গাছপালার আড়ালে গিয়ে মেবেলির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্প পরে অন্ধকার ফুঁড়ে হাজির হল মেয়েটা, ওর হলুদ পোশাক কালো আলখাল্লার নিচে ঢাকা পড়েছে। সরাসরি আলোর বৃত্তে এসে থামল ও, আশেপাশে তাকাল একবার, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকল, 'বিল!'

'এদিকে! গাছের আড়ালে।' সাড়া মিলল।

দৌড়ে ওপাশে গেল মেবেলি, গোড়ালির ভরে বসল। 'বিল, সর্বনাশ হয়েছে,' বলল হাঁপাতে হাঁপাতে। 'ফ্রেজিয়ারের মেয়েটা কী কাণ্ড করেছে জান? ওর বাবা আর ভাইয়ের মুক্তির বিনিময়ে মোরলিকে সঙ্গ দেয়ার প্রস্তাব করেছে।'

সিগারেটটা আরেকটু হলেই গিলে ফেলেছিল বিল। 'মানে?'

মেবেলি জানাল, প্যাট ক্লিভ মোরলিকে বলেছে আজ রাতে কেবিনে সে

একা থাকবে। মোরলি যাচ্ছে ওর কাছে।

শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে গেল বিলের চোয়াল। জিজ্ঞেস করল, 'মোরলি কোথায়?'

'মাত্র রওনা হয়েছে।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বিল, ঘোড়ার পিঠে সাজ পরাতে পরাতে বলল, 'মেবেলি তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম আমি। তবে তুমি আর নিজের বিপদ বাড়িয়ো না। তাড়াতাড়ি কাজে ফিরে যাও—কেউ তোমার অনুপস্থিতি টের পাবার আগেই।'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল মেবেলি। অবশ্য তার আগে আর একবার বলল বিলকে সে যেন যেভাবে হোক প্যাটকে হায়েনার লালসা থেকে রক্ষা করে।

উত্তেজনায় কাঁপছে বিলের হাত। মোরলির মুখোমুখি হবার সময় এসেছে। প্যাটের জন্য মায়া হল ওর, গর্বও অনুভব করল। মেয়েটা সত্যি তার আপনজনের প্রতি বিশ্বস্ত, যেকোন মূল্যে তাদের জীবন রক্ষায় কসুর করবে না।

আজ রাতে মোরলিকে সে খুন করবে। ক্লিভের আগেই পৌঁছে যাবে হোমস্টিডে, লোহার চৌবাচ্চার আড়ালে বসে থাকবে ওত পেতে। তারপর সময় বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানুষরূপী ওই শয়তানটার ওপর।

ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডে যাবার সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা বেছে নিল বিল, প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকাল সজোরে।

খোলা হাওয়ায় উত্তেজনা প্রশমিত হল খানিকটা। বিল শান্তভাবে পরিস্থিতি বিচার করল। প্রথমেই ঘোড়ার গতি কমাল সে। এত জোরে ছুটলে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই ওটা মারা যাবে। এরপর ও উপলব্ধি করল মোরলিকে এখনই হত্যা করা চলবে না। ওকে অভিযুক্ত করতে হবে রাসলিংয়ের দায়ে, ওর ভদ্রতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে হবে টেনে।

মোরলিকে আজ মোকাবেলাও করা যাবে না। বিলের প্রতি মনের রাগ সে প্যাটের ওপর মেটাবে। বিল ব্যস্ত মানুষ, সবসময় প্যাটের পাহারায় থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, অন্য কোন উপায়ে কাজ সারতে হবে ওকে।

প্যাটের জন্য, আত্মহত্যার সময় ঘনিয়ে আসছিল। ওর কাছে এটা আত্মহত্যারই শামিল। যুক্তির ছুরিতে যতই শান দিক, ও জানে, মোরলির সাথে রাত কাটাবার পর সে আর আগের প্যাট থাকবে না। তার আত্মা মরে যাবে। অশুচি হয়ে যাবে সে, আর সেই আত্মগ্লানিতে পুড়ে মরবে সারাটা জীবন।

পারিবারিক শিক্ষা আর সংস্কার বিদ্রোহী করে তুলতে চাইছে ওকে, যা করতে যাচ্ছে সে তার বিরুদ্ধে। মূল্য যা-ই হোক না কেন, নিজেকে বিকিয়ে দেয়ার অর্থ স্বাবমাননা। নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার অর্থ অন্য; কারণ একমাত্র ভালবাসার জনের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করবে। আর সেই পুরুষটির কাছে বরাবরই ও শুচি-শুভ্রভাবে ধরা দিতে চেয়েছে। কিন্তু আজ রাতের পর আর সম্ভব হবে না তা। সেই পুরুষ জানল কি-না সেটা বড় কথা নয়, বড় তার বিবেক। পুরুষ হাজারটা মেয়ের সাথে ঢলাঢলির পরেও পরিষ্কার বিবেক নিয়ে কোন বিশেষ একজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। নারী তা পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল প্যাট। ওর মনে হল সন্তানের কারণেই নারীর জীবনদর্শন ভিন্ন হয়। মেয়েদের আর এক পরিচয় তারা মা; ওই মাতৃসত্তা সর্বদা চায় তাদের কোন পাপ যেন সন্তানকে বিদ্ধ না করে, মায়ের প্রতি তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা যেন হয় অমলিন।

সাপার খেল না প্যাট। রান্না করেও সরিয়ে রাখল, রুচি নেই বলে। সেলাই নিয়ে বসল সে, কিন্তু তার সবকটা আঙুল অসাড়। সেলাই তুলে রাখল ও। উফ্, লোকটা এখনও আসছে না কেন? ঝামেলা চুকিয়ে

ফেললেই তো পারে। মাঝরাত হয়ে এল, আরও আগেই এসে পড়া উচিত ছিল তার।

ওকে কীভাবে স্বাগত জানাবে সে? এসব ব্যাপারে প্যাটের জ্ঞান সামান্য, তবে এটা অনুমান করতে পারে লোকটা চাইবে না তার গায়ে পোশাকের বাহুল্য থাক। কোন্ ড্রেস পরবে সে? নাইটগাউনটা, বিলকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে যেটা পরেছিল। বড় সাধ করে ওই রাত্রিবাসটা বানিয়েছিল প্যাট, তার বাসর রাতের জন্য, যে-রাত আর কোনদিন ওর জীবনে আসবে না। হ্যাঁ, গম্ভীর সে ভাবল, ওটাই পরতে হবে। নিজের কামরায় গেল প্যাট, ব্যুরো ড্রয়ার থেকে বার করে ওটা বিছানার ওপর মেলে রাখল। ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল ওর শরীর। এ কষ্ট সে সইতে পারবে না। রাত্রিবাসটা দলামোচড়া করে আবার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল ও।

সামনের দরজায় দৌড়ে গেল প্যাট, হুড়কোটা তুলতে নিয়েও থেমে গেল, অবসন্ন দেহে দাঁড়াল দেয়ালে হেলান দিয়ে। যেভাবেই হোক, দরজা খোলা রাখতে হবে তাকে। এর ওপর তার বাবা ও ভাইয়ের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। ক্লিভ বলেছে, আজ রাতে প্যাট তাকে অভ্যর্থনা না জানালে সে নিজেই স্যাম আর জিমিকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। লোকটা করবেও তা। ও সব পারে।

সামনের ঘরে এসে একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল প্যাট। প্রান্তরে পুরু বালু থাকায়, খুরের আওয়াজ শুনতে পায়নি ও, কিন্তু কেবিনের দরজার সামনে লোকটা যখন থামল তখন তার ঘোড়ার নাক ঝাড়ার শব্দ ঠিকই ওর কানে গেল। হে খোদা, অবশেষে সে তাহলে এসেছে!

কোরাল অভিমুখে মিলিয়ে যাওয়া বুটের আওয়াজ শুনতে পেল ও, ধরে নিল ক্লিভ ঘোড়া তুলে রাখতে গেছে। জানালায় গেল প্যাট, দেখার প্রয়াস পেল। কিন্তু ঘর আলোকিত, বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিছুই চোখে

পড়ল না। রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হুড়কোটা আমন্ত্রণ জানাল ওকে ওটা যথাস্থানে তুলে দেয়ার জন্য। হুড়কোটার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ও, মনের ওপর জোর খাটিয়ে ফিরে এল ঘরের ভেতর, চেয়ারে বসে পড়ল। মাথা উঁচু রাখল; রফা ও নিজেই করেছে এবং তার মর্যাদা সে রাখবে।

কেবিন পানে এগিয়ে আসা পায়ের আওয়াজ পেল প্যাট। কেন-যেন ওটা ক্লিভের পদশব্দের মত শোনাচ্ছে না। ওই শব্দ দৃঢ় পায়ের, চোরের মত লঘু নয়।

ক্যাঁচ করে উঠল কবাট। নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলল প্যাট, অপলকে চেয়ে থাকল রান্নাঘরের দরজার দিকে। হঠাৎ ভেতর পানে খুলে গেল ওটা এবং একজন লোক কামরায় প্রবেশ করল। লোকটা দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ, তার চোখ জ্বলছে ক্রোধে। প্যাট যেন ডানা মেলে দেয়া পাখি, সোজা হল লাফিয়ে।

'বিল!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'ওহ্, বিল!'

বিল বলল, 'রাইডিং ড্রেস পরে নাও। আমরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

সতের

এ মুহূর্তে প্যাটের কাছে বিল সবকিছু। স্বয়ং ঈশ্বর। অথবা ঈশ্বরের দূত। ওকে সে রক্ষা করেছে। মোরলি আসতে পারে এখন; বিলের উপস্থিতিতে ওকে স্পর্শ করার দুঃসাহস তার হবে না, আবার প্যাট্রিশিয়ার বিরুদ্ধে

চুক্তিভঙ্গের অভিযোগও সে আনতে পারবে না।

বিলকে ও অধৈর্যভাবে বলতে শুনল, 'হাবার মত দাঁড়িয়ে থেক না। তাড়াতাড়ি রাইডিং ড্রেস পরে নাও। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

প্যাট্রিশিয়ার উত্তেজিত মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে গেল। 'অসম্ভব! আমি পারব না!'

'খুব পারবে। পারতে যাচ্ছ। মোরলির সাথে রাত কাটান তোমার চলবে না।'

'মেয়েটির গণ্ড আরক্ত হল। 'তুমি কীভাবে জান?'

'সে ভাবনা তোমার না। কাপড় বদলে নাও। তোমার ঘোড়া তৈরি।'

ক্লিভের হুমকি মনে পড়ল। প্যাট বলল, 'আমার যাওয়া চলবে না। থাকতেই হবে। না থাকলে, ক্লিভ বলেছে, বাবা আর জিমিকে নিজে হাতে ফাঁসিতে চড়াবে।'

বিলের চোখ বিস্ফারিত হল, তারপর সঙ্কুচিত। 'তা-ই বলেছে বুঝি? ধাপ্পা দিয়েছে। কিস্যু করতে পারবে না। তুমি নিজেই কাপড় বদলাবে নাকি আমাকে হাত লাগাতে হবে?'

কথা শেষ করেই সামনে বাড়ল বিল, যেন জোর খাটাবে। প্যাট সভয়ে পিছিয়ে গেল পর্দাঘেরা শোবার ঘরের দিকে। 'হ্যাঁ, বিল! আ···আমিই বদলাচ্ছি।'

'পাঁচ মিনিট টাইম,' হুঙ্কার ছাড়ল বিল।

তড়িঘড়ি পোশাক পাল্টাতে লাগল প্যাট, আবার মানসিক দোটানায় পড়েছে। বিল বলেছে বাবা আর জিমি ফাঁসিতে ঝুলবে না। ওরা বিলের বন্দি, তার কথা সে বিশ্বাস করতে পারে। তবু অনিশ্চয়তা খুঁচিয়ে চলল প্যাটকে। লিভিং রুমে এসে ও দেখল বিল অস্থির পায়চারি করছে। চকিতে বিল তাকাল ওর পানে, বলল, 'চল।' আগে আগে কেবিন থেকে বেরিয়ে

গেল ও, বাতি বোজাবার প্রয়োজন মনে করল না। দরজার বাইরেই তৈরি ছিল ঘোড়া। প্যাটকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল বিল। প্যাট জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'এমন জায়গায় যেখানে মোরলির ভয় নেই। তোমাকে রেখেই ফিরে আসব আমি, সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব। আমি এখন স্বাধীন, বিল ও'হারা ছাড়া অন্য কারো হুকুমে চলি না।'

বেসিনের অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে ওরা যখন বিলের কথার তাৎপর্য প্যাট অনুধাবন করতে পারল। চকিতে ঘোড়া থামাল ও। 'তুমি স্বাধীন মানে?'

নিঃশব্দ হাসল বিল। 'স্বাধীন মানে স্বাধীন। মোরলি অন্যদের বুঝিয়েছে, স্যাম আর জিমিকে ধরে দিয়েছি, আমার কাজ শেষ হয়েছে। ওরা আমাকে বরখাস্ত করেছে।'

'তার মানে তুমি—!' আঁতকে উঠল প্যাট। 'বিল, এর অর্থ মোরলিকে তুমি থামাতে পারবে না, সেই অধিকার এখন আর তোমার নেই।'

'কে বলল পারব না?'

'আমি বলছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল প্যাট। 'আমি ফিরে যাচ্ছি।'

বিল অনেক বেশি ক্ষিপ্র। ঝট করে ধরে ফেলল লাগাম, রাশ টেনে দাঁড় করাল ঘোড়াটাকে। বলল, 'পাগলামি কোরো না। ভালয় ভালয় এস আমার সঙ্গে। নইলে বেঁধে নিয়ে যাব।'

জেদি চোখে তাকাল প্যাট, কিন্তু শেষে হার মানল। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে এগোল বিলের আদেশমত।

সারা রাত পথ চলল ওরা। বিল বাধ্য করল জোরে ঘোড়া ছোটাতে। স্যাডলে ঠায় বসে থাকতে হওয়ায় কোমর ব্যথা হয়ে গেল প্যাটের, কিন্তু বিল বিশ্রামের সুযোগ দিল না। ভোরের সামান্য পর একসারি গাছপালা

অতিক্রম করে একটা ঢালের মাথায় পৌঁছল ওরা। প্যাট দেখল নিচেই একটা অস্থায়ী ছাউনি, ওর বাবা আর জিমি যেটা ওদের ক্লেইমের ওপর তুলেছে।

ক্রিকের ধারে থামল ওরা। অসাড় হয়ে গিয়েছিল প্যাটের কোমর আর পা, নামতে পারছিল না। বিল নামাল ওকে, কোলে করে ছাউনিতে নিয়ে গেল। দুটো বাংক রয়েছে ওখানে। একটায় প্যাটকে শুইয়ে দিয়ে সোজা হল বিল, তাকাল ওর পানে। প্যাট এই প্রথম ওর চোখে আন্তরিকতা লক্ষ করল।

বিল বলল, 'তুমি আরাম কর, আমি খাবারের জোগাড় করছি। তারপর আমি চলে যাচ্ছি। তোমার ঘোড়াটাও নিয়ে যাব। আমি চাই না তুমি ফিরে গিয়ে সবকিছু ভণ্ডুল কর। একটা গ্যারান্টি দিতে পারি, তোমার বাবা আর ভাইয়ের ফাঁসি হচ্ছে না।'

নিজেকে ভীষণ হালকা মনে হল প্যাটের। অস্ফুটে 'ঠিক আছে, বিল,' বলে চোখ মুদল।

বিল যখন জাগাল ওকে বাতাসে খাবারের গন্ধ ভাসছে। বিল বলল, 'আমার খাওয়া শেষ। এখন যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাক। প্রচুর খাবার আছে। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। গাছের ডালে যে দুটো রাইফেল লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো থাকল ঘরে। নিজের যত্ন নিয়ো।'

অপলকে চেয়ে থাকল বিল। প্যাট ওর চোখে কামনার আগুন দেখতে পেল। বাংকের পাশে হঠাৎ হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল বিল, ঝুঁকল সামনে। প্রায় কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমাকে চুমু দাও, প্যাট।'

নিজের অজান্তে ঠোঁট ফেরাল প্যাট, পরক্ষণে মনে পড়ল ওর চুমু ফিরিয়ে না দেয়ার শপথ নিয়েছে সে। একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথা সরিয়ে নিল প্যাট, গালে বিলের তপ্ত চুম্বনের ছোঁয়া অনুভব করল।

উঠে পড়ল বিল, বলল, 'একদিন তোমার সাড়া পাব আমি। স্বেচ্ছায়।

জোর খাটাব না কোনদিন।'

গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল বিল। প্যাট ওর চলে যাবার শব্দ শুনল।

বেশিদূর ওর ঘোড়াটাকে নিল না বিল। আরেকটা জানোয়ার টেনে নিতে হলে তার চলার গতি ব্যাহত হবে। কেবিন থেকে মাইল খানেক তফাতে অবতলমত একটা জমি চোখে পড়ল ওর। ঘাস, পানি আছে। ওখানে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল বিল, এগিয়ে চলল সামনে।

ওর ঘোড়া ক্লান্ত, তবু জোর কদমে ছুটল বিল, জানে হাতে সময় কম। মোরলির হুমকির কথা মেবেলি বলেনি ওকে। প্যাটের কাছে শুনে বিল ভেতরে ভেতরে প্রবল নাড়া খেয়েছে। নিজেকে বোঝাল ও, এত শিগগির কিছু ঘটবে না। ফ্রেজিয়ার হোমস্টিড থেকে প্যানডোরায় পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর তিনটে-চারটে হয়ে যাবে মোরলির। অনেক বেলা অবধি ঘুমোবে সে। ফলে দুপুরের আগে কাজে নামতে পারবে না।

ওদের ফাঁসি দেয়ার আয়োজন ও করবে কীভাবে? টি ভি কর্মচারিদের তলব করবে। হয়ত এড থায়ারের লোকদেরও রাজি করাবে ওদের সাথে যোগ দিতে। ঢালাও মদ্যপান চলবে স্যালুনে। বেশিরভাগ লোক বলবে প্রমাণ যখন পরিষ্কার বিচারের প্রয়োজন কী? ওদের উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢেলে দেবে কেউ একজন। জনতা আক্রমণ করবে জেলখানা। কয়েদিদের বাঁচাবার জন্য লোক দেখান একটা চেষ্টা করবে পিংক প্যারাডিন। তারপর জনতা সেল ভেঙে ছিনিয়ে নেবে স্যাম আর জিমিকে, লিভারি স্ট্যাবলের ফটকে লটকে দেবে ফাঁসিতে।

এটাই সহজতম রাস্তা। তবে মোরলি ওই রাস্তা বেছে নেবে মনে হয় না। সে হল ভদ্রলোক; ব্যাপারটার মধ্যে অসুন্দর কিছু থাকা চলবে না। তাহলে আর কীভাবে? উপায়টা অনুমান করে নিল বিল, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল আরও জোরে। ডিনারের জন্য থামল না ও, রাস্তার ধারে একটি

ক্রিকে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে নিয়েই ছুটল আবার। ফ্রেজিয়ার হোমস্টিড যে বেসিনে দুপুর একটা নাগাদ সেটা অতিক্রম করল, বিকেল চারটের দিকে প্যানডোরা শহরটা দেখতে পেল। সোজা শহরে প্রবেশ করল না সে, ঘুরপথে সিলভার স্যাডল স্ট্যাবলের পেছনে চলে গেল, ঘোড়াটা বেঁধে রাখল।

আস্তাবলটা পেরোল বিল, স্যালুন লাগোয়া গলিপথ ধরে রাস্তায় পৌঁছল। কোনা থেকে উঁকি দিল সন্তর্পণে। জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না, তবে রাস্তার কয়েকশ গজ উজানে স্টোরের সামনে কয়েকটা বাকবোর্ড আর একসারি ঘোড়া চোখে পড়ল। কঠিন হয়ে গেল বিলের চেহারা; তার অনুমান নির্ভুল।

কোনা ঘুরল বিল, একটা জানালা দিয়ে তাকাল। ভেতরটা আধো-অন্ধকার; মাত্র একজন রয়েছে স্যালুনে। দরজার দিকে সরে গেল বিল, ঠেলে ভেতরে পা রাখল। নিঃসঙ্গ সেই লোকটা স্টিভ, বারটেন্ডার। চিবুকে হাত রেখে বিমর্ষ চেহারায় সে দাঁড়িয়ে ছিল বারে। বিলকে দেখে সোজা হল লোকটা, চোখে আশার আলো ফুটল। বিল শুধাল, 'সবাই কোথায়?'

স্টিভ মাথা ঝাঁকাল। 'আদালতে।'

'কোথায় ওটা, স্টোরে?'

'ওপরতলায়। বড় হলরুম আছে ওখানে। ওরা ফ্রেজিয়ারদের ফাঁসি দিতে যাচ্ছে।'

'আমি ফাঁস খুলে দেব।'

বেরিয়ে গেল ও, এখন দৌড়াচ্ছে। নিজের ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, একটা পা রেকাবে তোলা। ক্লান্ত হয়ে আছে জানোয়ারটা আস্তাবলে ঢুকল ও, স্টলে ঘোড়া পেল একটা। সম্ভবত মোরলির। বিল কামনা করল তা-ই যেন হয়। জিন চাপাল ওটার পিঠে, বেডরোলটা ছুড়ে

ফেলল এক কোণে। শহরের অন্যদিকে চলে গেল সে, ঘুরে স্টোর বার্নের পেছনে এসে থামল। খুঁটির সাথে ফস্কা গেরো দিয়ে বেঁধে রাখল ঘোড়াটাকে। খিড়কি পথে ভেতরে ঢুকল বিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন দালানের অপরপ্রান্তে পৌঁছে সামনের দরজার অল্পটাক তফাতে থামল।

স্টোরের পেছনে লিন-টু রয়েছে একটা, গুদাম ও লোডিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওটার ঢালু ছাতের ওপর দোতলার খোলা দুটো জানালা দেখতে পাচ্ছে ও। কারো মাথা দেখা যাচ্ছে না, তবে কণ্ঠস্বর কানে আসছে ওর। একটা তীক্ষ্ণ ও বিদ্ধ করা, মোরলির। অন্যটা ক্লান্ত ও পরাজিতের, স্যামের গলা। এক মুহূর্ত ভাবল বিল, ঝড়ের গতিতে কাজ করছে মস্তিষ্ক, পরিকল্পনা আঁটল একটা, তারপর ঝটপট ফিরে এল দোকানের পেছনে, দেয়াল ঘেঁষে রাস্তায় বেরোল। দুটো ঘোড়া জোগাড় করতে হবে ওকে, সামনে কোন পাহারাদার থাকলে তাকেও সামলাতে হবে।

আছে পাহারাদার। দালানের এপাশে দরজা রয়েছে একটা, তার ওপারে দোতলার সিঁড়ি। দেয়ালের কোণে সন্তর্পণে মাথা রাখতেই, দরজা থেকে ভাঁজ করা একটা হাঁটু আর হ্যাটের কিনারা চোখে পড়ল ওর।

পিছু হটল বিল, লোডিং প্ল্যাটফর্মের বড় দরজাটা ঠেলে পাটাতনের ওপর উঠল। কাপড়ের গাঁট আর পালা করে রাখা বাক্সের মাঝ দিয়ে একটা আইল ধরে এগোল, দোকানে ঢোকার দরজাটা দেখতে পেল। কেউ নেই ওখানে। দোকান হয়ে সামনের দরজায় চলে আসল ও, মুখ বাড়াল চৌকাঠের পাশ থেকে, বাইরে বেরোল, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরে গেল দোতলার দরজা অভিমুখে। পিস্তল উঁচু করল বিল, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'অ্যাই!' তারপর লোকটা সচকিত হয়ে মাথা বার করতেই ও সজোরে মারল বাঁট দিয়ে।

সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাহারাদার, একেবারে বিলের কোলে। টেনে

ওকে একধারে নিয়ে গেল সে, হিচ র‍্যাকে গিয়ে টি ভি মার্কা দুটো ঘোড়া খুলে ওগুলোকে বার্নের পেছনে নিয়ে গেল ও, নিজের ঘোড়াটার পাশে বেঁধে রাখল।

বার্নে ঢুকল বিল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বার্নের পেরেক থেকে মই তুলে নিল একটা, বাইরে গিয়ে লিন-টুর ছাঁইচ থেকে ওটা ঝুলিয়ে দিল। দ্রুত অথচ নিঃসাড়ে ওপরে উঠে গেল সে, ক্রল্ করে খোলা একটা জানালার নিচে গিয়ে বসল।

মোরলি বলছিল, 'অ, বিল ও'হারা তাহলে প্রমাণ করতে পারবে তুমি তোমার সেই কথিত ক্লেইম ছেড়ে কোথাও নড়নি! তা কোথায় ও'হারা? আর হ্যাঁ, তোমার মেয়েই-বা কোথায়? তোমাকে নৈতিক সমর্থন জোগাবার জন্য সে এখানে উপস্থিত নেই, আশ্চর্য না? নৈতিকতা প্রসঙ্গে আর একটা কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ট্রায়ালের কথা জানাতে তোমার বাসায় গিয়ে ওকে আমি পাইনি। বাতি জ্বলছিল, কিন্তু তোমার মেয়ে বাড়ি ছিল না। কোথায় সে? নাকি আমার জিজ্ঞেস করা উচিত কোথায় *ওরা*?'

বিল আর অপেক্ষা করল না। দোতলার ওই কামরায় আগে কখনও সে ঢোকেনি, তবে ছকটা আঁচ-অনুমান করে নিল। এই প্রান্তে, দালানের পেছনের অংশে, একটা মঞ্চ থাকবে; দর্শকদের আসন হবে সামনে। বিচার কাজ পরিচালিত হবে মঞ্চের ওপরে অথবা ঠিক নিচে। বিল ভাবল, কোথায় কী আছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে। উঠে দাঁড়াল বিল, বাম পা ঢুকিয়ে দিল জানালার ভেতর। পিস্তল আগেই বার করেছে, ধরে আছে উঁচু করে। সামনে বাড়ল বিল, মেঝে স্পর্শ করল পা, ডান পা-টা ভেতরে টেনে নিয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

নিচু একটা মঞ্চের ওপর রয়েছে ও। সামনে, ডান দিকে, একটা চেয়ার আর টেবিল। ওখানে বসেছেন জাজ। এখন তাঁর পরনে জীর্ণ ফ্রক কোট।

মঞ্চের নিচে পায়চারি করছে মোরলি। ওপাশের দুটো চেয়ারে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে স্যাম আর জিমি। দুজনেরই হাতকড়া পরান। এর অল্প তফাতে আর একটা চেয়ারে বসেছে পিংক প্যারাডিন। অডিটোরিয়াম দর্শকে ঠাসা। দেয়ালের এক ধারে পাতা হয়েছে কয়েকটা চেয়ার। মুখ গম্ভীর করে ওখানে বসে আছে কিছু লোক। ওরাই সম্ভবত জুরি, বিল অনুমান করল। দর্শকদের সারিতে কোল ব্রেন্টকে আবিষ্কার করল ও। শীতল চেহারা র‍্যাঞ্চারের, ঠোঁটের কোণে খেলা করছে বিদ্রূপ।

এক লহমায় সব দেখে নিল বিল, তারপর আগুন নিয়ে খেলল।

পিংক প্যারাডিনই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠল আগে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে চেয়ার ছাড়ল শহর মার্শাল, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। অত্যন্ত চালু হাত তার। তবু পেরে উঠল না। বিল তাক করেই ছিল কোল্ট, ট্রিগারটা টেনে দিল শুধু। কপালে অকস্মাৎ একটা ত্রিনয়ন নিয়ে পিংক ধরাশায়ী হল।

বিল নিশানা বদলাল পরক্ষণে, মোরলির দিকে তাক করল পিস্তল, হ্যামার ইতিমধ্যে পেছনে করেছে। 'সাবধান!' ককর্শ সুরে বলল বিল, 'কেউ চালাকি করেছ কি মোরলিও মরবে!'

ঘুরে দাঁড়িয়েছে মোরলি, চোখ কপালে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, যেন এক্ষুনি বলবে, 'মের না!'

বিল আদেশ করল সিলভার স্যাডল মালিককে। 'মোরলি, সবাইকে স্থির থাকতে বল। আমাকে মারতে পারবে ওরা ঠিকই, তবে যাবার সময় আমি তোমাকেও নিয়ে যাব।'

মোরলি খাবি খেল। 'কেউ নড়ো না!'

আড়ে কোল ব্রেন্টকে আরেকবার লক্ষ করল বিল। আকর্ণ হাসছে ব্রেন্ট, চোখের তারায় কৌতুক। নাটকটা উপভোগ করছে বুড়ো।

বিল বলল, 'এবার আমি আমার সাক্ষ্য দেব, স্যাম আর জিমি ফ্রেজিয়ার নির্দোষ। চামড়াটা যখন প্ল্যান্ট করা হয়, ওরা ওদের ক্লেইমে ছিল, আমি জানি। মোরলি আমাকে তদন্ত থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, যাতে সে অনায়াসে ওদের ওপর ঝাল মেটাতে পারে। কেন? কারণ স্যাম আর জিমির মুক্তির বিনিময়ে প্যাট ফ্রেজিয়ারের কাছে সে কুপ্রস্তাব করেছিল। কিন্তু প্যাট ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তা। হ্যাঁ, চলে গেছে ও। আমি তাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখেছি। এখন স্যাম আর জিমিকেও নিয়ে যাচ্ছি। ওরা আমার বন্দি, কাঠগড়ায় যদি দাঁড়াতেই হয়, নিরপেক্ষ আদালতে দাঁড়াবে। আমাকে কেউ থামাতে চেষ্টা কোরো না, ক্লিভ মোরলির নোংরা আত্মা তাহলে নরকে পচবে। অবশ্য ওটাই তার যথার্থ স্থান।' থামল বিল, তারপর বলল, 'স্যাম, জিমি, এস এখানে। আমার সামনে দিয়ে না।'

উঠে দাঁড়াল ওরা। জিমির মুখ উজ্জ্বল, স্যামের ক্লান্ত চোখে আশার আলো। দেয়াল ঘেঁষে এগোল ওরা, মঞ্চে উঠল। বিল না তাকিয়েই বলল, 'জানালার বাইরে, মই বেয়ে নিচে। ঘোড়া বার্নের পেছনে।'

লিন-টুর ছাতে ওদের বুটের আওয়াজ শুনল বিল, মইয়ের কম্পন থামা অবধি অপেক্ষা করল, তারপর ধীর পদক্ষেপে পিছিয়ে জানালায় গেল। এতকিছুর মধ্যেও মুহূর্তের জন্য মোরলির ওপর থেকে দৃষ্টি সরাননি সে, কোল্টের হাতুড়িতে রাখা বুড়োআঙুলের চাপ শিথিল করেনি। বিল দেখল কোল ব্রেন্ট উঠে দাঁড়িয়েছে, তার হাত পিস্তলের বাঁটে। তবে ব্রেন্ট নজর বোলাচ্ছে কামরার চারপাশে। বিল বুঝল, অজ্ঞাত কোন কারণে কঠিন এই গরু ব্যবসায়ী তাকে সমর্থন করছে।

পিস্তলের নিশানা ঠিক রেখেই জানালা টপকাল বিল, ছাতের কিনারায় পৌঁছে এক লাফে নেমে পড়ল নিচের গলিপথে। উবু হয়ে ছুটল বার্নের দরজার দিকে, একবার থেমে দোতলার জানালা লক্ষ করে গুলি ছুড়ল দুটো।

তারপর লাফিয়ে ঢুকে পড়ল দালানের ভেতর, পেছন দিকে ছুটল।

স্যাম আর জিমি অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। স্যাডলে বসে আছে ওরা, জিমির হাতে ওর ঘোড়ার লাগাম।

তড়াক করে স্যাডলে চাপল বিল। জিমি জানতে চাইল, 'এবার?'

বিল জবাব দিল, 'সবচেয়ে সোজা রাস্তায় টি ভি র‍্যাঞ্চে, ঝোড়ো গতিতে ছুটবে। ওখানে কেউ নেই এখন। এই সুযোগটাই আমি খুঁজছিলাম।'

আঠার

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ওরা। স্যাম আর জিমির হাতকড়াগুলো রয়ে গেছে এখনও। বিল জানে শিগগিরই ধাওয়া শুরু হবে, জনতা রাস্তায় নেমে ঘোড়ার কাছে পৌঁছতে যা দেরি।

ধাওয়াকারীদের চোখে ধুলো দেয়া পলাতকদের প্রথম দায়িত্ব। টি ভি র‍্যাঞ্চে যাবার জন্য সময় দরকার বিলের। ওখানে এমন কিছু তথ্য মিলতে পারে যা রাসলিংয়ের সঙ্গে ক্লিভ মোরলির যোগাযোগ প্রমাণ করবে। এ মুহূর্তে সোজা সামনে এগোতে হবে ওদের। এখন ওরা খোলা প্রান্তরে, রাস্তা বদল করলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হবে। শহর থেকে মাইলটাক পরে এবড়োখেবড়ো হতে শুরু করল প্রান্তর, পাহাড় যত কাছাকাছি আসছে ততই উঁচু হচ্ছে একেকটা চড়াই।

বিল সামনের দুজনের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'ফাঁকি দেয়া যাবে ওদের? দেরি করান?'

জিমি জবাবে বলল, 'পাহাড়ে না পৌঁছা অবধি নয়। ওখানে কৌশল করতে পারব।'

অগত্যা নাগাড়ে এগিয়ে চলল ওরা। পুরোদমে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। বিল নিশ্চিত ওরা যদি ধাওয়াকারীদের সাথে ব্যবধান বাড়াতে পেরে না থাকে, ধাওয়াকারীর পক্ষেও ব্যবধান কমান সম্ভব হবে না।

অবশেষে টিম্বার বেল্টে প্রবেশ করল ওরা, চড়াইয়ে ওঠার জন্য গতি মন্থর করল সামান্য। টি ভি র‍্যাঞ্চের নিয়মিত ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা। অন্য পথে গেলে শ্রথ হয়ে পড়বে অগ্রগতি, প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যবধান হ্রাস পাবে।

পাহাড়ি একটা ঝরনার ধারে পৌঁছল ওরা, পানিতে নেমে ট্রেইলের সমান্তরালে এগোল কিছুদূর, তারপর স্যামের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডানে চলে গেল বিল, আধমাইল ঘুরে ঝরনার উজানে ট্রেইলে উঠবে আবার। একশ গজ সামনে বাঁয়ে ঘুরল জিমি, তারপর স্যাম। প্রত্যেকেই ঝরনার মাঝখানে চলে গেল, প্রায় মাইলখানেক উজানে গিয়ে ট্রেইলে উঠল ফের, টি ভি অভিমুখে ছুটে চলল। বিল আশা করছে এই কৌশল ধাওয়াকারীদের দেরি করিয়ে দেবে কিছুটা, তিনটা ট্রেইলে ওদের তল্লাশি শেষ হতে হতে সন্ধে হয়ে যাবে।

জোরকদমে ওরা ছুটল টুইন ভ্যালির উদ্দেশে, একসময় চড়াইয়ের নিচে এড থায়ারের দালানকোঠাগুলোর দেখা পেল। দৃশ্যত জনমানবহীন মনে হল ওগুলো। পাহাড়-প্রাচীরের পাদদেশে টি ভি হেডকোয়ার্টার। মনে হল ওখানেও কেউ নেই। থায়ারের রেনজে নেমে গেল ওরা, টি ভির দিকে এগোল। অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে।

ই টি আর মোরলির রেনজ আলাদা করেছে কাঁটাতারের বেড়া। স্যামের নেতৃত্বে ওটার ফটক পার হল ওরা, দালানকোঠার দিকে এগোল। দ্রুতগতিতে ছুটছে তিনজনই, পার্বত্য এলাকায় থাকা প্রতিপক্ষের নজরে পড়ে যাবার আগেই আড়াল পেতে চাইছে।

নীরব-নিথর হয়ে আছে র‍্যাঞ্চ বিল্ডিংগুলো। একটা বার্নের কোনা ঘুরল ওরা, বেড়ার পেছনে বেঁধে রাখল ঘোড়া। বিলের কাছে চাবি ছিল একটা। ওটার সাহায্যে স্যামের আর জিমির হাতকড়া খুলে দেয়ার চেষ্টা করল, ব্যর্থ হল। 'কামারশালায় গিয়ে ভেঙে ফেল,' নির্দেশ দিল বিল। 'তারপর অস্ত্র জোগাড় করবে। বাংকহাউসে বাড়তি রাইফেল আর পিস্তল না থেকেই পারে না। সাবধান, খোলা জায়গায় বেরোবে না।'

এক দৌড়ে অদৃশ্য হল বাপ-বেটা। বিল খিড়কি পথে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল। রান্নাঘর পেরিয়ে আর একটা কামরায় পা রাখল। ওখানে ছোট্ট একটা সিন্দুক আর রোল-টপ ডেস্ক রয়েছে দেখে অনুমান করল ওটাই মোরলির অফিস-কামরা হবে। সিন্দুকের হাত ঘোরাবার চেষ্টা করে মুষড়ে পড়ল বিল। তালা দেয়া।

ডেস্কের দিকে নজর ফেরাল ও। ওটাতেও তালা ছিল, তবে সমস্যা হল না। ছুরি ঢুকিয়ে খুলে ফেলল ওপরের ডালাটা, পিজিঅন হোলগুলো হাতড়ে চিঠিপত্র, ইক্যুইপমেন্ট কেনার রসিদ আর কয়েকটা মেমো পেল। ডেস্ক ল্যাম্প জ্বেলে ওগুলো পড়ল বিল, র‍্যাঞ্চের কাজকর্মে অনিয়ম প্রমাণ করবার মত কিছু মিলল না। এবার ও ডেস্ক ড্রয়ারগুলোয় খুঁজতে শুরু করল।

বিশৃঙ্খল অবস্থা ওগুলোর, সিগারেট পেপার থেকে শুরু করে অ্যাংলার্স হুক—সবই আছে। যথেষ্ট সময় লাগল তল্লাশি শেষ করতে। দুপাশের সবকটা ড্রয়ার খুঁজল ও—পালা করে ওপর থেকে নিচে। শুরুতে দূরে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল সে, এখন সেটা থেমে যাওয়ায় অনুমান

করল স্যাম আর জিমি শেকল ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

এবার অনেকগুলো ঘোড়া ধেয়ে আসার শব্দ পেল বিল। নিমেষে সচকিত হয়ে উঠল ও। নিশ্চয় বাতি দেখতে পেয়েছে ওরা, কিন্তু এখন শোধরাবার সময় নেই।

জিমি ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল। 'ওরা আসছে, বিল! আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে!' ওর হাতে উইনচেস্টার, ওয়েস্ট বেল্টের নিচে একটা কোল্ট সিক্সগান গোঁজা। সখেদে সিন্দুকটার দিকে একবার তাকাল বিল, তারপর ঝটকা মেরে শেষ দেরাজটা খুলল। খাতা! টালি খাতা, লেজার! সন্তোষসূচক একটা শব্দ বেরোল ওর গলা চিরে, খাতাগুলো তুলে নিল। খুরের আওয়াজ জোরাল হয়েছে আরও। খাতা বগলদাবা করল বিল, বলল, 'চল।'

রান্নাঘর হয়ে বেরোল ওরা, বার্নের কোনা ঘুরল। ঘোড়াসহ অপেক্ষা করছিল স্যাম। লাফিয়ে স্যাডলে উঠল দুজনা। বিল এখনও ধরে আছে খাতা দুটো। স্যাম জিজ্ঞেস করল, 'পাহাড়ের ওপরে?'

বিল বলল, 'না। আমাদের এখন ব্যবধান বাড়ান দরকার। ওরা জোরে ছুটছে, নিজেদের আওয়াজে আমাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাবে না। এটাই সুযোগ। পাহাড়ের গোড়া ঘেঁষে উপত্যকায়। ওপরে পরে ওঠা যাবে।'

জোরকদমে ছুটল ওরা, পাহাড়-প্রাচীর ধরে পশ্চিম উপত্যকায় যাচ্ছে। পাহাড় আড়াল করল ওদের, ধাওয়াকারীদের দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করল। উপত্যকার তিন মাইল উজানে থামল ওরা, কান খাড়া। মোরলির বাহিনী এখনও অনুসরণ করছে।

'র‍্যাঞ্চ থেকে আমাদের আওয়াজ শুনে ফেলেছে,' স্যাম বলল। 'বিল,

আমরা আটকা পড়ে গেছি। পাহাড়ের গা এদিকটায় ভীষণ খাড়া। ঘোড়া নিয়ে ওঠা কঠিন হবে। পায়ে হেঁটে সম্ভব, কিন্তু ওরা আমাদের ধরে ফেলবে।'

'পশ্চিমে ফাটল আছে একটা,' জিমি বলল দাঁতের ফাঁকে। 'ওই পথে হয়ত পালান যাবে।'

'টের পেয়ে ওই পথ বন্ধ করে দেবে হারামিগুলো,' বিল আপত্তি জানাল। 'তারচেয়ে সোজা এগোও, পথে কোন ঝোপঝাড় থাকলে সেটার আড়ালে লুকোবে। এতে হয়ত ফাঁকি দেয়া যাবে ওদের।'

উৎকণ্ঠিত ওরা এগিয়ে চলল সামনে, অন্ধকারের ভেতর পাহাড়ের গায়ে লুকাবার মত জায়গা খুঁজছে। বিলই প্রথম দেখতে পেল ঝোপটা, পাহাড়ের ধারে দাঁড়ান কতকগুলো গাছপালা। সঙ্গী দুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল।

ওদের পায়ের তলায় অকস্মাৎ সমান হয়ে গেল জমিন, রিজের কিনারে জন্মান ঝোপের ভেতর প্রবেশ করল ওরা। উঁচু সব গাছ রয়েছে ওখানে, মাটি সমান, দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত কোন রাস্তা ওটা। আরও এগোল ওরা, পাহাড় লাগোয়া বিশাল এক ঝোপের সামনে এসে রাশ টানল।

'ওটার আড়ালে লুকাব আমরা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বিল, প্রান্তরে শত্রু বাহিনীর ধেয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ঘোড়া আরেকটু কাছে করল সে, মরা একটা ডাল ধরে আস্তে টানল। ডালটা ভেঙে চলে এল ওর হাতে। বিল বলল, 'তোমরাও হাত লাগাও, এরকম কয়েকটা ডাল সরাতে পারলেই এটার পেছনে যাবার রাস্তা হয়ে যাবে।'

কোনমতে একটা ঘোড়া যেতে পারে এরকম একটা পথ তৈরি হয়ে গেল অচিরেই। বিল ওর ঘোড়াকে ইশারা করল ওই পথে এগোতে। প্রথমে

ইতস্তত করল ঘোড়াটা, তারপর দৃঢ়পায়ে আগে বাড়ল। চাঁদ নেই আকাশে, একটি তারাও দেখা যাচ্ছে না গাছপালার কারণে, তবু এগিয়ে চলল ঘোড়া। স্যাডলের ওপর পেছন ফিরল বিল, দেখল স্যাম আর জিমি অনুসরণ করছে ওকে। আর ওদের পেছনে, তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে, সে কালো একটা খিলান দেখতে পেল। রাশ টানল বিল, 'এটা একটা গুহা মনে হয়। খাবার আর পানি থাকলে ওদের আমরা দীর্ঘদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারব।'

ঘোড়া থামিয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগল ওরা। মেঘগর্জনের মত জোরাল হয়ে উঠল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, তারপর ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে। 'চলে গেছে,' জিমি বলল, 'এবার আমরা ফিরতি পথ ধরতে পারি।'

বিল বলল, 'দাঁড়াও। আগে দেখা যাক গুহাটা কদ্দূর গেছে।' ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ওরা, আরও একশ ফুট এগোল। আবার থমকে দাঁড়াল বিল, বলল, 'গুহা না, এটা একটা টানেল।'

'তা-ই হবে,' সায় জানাল স্যাম। 'উপত্যকার পুব পাশে বহুকাল আগে একটা খনি ছিল বলে শুনেছি। পাহাড়ের পশ্চিম পাশে যাবার জন্যে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে রেল রাস্তা। ঘুরে গেলে সময় নষ্ট, সেজন্যই টানেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

'তা-ই?' বিল উত্তেজিত।

'হ্যাঁ। তবে সেসব অন্তত একশ বছর আগের কথা। খনিটা সরে যাবার পর রেল ট্র্যাক ভেঙে ফেলা হয়। তোমার ধারণা এটাই সেই টানেল?'

'আলবত। তখন যে সমান জমিনটা দেখলাম ওটাই সেই পরিত্যক্ত রাস্তা। আর গায়ে যে ফাটলটা আছে ওটা মানুষের তৈরি। তারমানে এই টানেলের ভেতর দিয়ে আমরা উপত্যকার ওপাশে বেরোতে পারব।'

'কিন্তু আমি ভাবছি টানেলটা মোরলি লুকিয়ে রেখেছে কেন?'

আপনমনে বিড়বিড় করল জিমি। 'নিশ্চয় এ পথেই সে দুই উপত্যকায় গরু আনানেয়া করে।'

নিমেষে এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল বিলের কাছে। 'ঠিক,' বলল ও। 'তা-ই করে মোরলি। এবং ক্লিভ মোরলি রাসলারদের নেতা।'

'মোরলি!' স্যামের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'কীভাবে বুঝলে?'

'সহজ হিসাব। আমি বাজি ধরে বলতে পারি কস্মিন কালেও ওর পাঁচ হাজারের বেশি গরু ছিল না। আর পাঁচ হাজারের পাল দিয়ে বছরে সরকারকে দু হাজার গরু জোগান সম্ভব না।'

'তুমি না নিজে ওর গরু গুনেছিলে,' স্মরণ করিয়ে দিল জিমি।

'গুনেছিলাম। একদিন পশ্চিম উপত্যকায়। পাঁচ হাজার ছিল। পরদিন পুব পাশে ওই পাঁচ হাজারই আবার গুনেছি আমি। রাতে মোরলির লোকেরা এই টানেল পথে ওখানে রেখে এসেছিল ওগুলো।'

'ব্যাপারটা তুমি প্রমাণ কর, বিল,' বলল জিমি, 'দেখবে লিভারি বার্নের দেয়ালে মোরলির চামড়া ঝুলছে।'

'তার আগে আমাদের বোধহয়,' কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হতাশা মিশিয়ে বলল স্যাম, 'দেখা দরকার টানেলটা আদৌ পুব পাশ পর্যন্ত গেছে কি-না।'

'ঠিক,' বলে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে আবার এগোল বিল।

কয়েকশ গজ গেছে ওরা, হঠাৎ রাশ টানল বিল, নিচু গলায় বলল, 'ওই শোন!'

থেমে তিনজনই কান খাড়া করল। অল্পক্ষণের ভেতর ঘোড়া খুরের মৃদু আওয়াজ পৌঁছল ওদের কানে। শব্দটা সামনে হচ্ছে, পেছনে নয়। বিল ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান থাক।'

জোরাল হয়ে উঠল খুরের আওয়াজ, বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনি তুলছে।

তারপর থেমে গেল আচমকা এবং একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'এখানে নিরাপদে আগুন ধরান যায়, কী বল? ওয়েস্ট ভ্যালিতে মনে হয় নরক ভেঙে পড়েছে।'

'একদম নিরাপদ,' জবাব আসল। 'দুমাথাই তো বন্ধ, এখানে আগুন কে দেখতে পাবে? এই অন্ধকার আর সহ্য হচ্ছে না আমার। এভাবে কুকুরের মত বাস করা যায়?'

'বেশ তো, তুমি ঘোড়ার সাজ খোল। আমি আগুন জ্বালছি। তারপর জানোয়ারগুলোর সঙ্গে শোবার আয়োজন করা যাবে।'

'কিন্তু ধোঁয়ায় চোখ জ্বলবে যে,' গজগজ করল অপরজন।

'জ্বলুক, তবু আগুন দরকার।'

খুট্‌খাট্ শব্দ ভেসে আসছে। ডালপালা ভেঙে অগ্নিকুণ্ড বানান হচ্ছে। আঁধারে জিন খসাতে খসাতে আপনমনে খিস্তি করছে একজন। অধৈর্য ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে অনবরত। হাত বাড়াল বিল, স্যামের বাহুতে আলতো চাপ দিল। তারপর নিঃশব্দে নেমে পড়ল মাটিতে।

সংকেতটা জিমির কাছে পৌঁছে দিল স্যাম, নামল একইভাবে। জিমি অনুসরণ করল ওদের। ঘোড়ার পাশে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়াল ওরা। পিস্তল বার করল বিল, সামনে এগোল। অপর দুজন ওর পিছু নিল। মাটির কাছে ফুলকি দেখতে পেল বিল, তারপর শুকনো কাঠে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। টুপি দিয়ে বাতাস করে শিখা উসকে দিচ্ছে এক লোক। লোকটা শ্যামলা, দাড়ি গোঁফ কামান। আগুনের বৃত্তের অপর প্রান্তে দ্বিতীয় ঘোড়াটার সাজ খসাচ্ছিল আরেকটি লোক। স্যাডলটা মাটিতে ফেলল সে, ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে টানেলের ওপাশে গেল। ভালমত জ্বলে উঠল আগুন, শ্যামলা লোকটা টুপি মাথায় চাপাল।

আঁধার থেকে বেরিয়ে আসল দ্বিতীয়জন, আগুনের কিনারে দাঁড়িয়ে সিগারেট বানাতে লাগল। এই লোক দীর্ঘদেহী, লাল চুল, মুখে ঘামাচির দাগ।

স্যামের পায়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল একটা নুড়িপাথর, ঠুক্ করে শব্দ হল। চমকে ওদের পানে তাকাল শ্যামলা লোকটা, লালচুল তামাক-কাগজ ফেলে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

'চেষ্টা কোরো না, হ্যারিংটন!' গর্জে উঠল বিল।

কিন্তু হ্যারিংটন ততক্ষণের নিষেধের বার হয়ে গেছে; ওর কোল্ট খাপমুক্ত হল। প্রায় একসঙ্গে বুলেট বৃষ্টি করল তিনটা পিস্তল, সবকটা সীসা ভেদ করল হ্যারিংটনের দেহ। হুড়মুড় করে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আগেই মারা গেছে।

হার্ভে শর্ট মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ওর, তারায় ভয় ফুটেছে। উদ্যত পিস্তল হাতে এগিয়ে গেল তিনজন। বিল কেড়ে নিল ওর সিক্সগান, কার্তুজ বার করে নিয়ে অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলল একপাশে।

টি ভি র‍্যাঞ্চের খাতা হাতছাড়া করেনি বিল। এখন বলল, 'ইচ্ছে করলে তুমি আগুনের পাশে বসতে পার, হার্ভে। আমরা এবার ক্লিভ মোরলির র‍্যাঞ্চের খাতা পরীক্ষা করব। তারপর তোমার আর আমার কিছু কথা হবে। অথবা তুমি বলবে, আমি শুনব।'

'আ···আমি কিছু জানি না।'

'খুব খারাপ—তোমার জন্য। আজ রাতের মধ্যেই এই ঝামেলা শেষ করব আমি। আর সেজন্য যদি তোমাকে হত্যাও করতে হয়—একটুও পিছপা হব না।'

উনিশ

প্যাট শুয়ে আছে ছাত পানে চেয়ে। বিল ও'হারা চলে গেছে অনেকক্ষণ। দীর্ঘদেহী ওই যুবকের কথাই ভাবছে সে। বলিষ্ঠ-সুন্দর গড়ন ওর। মুখ ক্ষৌরি করে নিয়মিত। যখন ওর পানে তাকায় লোকটা, শীতল চোখ দুটিতে ফুটে ওঠে অপ্রত্যাশিত আন্তরিকতা।

আরেকটু হলেই ওর চুমু ফিরিয়ে দিচ্ছিল সে, ভেবে প্যাট অবাক হল। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল ওর ঠোঁট, কেউ হাত বাড়ালে মানুষ যেভাবে এগিয়ে দেয় নিজের হাত তেমনিভাবে। শেষ মুহূর্তে সেদিনকার সেই জ্বালা ধরান কথাগুলো, যা সে বলেছিল বিলকে লক্ষ্য করে, মনে পড়ে যাওয়ায় মুখ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে।

প্যাটকে অধিকার করতে চায় সে। নিজের মনোভাব অকপটে বিল ঘোষণা করেছে। কিন্তু জবরদস্তি করে নয়। ঠিক চুম্বনের মত; স্বেচ্ছায় অথবা আদৌ নয়। ক্লিভ মোরলির সঙ্গে লোকটার তফাত এখানে।

মোরলিকে মনে পড়তেই যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হল প্যাটের। কেবিনে তাকে না পেয়ে নিশ্চয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মোরলি বলেছিল প্যাট কেবিনে তার জন্য অপেক্ষা না করলে সে ওর বাবা আর ভাইকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। মোরলি তার ওয়াদা রাখবে, যদি পারে। তবে বিল আশ্বাস দিয়েছে ওদের

ফাঁসি হবে না। বিল সর্বতোভাবেই মোরলির চেয়ে শক্তিধর। বিলের প্রতি আস্থার মনোভাব প্যাট্রিশিয়ার বিক্ষিপ্ত মন শান্ত করল। রুচি ফিরে এল ওর, খিদে নিয়ে সে উঠে বসল বিছানায়।

এখনও শরীর আড়ষ্ট ওর, সাম্প্রতিক সময়ে টানা এত লম্বা পথ পাড়ি দেয়নি ঘোড়ায় চেপে। তবে অভিজ্ঞতা থেকে প্যাট জানে একটু হাঁটাচলা করলে ব্যথা দূর হয়ে যায়। টিনের একটা থালায় খানিকটা মটরশুঁটি আর বেকন বাড়ল ও, ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে খাওয়া সারল। এরপর কড়া কফি পান করল এক কাপ, পায়চারি না থামিয়ে।

আহারের পর প্যাট ভাবল চারপাশটা ঘুরে দেখবে একটু। বাইরে আসল ও, চড়াই বেয়ে বনানিতে প্রবেশ করল। ট্রেইল ধরে হাঁটছে সে, মন সচল রয়েছে। বিল রক্ষা করবে ওদের, যদি সময়মত পৌঁছতে পারে প্যানডোরায়। কিন্তু যদি দুর্ঘটনা ঘটে পথে? ক্লান্ত হয়ে আছে ওর ঘোড়া, তবু সে পুরোদমে ছোটাবে ওটাকে। যদি কোন গর্তে পড়ে পা ভেঙে যায় ওটার? অবশ্য ওর ঘোড়াটা সে নিয়ে গেছে; ওটায় চড়তে পারবে।

কিন্তু আদৌ কি নিয়ে গেছে? নেয়নি, প্যাট আঁচ-অনুমান করল। কোনভাবেই বেশিদূরে নিয়ে যাবে না। বাড়তি বোঝা নিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চাইবে না বিল। পথে কোথাও ছেড়ে দেবে ওটাকে, ক্লেইম থেকে মোটামুটি একটা দূরত্বে নিয়ে গিয়ে। ওকে সে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছে। তার নিরাপত্তার কথা বিল চিন্তা করে এটা জেনে অদ্ভুত এক শিহরণ অনুভব করল প্যাট। বিল ও'হারা কঠিন মানুষ, স্রেফ শয্যাসঙ্গিনী করতে চায় বলেই বিশেষ কোন নারীর মঙ্গলচিন্তায় সে উদ্বিগ্ন হবে না। এর পেছনে আরও গভীর কারণ রয়েছে। মহৎ কোন কারণ। হয়ত সেই নারীকে ও—! প্যাট টের পেল ওর কান গরম হয়ে উঠছে, ভাবনাটা সে জোর করে

তাড়াল মন থেকে।

ওর অপেক্ষায় এখানে সে বসে থাকবে কীভাবে? প্রতীক্ষার যন্ত্রণাকর মুহূর্তগুলো কাটাবে কেমন করে? আগামীকালের আগে ও ফিরবে বলে মনে হয় না। বেশি দিনও লাগতে পারে। এত লম্বা সময়—!

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল প্যাট, চেয়ে রইল বোকার মত, নিজের চোখকেও বিশ্বাস হতে চাইছে না। যা ভেবেছিল তারচেয়ে বেশিদূরে চলে এসেছে সে। এখন তাকিয়ে আছে পাহাড়ি ঝরনা সংলগ্ন ঘেসো জমিতে চরে বেড়ান একটা জিনিসের দিকে। ওর ঘোড়া ওটা! দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে মুখ ডুবিয়ে। হঠাৎ করেই প্যাট উপলব্ধি করল তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। প্যানডোরায় ফিরে যাচ্ছে সে। বিল যদি ওর বাবা আর ভাইকে মুক্ত করে থাকে, মোরলির দৃষ্টির আড়ালে থাকবে সে। আর ব্যর্থ হয়ে থাকলে, ক্লিভকে গিয়ে বোঝাবে বিল ওকে বাধ্য করেছিল তার সঙ্গে যেতে। হয়ত এভাবে আবারও একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারবে ও।

জিন আর লাগামটা সন্ধান করল প্যাট, একটা ঝোপের ভেতর খুঁজে পেল। ঘোড়ার পিঠে সাজ পরাল ও, স্যাডলে চেপে রওনা হল প্যানডোরার উদ্দেশে।

শরীর আড়ষ্ট, ব্যথা করছে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল প্যাট, জোরে ঘোড়া ছোটাল। দুপুর নাগাদ ঘোড়াকে খানিক বিশ্রাম দিল ও, পানি খাওয়াল। ফেরার পথ অজানা ওর, যে ট্রেইলে চলছে সেটাও অচেনা। তবু এগিয়ে চলল প্যাট, একসময় সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বন্ধুর এক অঞ্চলে হাজির হল। প্যাট বুঝল সে পথ হারিয়েছে।

হতাশায় গুঙিয়ে উঠল ও; নষ্ট করার মত সময় তার নেই। শেষমেষ ঘোড়াকে স্বাধীনভাবে চলতে দিল, এই আশায় যে ওটা বাড়ির পথ খুঁজে

বার করতে পারবে।

ঠিকই সফল হল ওটা, তবে ওদের কেবিন যে বেসিনে সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নামল। থামতে চাইছিল ঘোড়া, কিন্তু প্যাট ওকে প্যানডোরার অভিমুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। রাত দশটার পর ও শহরে প্রবেশ করল।

সদর রাস্তা ধরে এগোল না সে, অন্ধকার একটা গলিপথে ঢুকে নামল স্যাডল থেকে। একটা দালানের পেছনে বেঁধে রাখল ঘোড়া, লঘু পায়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। আঁধারে ডুবে আছে পথ। চারদিক নির্জন। তবে স্যালুনগুলোয় বাতি জ্বলছে, অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। প্যাট ঠিক করল বাবা আর ভাইয়ের খবর জানবে প্রথমে। একবার ভাবল মিসেস উইলকিন্সকে জিজ্ঞেস করে। তারপর ওর মনে হল বুড়ি কিছু বলতে পারবে না। সিলভার স্যাডলের কালো-চুল সেই মেয়েটাকে মনে পড়ল ওর। সে হয়ত জানাতে পারবে। প্যাট সিলভার স্যাডল অভিমুখে পা বাড়াল, বাড়িঘরের ছায়ায় পথ চলছে।

সিলভার স্যাডলে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে আজ রাতে। দলে দলে মানুষ ভিড় জমিয়েছে বার আর জুয়ার টেবিলগুলোর আশেপাশে। বিকেলের ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। জানালা ভেঙে বিল ও'হারার আদালতে প্রবেশ এবং আসামিদের নিয়ে পালিয়ে যাবার ঘটনা পর্যালোচনা করছে।

বিলের তারিফ করছে ওরা। পিংক প্যারাডিনকে পছন্দ করত না শহরবাসীরা, সে অক্কা পাওয়ায় সবাই খুশি। স্যাম আর জিমির মুক্তির বিনিময়ে ক্লিভ মোরলি ফ্রেজিয়ারদের মেয়েটাকে ভোগ করতে চেয়েছিল,

ও'হারার এ অভিযোগ ওদের চমকে দিয়েছে দারুণভাবে। ক্লিভকে ওরা ভদ্রলোক ভেবেছিল। গ্লোরিয়ার সাথে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা জানত শহরবাসীরা, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিল ব্যাপারটাকে। গ্লোরিয়া বাজারে মেয়ে, অর্থের বিনিময়ে যৌবন বিক্রি করে। ওর সাথে কারো লেনদেনের সম্পর্ক আছে, এতে কোন দোষ দেখতে পায়নি প্যানডোরার লোকজন।

কিন্তু প্যাট ফ্রেজিয়ারের কথা আলাদা। ও ভাল মেয়ে। একমাত্র নীচ চরিত্রের পুরুষই ওর ওপর জোর খাটাবার কথা ভাবতে পারে। ক্লিভের প্রতি তাই অসন্তুষ্ট শহরবাসীরা, ওদের দৃষ্টিতে সেটা পরিষ্কার ধরা পড়ছে।

ক্লিভ নীরবে হজম করছে সকলের দৃষ্টিবাণ। বারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সে, নিভে যাওয়া সিগারের গোড়া কামড়াচ্ছে। ওর চেহারা ভাবলেশহীন, কেবলমাত্র অস্থির চোখজোড়াই বলছে তার ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে। প্রকাশ্যে অপদস্থ করা হয়েছে তাকে। শুধু তার কয়েদিদেরই ছিনিয়ে নেয়া হয়নি, তাকে লম্পট আখ্যাও দেয়া হয়েছে। সমাজের মাথা হিসেবে এতে সে অপমানিত বোধ করছে।

মোরলি প্রতি মুহূর্তে আশা করছে তার লোকেরা তাকে জানাবে বিল ও আসামি দুজন ধরা পড়েছে। জিগার ম্যালোন, টি ভি ফোরম্যান, দায়িত্বপালনে অবহেলা করবে না। সে নিশ্চিত, ম্যালোন কাজের লোক, দক্ষ। ওই তিনজন নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারবে মনে হয় না। এড থায়ারের কয়েকজন লোকও পসিতে যোগ দিয়েছে। ও'হারা আর ফ্রেজিয়ারদের পাকড়াও করার জন্য ওরা যথেষ্ট। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন খবর আসেনি যুদ্ধের ময়দান থেকে। ফলে ক্লিভ অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেছে।

রাত দশটা নাগাদ তার ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। নিচু কণ্ঠের কথাবার্তা, মাথা ঝাঁকান, চোরা চাহনি—এগুলো জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তার চামড়ায়।

তবে তা প্রকাশ করতে সাহস পেল না সে। হাই তুলল মোরলি, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকাল আশেপাশে। নর্তকীরা অলস বসে রয়েছে। মেবেলি ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলে তাস খেলছে একাকী। গ্লোরিয়া ওপাশের আরেকটা টেবিলে বসে। আজ সে আহত বাঘিনী হয়ে আছে, কেউ তার কাছে ভিড়তে সাহস পাচ্ছে না। জাহান্নামে যাক বেশ্যাটা, ক্লিভ ভাবল, আজই সিলভার স্যাডলে ওর শেষ রাত। কুত্তিটাকে ও তাড়িয়ে দেবে।

পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোল মোরলি, ব্যাকজ্যাক টেবিলে থামল মুহূর্তের জন্য। 'কী খেলা? আমি জানি বলে তো মনে হচ্ছে না,' বলল সে।

পলক না তুলেই জবাব দিল মেবেলি, কণ্ঠ গম্ভীর। 'সলিটেয়ার না। আমি আমার ভাগ্য গণনা করছি। উলটে থাকা ওই ইস্কাপনের টেক্কাটা দেখেছ? ওটা হল ডেথ কার্ড।'

'ভাগ্যটা ও'হারার হলে আমি খুশি হই,' বলে আর দাঁড়াল না ক্লিভ।

জাহান্নামে যাক ও'হারা! প্যাটের সঙ্গে ওর অভিসারের কথা ব্যাটা জানল কেমন করে? নিশ্চয় সেও কেবিনে গিয়েছিল একই উদ্দেশ্যে। দেখেছে প্যাট অপেক্ষা করছে ক্লিভের জন্য। বাপ-ভাইকে বাঁচাবার জন্য ও'হারার ওপরেই মেয়েটা নির্ভর করেছে বেশি। চলে গেছে ওর সঙ্গে। নিকুচি করি ছুকরির! মোরলির মেজাজ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। খোলা হাওয়ায় মনের জ্বালা মেটাতে বাইরে বেরিয়ে এল সে, দোতলায় যাবার জন্য গলিপথের দিকে এগোল।

গলির অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখে পৌঁছল সে, বাঁক ঘুরবে এমন সময়ে আবছা একটা অবয়ব হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার গায়ের ওপর।

অভ্যাসবশে, লোকটাকে ঠেলে সরাতে নিল ক্লিভ। পরক্ষণে বিস্ময়ে অব্যক্ত একটা ধ্বনি বেরোল ওর মুখ দিয়ে, চোখ জ্বলে উঠল ধক্ করে, নরম

শরীরটাকে সে জড়িয়ে ধরল। 'বেশ'! বলল মিহি গলায়, 'বেশ!'

সামনের দরজায় গেলে লোকজনের চোখে পড়ে যাবার আশঙ্কা, তাই রাস্তা পেরিয়ে প্যাট সিদ্ধান্ত নিল সিলভার স্যাডলের পেছন দরজায় গিয়ে কালো-চুল মেয়েটার সন্ধান করবে। এর আগে যে সন্ধেয় এসেছিল সেদিনই স্যালুনের খিড়কি পথটা ও দেখেছে।

অন্ধকার গলিপথ ধরে দরজায় গেল প্যাট, কবাট সামান্য ফাঁক করে তাকাল ভেতরে। ক্লিভ মোরলিকে কোথাও দেখতে পেল না। এজন্য সে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। কালো চুল মেয়েটা সামনের দরজার কাছাকাছি টেবিলে বসে তাস খেলছে একলা। অতদূরে গলা পৌঁছবে না, ভেতরে ঢুকতেও সাহস পেল না প্যাট। অগত্যা সামনের দরজায়ই যাওয়া সাব্যস্ত করল।

দরজাটা আস্তে করে টেনে দিল ও, ঘুরে ছুটল রাস্তার দিকে। গলির ঠিক মুখে ধাক্কা খেল এক ছায়ামূর্তির সঙ্গে। সরে যাবে প্যাট, কিন্তু কর্কশ দুটো হাত আলিঙ্গন করল ওকে, তারপর কণ্ঠস্বর শুনে সে বুঝল লোকটা ক্লিভ মোরলি।

প্যাট বলল, 'ছেড়ে দাও আমাকে।'

'কেন? এভাবেই তোমাকে আমার পছন্দ। কাল রাতে কোথায় ছিলে? আমাদের না চুক্তি হয়েছিল একটা!'

প্যাট তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার বাবা—জিমি! কোথায় ওরা?'

সক্রিয় হয়ে উঠল মোরলির উপস্থিতবুদ্ধি। *মেয়েটা তারমানে জানে না!* সে বলল, 'কোথায় থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

আঁতকে উঠল প্যাট। 'তু···তুমি ওদের···?'

'ফাঁসি দিয়েছি কি-না?' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল মোরলি। 'না, দেইনি এখনও। শুধু তোমার খাতিরে। তোমাকে যখন পেলাম না কেবিনে, দেখলাম বাতি জ্বলছে, অনুমান করলাম নিশ্চয় বিল ও'হারা তোমাকে বাধ্য করেছে তার সঙ্গে যেতে। ভুল বললাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই বাধ্য করেছিল। কীভাবে যেন লোকটা জেনে গেছিল আমাদের চুক্তির কথা। আমাকে সে পাহাড়ের এক জায়গায় রেখে এদিক পানে—' থেমে গেল প্যাট, শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল, 'ও কোথায়?'

মোরলি খিক্‌খিক্ হাসল। *বিল কোথায়, মেয়েটা তাহলে এও জানে না। উফ্, খোদা মেহেরবান! সব এখন তার আয়ত্তের মধ্যে এসে যাচ্ছে।* ক্লিভ বলল, 'নিরাপদেই আছে। অপর দুজনের সাথে। পিংক প্যারাডিনকে সে হত্যা করেছে। আমরা বোধহয় দুজনের পরিবর্তে তিনজনকে ফাঁসিতে ঝোলাতে যাচ্ছি।'

প্যাটের মনে হল ওর হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। বিল ওদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেই আটক হয়েছে হত্যার দায়ে। এ সবই সে করেছে কেবল ওর *জন্য*। প্যাট বলল দুর্বল গলায়, 'ওহ্, নো!'

জিভ নেড়ে চুক্‌চুক্ শব্দ করল মোরলি। 'দুঃখিত। তবে আমি বোধহয় এখনও মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারি, যদি...' কথা শেষ করল না ক্লিভ।

বানভাসি মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, প্রস্তাবটা লুফে নিল প্যাট—আত্মসম্মান, লজ্জা সব ভুলে গেছে। 'ওহ্, প্লিজ, ক্লিভ! তুমি যা বলবে আমি তা-ই করব!'

'শুনে ভাল লাগল।' মোরলি এখন খেলছে। প্যাটকে কাছে টেনে নিল সে, ওর চুলে, চোখে চুমু খেল। তারপর সোজা হল আচমকা, ভাবছে এখানে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারে তার কাজে, পুরস্কার মুঠোয় পেয়েও

আবার তা হারাতে হতে পারে। ওকে ছেড়ে দিল সে, কবজিটা চেপে ধরল। 'এস আমার সঙ্গে,' বলে এগোল গলিপথ ধরে। প্যাট অনুগামী হল।

স্যালুনের পেছনের কোনা ঘুরল ওরা, ইশারায় দোতলার সিঁড়িটা দেখাল মোরলি। 'ওপরে ছোট্ট একটা কামরা আছে আমার,' বলল নরম গলায়। 'তুমি আসবে জানলে পরিষ্কার করে রাখতাম। তবে একদম অপছন্দ বোধহয় হবে না।' সিঁড়ির দরজা খুলল দুর্বৃত্ত, কুর্নিশ করে নাটুকে গলায় বলল, 'যাও, ডার্লিং। করিডরের প্রথম কামরাটা। ডানদিকে।'

কবাট টেনে নিয়ে প্যাটের পেছন পেছন ওপরে রওনা হল মোরলি। খেয়াল করল না মাত্র ছফুট দূরে স্যালুনের পেছনের দরজায়, বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে আছে একজন এবং সে ওদের সব কথাই শুনতে পেয়েছে।

দরজায় উঠে দাঁড়াল মেবেলি, চাপা কণ্ঠে বলল, 'সর্বনাশ!' একটুক্ষণ ভাবল সে, বুঝতে চেষ্টা করল প্যাটকে কীভাবে রক্ষা করবে জানোয়ারটার কবল থেকে। মাত্র একজনের কথাই মনে হল তার। বিল ও'হারা। কিন্তু বিল ফ্রেজিয়ার বাপ-বেটাকে নিয়ে পালিয়েছে। তবু শেষ একটা চেষ্টা করবার সিদ্ধান্ত নিল মেবেলি।

গলিপথ ধরে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় নামল সে, বাঁয়ে ঘুরল। ওর জুতোর হিল প্ল্যাংক সাইডওঅকে শব্দ তুলছে। মেবেলি যাচ্ছে ঝরনা ধরে, বিল বরাবর সেখানে ক্যাম্প করে।

কুড়ি

কথা বলেছে হার্ভে শর্ট। অনর্গল এবং স্বেচ্ছায়। শর্ট স্থূলবুদ্ধি হতে পারে, নির্বোধ নয়। বুঝেছে সে মুখ বন্ধ রাখলেও ক্লিভ মোরলির সাজা কেউ রোধ করতে পারবে না।

আগুনের আলোয় র‍্যাঞ্চের খাতাপত্তর জরিপ করেছে বিল। মূল্যবান তথ্য মিলেছে ওগুলোয়। কেউ যদি সন্দিহান না হয়, জানা না থাকে কী খুঁজছে, তার কাছে অবশ্য তথ্যগুলো মূল্যবান মনে হবে না। ওইসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে চালানের তারিখ আর ব্র্যান্ড নেম। মোরলি যদি তার নিজের পাল থেকে চালান দিত, সব গরুর গায়েই টি ভি মার্কা থাকত। কিন্তু উইনডো স্যাশ আর বক্স ক্রস নামের দুটো মার্কার উল্লেখ রয়েছে। এবং অন্তত একটা চালানের তারিখ তাৎপর্যপূর্ণ।

ই টির পঞ্চাশটা গরু চুরি যাবার পাঁচদিন পর, খাতায় লেখা হয়েছে, পঞ্চাশটা উইনডো স্যাশ গরুর চালান গেছে। ই টি ব্র্যান্ডের সাথে দুটো সরলরেখা যোগ করলেই উইনডো স্যাশ মার্কা হয়ে যাবে। খাতার ওই এন্ট্রিটা পড়ার পর শর্টের দিকে পলক তুলল বিল। বলল, 'লোহার দাগ শুকাবার আগেই তোমরা ওই পঞ্চাশটা উইনডো স্যাশ গরু চালান দিয়ে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলে, না?'

'না,' বলেই সামলে নিল শর্ট, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে যোগ করল, 'তোমার কথা বুঝলাম না।'

'এগিয়েছ যখন আর পিছিয়ে যেয়ো না,' বিল বিদ্রূপ করল। 'কথা তোমাকে বলতে হবে। দরকার হলে তোমার কপালে আমি গরম লোহার ছ্যাঁকা দেব।'

ঢোক গিলল শর্ট, ঠোঁট ভেজাল, বলল না কিছু।

'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি,' বিল ধমকে উঠল। 'জানতে চেয়েছি মার্কা বদলাবার ঘা শুকাবার আগেই গরু চালান দিয়ে তোমরা ঝুঁকি নিয়েছিলে কি-না।'

শর্ট বলল হড়বড়িয়ে, 'উইনডো স্যাশ গরু আমরা আগেও চালান দিয়েছি। সরকার মার্কা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের মাংস পেলেই হল।'

টি ভি কর্মচারিরা গরু চুরি করে তোমাদের, মানে তুমি, টেক্সাস, সোয়্যাট আর প্যারাডিনের হাতে তুলে দিয়েছিল। আমি সীমান্তে খোঁজ করব এটা বুঝে তোমরা উত্তরে গিয়ে ওগুলোর মার্কা বদলেছ, তারপর ফিরিয়ে এনে বিক্রির রসিদসহ পঞ্চাশটা উইনডো স্যাশ গরু তুলে দিয়েছ মোরলির হাতে। ঠিক?'

শর্ট বলল না কিছু।

'জিমি,' বিল অসহিষ্ণু, 'নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই। লোহাটা গরম কর তো।'

শর্টের স্যাডল থেকে একটা রানিং আয়রন তুলে নিল জিমি, এক প্রান্ত আগুনে গুঁজে দিল। বিল নিবিষ্ট মনে খাতা পরীক্ষা করতে লাগল। খানিক পর ও বলল, 'আরেকটা মজার জিনিস: "ড্রাইভে সাহায্য করার জন্য হ্যারিংটন টেক্সাস শর্ট প্যারাভিন দুশ ডলার।" মাথাপিছু পঞ্চাশ ডলার,

হাহ্? ক্লিভ দান মারল দুহাজার, আর তোমরা পেলে মোটে পঞ্চাশটা ডলার। নেহাত ঠকা···জিমি, লাল হল লোহাটা?'

জিমি পরীক্ষা করল ওটা। 'আরেকটু।'

বিল বলল, 'ওতেই হবে। তাড়াতাড়ি পুড়বে না, তবে কাজ চলবে।'

শর্ট বলল, 'কী জানতে চাও তুমি?'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে মাপল বিল। 'সবকিছু। এটাই তোমার শেষ সুযোগ। জবানবন্দি লিখে নিচ্ছি আমি, পরে তুমি সই করবে।'

'বিনিময়ে আমি কী পাব?'

'সেটার ভার বিচারকের? তবে তুমি ঝেড়ে কাশলে আমি সুপারিশ করব।'

তা শর্ট ঝেড়েই কাশল। তার হারাবার কিছু নেই। মোরলি শেষ এটা অবধারিত। খাতার ওই এন্ট্রিগুলো ওকে দোষী সাব্যস্ত করবে, বিশেষত বিল যদি উইনডো স্যাশ ব্র্যান্ডগুলোর ব্যাপারে সরকারের কাছে খোঁজ নেয়। একবার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া যখন হয়ে গেল, শর্ট স্বেচ্ছায় খুলে বলল সব। বিলের অনুমান ঠিক; মোরলি হাজার পাঁচেক গরুর মালিক, দশ না। চুক্তি বহাল রাখার জন্য বাড়তি গরু সে পড়শিদের র‍্যাঞ্চ থেকে চুরি করে। সম্ভব হলে ব্র্যান্ড বদলান হয় এবং ঘা শুকোন অবধি ধরে রাখা হয় জানোয়ারগুলো। কেবল শেষ দফায় তা সম্ভব হয়নি। চালানের দিন ঘনিয়ে আসায় তাড়াহুড়ো করা হয়েছে।

'হ্যাঁ, ক্যান্ড্‌ল্‌স্টিক গরুও চুরি করেছে ওরা। খুব সহজে শিনচবাক্‌ল ব্র্যান্ডে বদলান যায় ওই মার্কা। কোল ব্রেন্ট ইদানীং বেশিমাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠেছিল। ব্রেন্ট মোরলিকে সন্দেহ করে কি-না শর্ট জানে না, তবে বুড়োকে বেশি ঘাঁটাতে সাহস করেনি ওরা। টি ভি কর্মচারিদের সবাই রাসলিংয়ে

জড়িত। গরু চুরি করে অপর চারজনের হাতে তুলে দেয় ওরা। চালান বড় হলে ড্রাইভে সাহায্যও করে। ওই সব ক্ষেত্রে টি ভি গরু বাছুরের ভিড়ে চোরাই মাল লুকিয়ে রাখা হয়।

পরিত্যক্ত রেলরোড টানেলের কথা বহুকাল আগে ভুলে গেছে লোকে। কিন্তু মোরলি দেখল তার গরুর আসল সংখ্যা গোপন করার জন্য ওটা সে ব্যবহার করতে পারে। কাঁটাতারের বেড়া এড থায়ারের গরু টি ভি রেনজ থেকে দূরে রেখেছে, ফলে ই টির কেউ টানেলটা দেখে ফেলতে পারে এ ভয় তাদের ছিল না। ক্লিভ মোরলি ক্যাট্‌ল্‌মেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি—কেউ তাকে সন্দেহ করেনি।

জবানবন্দি লেখা শেষ করল বিল, কাগজটায় শর্টের সই নিল। ও বলল, 'একটা জিনিস আমরা ভুলে গেছি। স্যামের লিন-টুতে পাওয়া সেই চামড়াটার কথা। খোঁড়া বলদটাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলে তোমরা। মোরলি ধরে ফেলেছিল ব্যাপারটা, তখন চামড়াটা তাকে দিয়ে, বাকি অংশ পুঁতে ফেলেছ, তাই না?'

'টেক্সাস করেছিল ওটা। আমরা মাংস নিজেদের জন্য রেখে কঙ্কালটা পুঁতে ফেলেছিলাম।'

'কথাটা মনে রেখ। মামলায় হয়ত দরকার পড়বে না, তবু জেনে রাখা ভাল।' ফ্রেজিয়ারদের উদ্দেশে ফিরল বিল। 'স্যাম, তুমি আর জিমি শর্টকে কোল ব্রেন্টের র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাও। পথেই পেয়ে যেতে পার ওকে। আমরা যখন আসি সে শহরে ছিল। আমার মনে হয় না ব্রেন্ট বেশি জোরে ঘোড়া ছোটায়। ঘটনা জানাবে তাকে। বলবে লোকজন নিয়ে সে যেন টি ভি কর্মচারিদের আটক করে প্যানডোরার জেলখানায় নিয়ে আসে। আমি এখন যাচ্ছি ওখানে। এড থায়ারকে যদি শহরে পাই, তার কাছে সাহায্য চাইব।

তবে বেশিকিছু করতে হবে বলে মনে হয় না। মোরলি চালু মাল, ঠিক বুঝবে তার খেলা শেষ। আমরা টানেল ধরে পুবের উপত্যকায় বেরোব।'

শর্টের ঘোড়ায় জিন চাপাল ওরা, শর্টকে বাঁধল স্যাডলের সঙ্গে। সোয়্যাট হ্যারিংটনের লাশ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকল। বাড়তি ঘোড়াটা ছেড়ে দেয়া হল রেনজে। ফ্রেজিয়াররা ব্রেন্ট র‍্যাঞ্চের ট্রেইল ধরল। বিল ছুটল শহর পানে।

দশটার সামান্য কিছু পর প্যানডোরায় প্রবেশ করল ও এবং সরাসরি ক্যাম্পিংয়ের জায়গায় গেল না। সিলভার স্যাডলের দরজায় এসে থামল বিল, নামল ঘোড়া থেকে। ফুটপাতে জুতোর হিলের শব্দ পেল, আওয়াজ থেকে বুঝল একজন মহিলা রাস্তায় উজানে দৌড়ে যাচ্ছে। বিল ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না।

বাদুরডানা দোরের ওপর দিয়ে নজর বোলাল স্যালুনের ভেতরে। মোরলি বা মেবেলি কাউকে দেখতে পেল না। গ্লোরিয়া কোণের এক টেবিলে মদ্যপান করছে। আবার ফুটপাতে শব্দ উঠল হিলের। বিল পেছনে তাকাল। জানালা গলে আসা ম্লান আলো একটি মেয়ের মুখের ওপর পড়েছে। ভীষণ উদ্বিগ্ন সেই মুখ, চোখ দুটো জ্বলছে, মাথার চুল কালো। বিল সামনে এগিয়ে মিলিত হল মেয়েটার সঙ্গে। বলল, 'মেবেলি।'

'বিল!' হাঁফ ছাড়ল কালো-চুল। মোরলি মাত্র প্যাট ফ্রেজিয়ারকে ওর কামরায় নিয়ে গেছে।

'প্যাট ফ্রেজিয়ার! তোমার মাথা খারাপ নাকি। ওকে আমি অনেকদূরে রেখে এসেছি। পুরো একদিনের পথ।'

'আমি মোটেই পাগল নই।' বিলের হাত এভাবে ঝাঁকাল মেবেলি যেন ওকে জাগাতে চাইছে। 'বললাম তো ওকে দেখেছি আমি। মেয়েটা জানে

না ওর বাবা আর ভাই পালিয়েছে। মোরলি ওকে ওপরে নিয়ে গেছে। আমি তোমার ক্যাম্পে যাচ্ছিলাম, পেছনে তাকিয়ে দরজার বাতিতে চিনতে পেরে ফিরে এসেছি। বিল, জলদি!'

এখন আর কোন সন্দেহ নেই। কোনভাবে ঘোড়ার নাগাল পেয়ে প্যাট ফিরে এসেছে। যেহেতু জানে না স্যাম আর জিমি পালিয়েছে, আবার পা দিয়েছে মোরলির ফাঁদে। কর্কশ স্বরে খিস্তি করল বিল, দ্রুতপায়ে ছুটল গলির দিকে। দুটো করে সিঁড়ি টপকাল একেকবারে, করিডরে পৌঁছে ডানের দরজাটার নব্ ঘোরাল। তালা দেয়া ভেতর থেকে।

'কে ওখানে?' মোরলির কণ্ঠস্বর ভেসে আসল। ক্রুদ্ধ সে গলা।

'ও'হারা। দরজা খোল, নইলে আমি ভেঙে ভেতরে ঢুকব!'

এক মুহূর্তের নীরবতা; তারপর, 'সে চেষ্টা কোরো না, ও'হারা। আমার কাছে অস্ত্র আছে, তুমি কিছু করতে পারার আগেই আমি তোমাকে হত্যা করব!'

'মোরলি, আমি আসছি। তোমার খেলা শেষ। হার্ভে শর্ট কথা বলেছে। টি ভির খাতাপত্তরও আমার কাছে। উইনডো স্যাশ ব্র্যান্ডের খবর আমরা জানি। স্যালুন ঘেরাও করেছে আমার লোকেরা। তুমি পালাতে পারবে না।'

একটা মেয়েকণ্ঠের চাপা চিৎকার শুনতে পেল বিল। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও, 'প্যাট, তুমি ভেতরে?'

জবাব দিল মোরলি। 'হ্যাঁ, ও এখানে। আমার জিম্মি। নিরাপদে পালাতে দাও আমাকে, ছুকরিটাকে ছেড়ে দেব।'

বিল চোয়াল চেপে বলল, 'প্যাট, তুমি ঠিক আছ?'

এবারও সাড়া মিলল মোরলির কাছ থেকে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে—এখন পর্যন্ত। কথা বলছে না কারণ ওর দিকে আমি পিস্তল তাক করে রেখেছি।

তুমি যতক্ষণ যুক্তি মানছ, ও ঠিক থাকবে।'

'এ কথার মানে?' জীবনে এই প্রথম হাওয়া বুঝে চলছে বিল। হাঁটুর ভরে মেবেলি বসে পড়েছে, চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করছে।

দরজার দিকে এগিয়ে আসল মোরলির পদশব্দ। তারপর চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ও'হারা, বাইরে তুমি একা?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে যেতে দাও, মেয়েটাকে ছেড়ে দেব। ওয়াদা। ওকে সামনে রেখে আমি বেরিয়ে আসব, তুমি পিস্তল ফেলে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। গ্লোরিয়ার ঘরের চাবি আছে আমার কাছে। প্যাটকে ওখানে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দেব আমি। তারপর জানালা পথে পালাব। তুমি দরজা ভাঙতে ভাঙতে আমি নিরাপদে সরে পড়তে পারব। প্যাট ঘরেই থাকবে। ঠিক আছে?'

উধাও হয়েছে সমস্ত দায়িত্ববোধ, এ মুহূর্তের চিন্তা শুধুই প্যাটের নিরাপত্তা। রাজি, একথা বলার জন্য সবে ঠোঁট ফাঁক করেছে বিল এমন সময় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে এল। তারপর তারস্বরে চিৎকার করল প্যাট, বিল! বিল!'

উঠে দাঁড়াল মেবেলি। 'কুত্তাটার সাথে লড়ছে প্যাট! দরজা ভেঙে ফেল!'

উলটো দিকের দেয়ালের কিনারে চলে গেল বিল, ছুটে এসে সর্বশক্তি একত্র করে কবাটে ধাক্কা মারল কাঁধ দিয়ে। ওর দেহের চাপে মড়মড় করে উঠল কাঠ, ওপরের কবজাটা ছুটে গেল। বিল দরজার অর্ধেকটা নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিন্তু কবাটের নিচের অংশে আটকে গেল পা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে মেঝেয়, পিস্তল হাতছাড়া হল।

ধূলিশয্যা নেবার সময়েই সামনের দৃশ্যটা একনজর দেখতে পেল ও। প্যাট ঝুলে পড়েছিল মোরলির পিস্তল ধরা হাত খামচে, দুবৃত্ত মাত্র ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। টলতে টলতে উলটে পড়ছে প্যাট, খামচি দেয়ার ভঙ্গিতে এখনও বাঁকিয়ে রেখেছে আঙুল। মোরলি, হিংস্র উন্মত্ত চেহারা, পিস্তল উঁচু করছে। স্থির হল নিশানা, বিলের মুখ বরাবর। ট্রিগারে চেপে বসা তর্জনীর নখ সাদা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

পরমুহূর্তে পিস্তলটা হারিয়ে গেল বিলের চোখের সামনে থেকে, দুপাশে হাত প্রসারিত করে ওকে আড়াল করল এক নারী। এবং ঠিক তখনি গুলিটা হল।

আঁতকে উঠল বিল। 'গুড গড! মেবেলি, মেবেলি!' একটা আর্তনাদ শুনতে পেল। 'জো! জো!' লুটিয়ে পড়ল মেবেলির নিষ্প্রাণ দেহ, ওর ক'গাছা কালো চুল বিলের মুখ ছুঁয়ে গেল। ওই চুলের ফাঁক দিয়ে বিল দেখল লাফিয়ে স্থান পরিবর্তন করছে মোরলি, এমন জায়গায় যেতে চেষ্টা করছে যেখান থেকে বিলকে বুলেটে গাঁথতে পারবে।

এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেল বিল। বিদ্যুৎগতিতে গড়িয়ে সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে। কুড়িয়ে নিল অদূরে পড়ে থাকা পিস্তলটা, গড়ান দিল আর একটা। কোল্টের লক্ষ্য স্থির করল ও, চেম্বারে গুলি থাকা পর্যন্ত হাতুড়িটা বারংবার পেছনে টানল।

যখন হুঁশ ফিরল ওর, কবরের স্তব্ধতা নেমে এসেছে ঘরে। মোরলি মেঝেয় পড়ে হাত পা ছড়িয়ে। বহু আগেই মারা গেছে।

হাঁটুর ভরে ধীরে ধীরে উঠে বসল বিল। সস্নেহে চিত করল মেবেলির অসাড় দেহখানা। বুলেট ওর কপাল ভেদ করেছে। কালো চুল ঢেকে রেখেছে বীভৎস ক্ষতটা। বেদনায় টনটন করে উঠল বিলের বুক, চোখ ঝাপসা হয়ে

গেল ক্ষুব্ধ কান্নায়। ধরা গলায় কেবলমাত্র দুটো শব্দই সে উচ্চারণ করতে পারল, 'বেচারি। পাগলি!'

নিষ্প্রাণ মুখখানা চেয়ে আছে ওর পানে। বিল দেখল ওই মুখ শান্ত, সমাহিত। এমনকি ঈষৎ স্ফুরিত লাল ঠোঁটজোড়ায় হাসির আভাসও জেগে আছে, কালো চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি এখনও মিলিয়ে যায়নি। অবশেষে মেবেলি ওর জো-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

প্যাটের দিকে তাকাল বিল। যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানে বসে আছে। হাত বুকের কাছে বাঁধা। মেয়েটার চোখে চমক আর ভয় কেটে গিয়ে আনন্দ ফুটে উঠতে দেখল বিল। প্যাট ফিসফিসিয়ে বলল, 'বিল! তুমি নিরাপদ! ওহ্, থ্যাংক গড!'

'মেবেলিকেও ধন্যবাদ জানাও,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল বিল। 'ওর কথাটা ভুলো না।'

মেবেলির দিকে আর একবার নজর ফেরাল বিল। দেখল চোখ দুটো এখন উলটে গেছে। আস্তে করে ওর পাপড়ি বুজিয়ে দিল সে।

এতক্ষণ ওরা রাস্তায় ঘোড়ার ছোটাছুটি, বহুকণ্ঠের কোলাহল অথবা সিঁড়িতে বুটের শব্দ কিছুই শুনতে পায়নি। এতই মগ্ন ছিল সবাই নিজেদের উত্তেজনায়। এখন মানুষজন স্রোতের মত ভিড় জমাল ঘরে। ওদের অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। একদম সামনে রয়েছে কোল ব্রেন্ট। তার পেছনে স্যাম আর জিমি ফ্রেজিয়ার। চৌকাঠের ঠিক ভেতরে থমকে দাঁড়াল ওরা, সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে চারপাশে।

প্যাটের সানন্দ চিৎকার শুনতে পেল বিল। 'বাবা! জিমি!' উঠে দাঁড়াল প্যাট, ওরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে।

ব্রেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী, ও'হারা?'

খুলে বলল বিল। জনতা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনতে লাগল ওর কথা। ফ্রেজিয়ার পরিবারের পুনর্মিলন শেষ হয়েছে, ওরাও শুনছে।

যখন সারা হল বিলের কথা, কোল ব্রেন্ট পলক নামিয়ে তাকাল মৃত মেবেলির দিকে, টুপি খুলে ফেলল। কেশে গলা সাফ করল সে। 'বন্ধুগণ, ওখানে সত্যিকার একজন ভদ্র মহিলা শুয়ে আছে। ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন।'

বিল গম্ভীর গলায় যোগ করল, 'আমেন।'

একুশ

এরপর আর বিশেষ কিছু করার থাকল না ওদের। ট্রেইলেই ব্রেন্ট আর ক্যান্ড্‌ল্‌স্টিক ক্রু'র সঙ্গে মিলিত হয় স্যাম আর জিম। ব্রেন্ট টি ভি কর্মচারিদের আটক করতে গিয়ে সময় নষ্ট করেনি। বিলের নিরাপত্তার কথা ভেবে শহরে চলে এসেছে। শর্টকে সঙ্গে এনেছে ওরা। একজনের পাহারায় এখনও সে স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা আছে। ওরা এবার অসম্পূর্ণ দায়িত্ব পালনে টি ভি র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হয়ে গেল। যে কজন কর্মচারি শহরে ছিল তাদের নিয়ে থায়ার ওদের সঙ্গী হল।

টেক্সাস টম মারা গেছে। সোয়্যাট হ্যারিংটন ও পিংক প্যারাডিনও তা-ই। মোরলি খতম। প্যানডোরায় গ্লোরিয়ার ব্যবসা শেষ। মেবেলি গেছে

ওর ভালবাসার জো-এর সঙ্গে মিলিত হতে। রাসলিংয়ের অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েছে স্যাম আর জিমি ফ্রেজিয়ার। স্যামের কাঁধ থেকে নেমে গেছে দুর্ভাগ্যের যাতনা। সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখে পরাজিতের সেই দৃষ্টি আর নেই। জিমি উত্তেজনা ও আনন্দে ফুটছে। আগামীকাল সকালে ক্লেইমে যাচ্ছে সে। স্যাম যাবে কাউন্টি সদরে জায়গাটা নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করাতে।

ফ্রেজিয়ার হোমস্টিডে ফিরবার পথে প্যাটকে খনির কথা বলেছে ওরা। বিল, প্যাট্রিশিয়ার পাশাপাশি ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, নিশ্চিত করেছে খবরটা। সৌভাগ্য আজ ওদের মুঠোয়, জীবন ইচ্ছেমত উপভোগ করতে পারবে।

শুরুতে দল বেঁধে এগোচ্ছিল ওরা। এখন সুখবরটা প্যাটকে জানাবার পর স্যাম আর জিমি সামনে চলে গেল। বিল রইল প্যাটের পাশে। ওদের রেকাব ছুঁয়ে আছে পরস্পর, বিল তুলে নিয়েছে প্যাট্রিশিয়ার একটা হাত। জীবনের প্রথম প্রেমিকার সাথে স্কুলবালকের আচরণ করছে সে, মাত্র হপ্তা দুয়েক আগেও এ অভিজ্ঞতায় বিল লজ্জায় লাল হত।

অবশ্য এক অর্থে সে এখনও স্কুলবালক, মেয়েদের ব্যাপারে সবে পাঠ নিচ্ছে। প্যাট্রিশিয়ার মত মেয়ে যারা, তাদের ব্যাপারে। এখন সে জানে মেবেলির কথা ঠিক: পৃথিবীতে ভাল মেয়ে আছে। প্যাট, ওর প্রিয়া, তাদের একজন।

বিশেষ কথা বলছে না ওরা, পথ চলছে ধীর কদমে। ফলে কেবিনে যখন পৌঁছল, স্যাম আর জিমি তখন ঘুমে বিভোর। রান্নাঘরের বাতিটা নেভায়নি ওরা। বিল যখন দোড়গোড়া থেকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, শুভরাত্রি জানাতে মুখ খুলল, প্যাট ওর কালো মাথাটা নাড়ল। 'এক্ষুনি না, বিল। ভেতরে এস, প্লিজ।'

এরপর পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। প্যাট ভেতরের ঘরের দরজাটা টেনে দিল। মুখোমুখি বসল ওরা, তাকাল একে অপরের পানে। প্যাট আবার ওর সামনে বসা পুরুষটির কঠিন-শীতল চোখে উষ্ণ ও কোমল দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখল।

প্যাট বলল, 'সময়টা ভারি লম্বা মনে হচ্ছে না, সেই যে প্রথম দিন যখন...যখন...' কথা শেষ করতে পারল না ও, লজ্জারা ভিড় জমাচ্ছে গণ্ডে।

'যখন তোমাকে রেখে চলে গিয়েছিলাম আমি। এখন আমি জানি কেন অমন করেছিলাম।'

স্মৃতি কোমল করে তুলল প্যাট্রিশিয়ার চোখ। 'তুমি এও বলেছিলে একদিন লেজ নাড়তে নাড়তে আমি তোমার কাছে হাজির হব।'

আশ্চর্য, লজ্জা পেল এবার বিল। তারপর অদ্ভুত এক কাণ্ড করল সে, নতজানু হয়ে নিজেই এগিয়ে আসল প্যাট্রিশিয়ার কাছে। মুখ তুলল।

ওর চোখে আবার প্যাট তৃষ্ণা লক্ষ করল। ঝুঁকল সে...।